CMYK

CMYK

ত্রিপুরার প্রথম দৈনিক

জাগরণ

THE FIRST DAILY OF TRIPURA গৌরবের ৭১ তম বছর

Founder : J.C.Paul ■ Former Editor : Paritosh Biswas

JAGARAN ■ 71 Years ■ Issue-306 ■ 15 August, 2025 ■ আগরতলা ১৫ আগষ্ট, ২০২৫ ইং ■ ২৯ শ্রাবণ, ১৪৩২ বঙ্গাব্দ, শুক্রবার ■ RNI Regn. No. RN 731/57 ■ মূল্য ৩.৫০ টাকা ■ আট পাতা

বিহারে ৬৫ লক্ষ বাতিল ভোটারের নাম প্রকাশে সম্মত নির্বাচন কমিশন

মঙ্গলবারের মধ্যে করতে হবে, নির্দেশ সুপ্রিম কোর্টের

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ।। অবশেষে বিহারে ৬৫ লক্ষ বাতিল ভোটারের নাম প্রকাশে সম্মত হয়েছে নির্বাচন কমিশন। সুপ্রিম কোর্টে আশ্বস্ত করেছে কমিশন। সর্বোচ্চ আদালতের নির্দেশ আগামী মঙ্গলবারের মধ্যে ওই প্রক্রিয়া সারতে হবে। সাথে আদালত আরও নির্দেশ দিয়েছে, বিশেষ নিবিড় সংশোধনের ফলে তালিকা থেকে বাদ পড়েছে এমন ভোটার আধার দেখিয়েই দাবি জানাতে পারবেন।

প্রসঙ্গত, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় খসড়া ভোটার তালিকা থেকে নাম বাদ পড়া নিয়ে বিতর্কের মধ্যেই সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার একটি গুরুত্বপূর্ণ নির্দেশ জারি করেছে। আদালত জানিয়েছে, যেসব ভোটাররা তাঁদের নাম বাদ পড়া নিয়ে ক্ষুব্ধ, তাঁরা আধার কার্ডসহ নিজেদের দাবি জানাতে পারবেন। বিচারপতি সূর্যকান্ত ও জয়মাল্য বাগচীর ডিভিশন বেঞ্চ নির্বাচন কমিশনকে নির্দেশ দিয়েছে, নাম বাদ পড়া ভোটারদের তালিকা ও বাদ পড়ার কারণ সংবাদপত্র, রেডিও ও টিভির মাধ্যমে সর্বত্র প্রচার করতে হবে।

শীর্ষ আদালত নির্বাচন কমিশনকে প্রশ্ন করেছে, আপনারা মৃত, অন্যত্র স্থানান্তরিত বা অন্য কেন্দ্রে চলে যাওয়া ভোটারদের নাম প্রকাশ্যে আনতে পারবেন না কেন? আদালত আরও বলেছে, এই নামগুলো ওয়েবসাইট বা নোটিস বোর্ডে দেওয়া যেতে পারে। ক্ষুব্ধ ভোটাররা ৩০ দিনের মধ্যে সংশোধনের আবেদন করতে পারবেন। আমরা চাই না জনগণ শুধু রাজনৈতিক দলের উপর নির্ভরশীল থাকুক।

নির্বাচন কমিশন আদালতকে জানিয়েছে, বিহারে বিশেষ নিবিড় সংশোধন প্রক্রিয়ায় প্রায় ৬৫ লক্ষ ভোটারের নাম খসড়া তালিকা থেকে বাদ পড়েছে। কমিশন সম্মত হয়েছে, বুথভিত্তিক সেই তালিকা প্রকাশ করা হবে। যাতে বাদ পড়ার কারণও স্পষ্ট থাকবে, যেমন মৃত্যু, স্থানান্তর, অথবা ডুপ্লিকেট রেজিস্ট্রেশন।

এই তালিকা প্রতিটি বুথ লেভেল অফিসারের অফিসে, ব্লক ডেভেলপমেন্ট অফিস ও পঞ্চায়েত অফিসে প্রদর্শন করতে হবে। জেলা নির্বাচন আধিকারিকদের অফিসেও তালিকা প্রকাশ করতে হবে এবং সোশ্যাল মিডিয়াতেও তা শেয়ার করতে হবে। এই তালিকায় উল্লেখ থাকবে, যাঁরা ক্ষুব্ধ, তাঁরা আধার কার্ডের কপি সংযুক্ত করে তাদের নাম পুনঃস্থাপনের জন্য আবেদন জানাতে পারবেন।

১ আগস্ট উপস্থাপিত ইসিআই তথ্য অনুসারে, ৬৫ লক্ষ বাদ দেওয়া তালিকার মধ্যে রয়েছে মৃত্যুর কারণে ২২.৩৪ লক্ষ, স্থায়ীভাবে স্থানান্তরিত বা অনুপস্থিত হিসাবে চিহ্নিত ৩৬.২৮ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক 'অসফল হলে' ভারতের ওপর আরও শুল্ক চাপানোর হুঁশিয়ারি যুক্তরাষ্ট্রের

ওয়াশিংটন, ১৪ আগস্ট ।। আসন্ন ট্রাম্প-পুতিন বৈঠক যদি 'সফল না হয়' তাহলে ভারতের উপর আরও শুল্ক আরোপের ইঙ্গিত দিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের ট্রেজারি সেক্রেটারি স্কট বেসেন্ট। বুধবার ব্লুমবার্গ টিভিকে দেওয়া এক সাক্ষাৎকারে বেসেন্ট বলেন, আমরা রাশিয়া থেকে তেল কেনার জন্য ভারতের উপর দ্বিতীয়বার শুল্ক চাপিয়েছি। যদি আলাস্কায় বৈঠকে পরিস্থিতি ভালো না যায়, তাহলে শুল্ক আরও বাড়তে পারে।'

আগামীকাল শুক্রবার ১৫ আগস্ট আলাস্কায় যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প এবং রাশিয়ার প্রেসিডেন্ট ভ্লাদিমির পুতিনের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক অনুষ্ঠিত হবে। মূলত ইউক্রেনে রাশিয়ার পূর্ণমাত্রার আগ্রাসনের প্রেক্ষিতে শুরু হওয়া যুদ্ধ বন্ধ করার পথ খোঁজার লক্ষ্যেই এই বৈঠক।

উল্লেখ্য, ট্রাম্প ইতিমধ্যে ভারতের ওপর ২৫ শতাংশ আমদানি শুল্ক আরোপ করেছিলেন। কিন্তু ৭ আগস্ট তিনি ভারতের রাশিয়া থেকে তেল কেনার কারণে আরও ২৫ শতাংশ বাড়তি শুল্ক বসান, ফলে মোট শুল্কহার দাঁড়ায় ৫০ শতাংশ। ট্রাম্প সরাসরি অভিযোগ করেন, ভারত রাশিয়া থেকে তেল কিনে 'যুদ্ধ মেশিনকে জ্বালানি দিচ্ছে' এবং তিনি এ ধরনের অবস্থানে খুশি নন। একইদিনে ট্রাম্প রাশিয়াকে সতর্ক করে বলেন, ইউক্রেন যুদ্ধ বন্ধ না করলে রাশিয়ার জন্য অপেক্ষা করছে 'চরম পরিণতি'। প্রেসিডেন্টের ভাষ্য অনুযায়ী, আলাস্কা বৈঠকের পর যদি রাশিয়া যুদ্ধ চালিয়ে যেতে চায়, তাহলে যুক্তরাষ্ট্র কঠোর পদক্ষেপ নেবে। বেসেন্ট বলেন, ট্রাম্প নিজেই কূটনৈতিক চাপ তৈরি করছেন। তবে ইউরোপিয়ান দেশগুলোও এই সেকেন্ডারি স্যাংশনে যুক্ত হওয়া উচিত। একা আমেরিকা চাপ তৈরি করলে হবে না, ইউরোপীয়দেরও ভূমিকা রাখতে হবে।

এদিকে চলতি সপ্তাহেই প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ইউক্রেনের প্রেসিডেন্ট ভলোদিমির জেলেনস্কির সঙ্গে টেলিফোনে কথা বলেন। জেলেনস্কি ভারতের প্রতি শান্তি প্রচেষ্টায় সমর্থন জানাতে আহ্বান জানান। ফোনালাপে মোদি বলেন, যুদ্ধের শান্তিপূর্ণ ও দ্রুত সমাধানের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ভারতের অবস্থান স্পষ্ট। ভারত এই প্রচেষ্টায় তার সামর্থ্যমতো ভূমিকা রাখতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

ট্রাম্পের অতিরিক্ত শুল্ক আরোপের প্রতিক্রিয়ায় প্রধানমন্ত্রী মোদি স্পষ্টভাবে জানান, ভারত কখনোই কৃষকের স্বার্থে আপোস করবে না, অর্থনৈতিক ক্ষতির শঙ্কা থাকলেও না। ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

বিভেদ থেকে দূরে থাকতে আমাদের অবশ্যই বিভাজন থেকে শিখতে হবে ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট।। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের অখণ্ডতা রক্ষার জন্য কাজ করছেন। জাতিকে বিভাজন থেকে রক্ষা করতে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে। তবেই দেশ আরো শক্তিশালী হবে। আজ আগরতলার এমবিবি কলেজের রবীন্দ্র হলে আয়োজিত বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালনের রাজ্যভিত্তিক অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখতে গিয়ে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর ডাঃ মানিক সাহা।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা বলেন, আজ এমবিবি কলেজের অডিটোরিয়ামে দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করছি। এটা সময়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি। যারা আগামীদিনের ভবিষ্যত অর্থাৎ ছাত্রছাত্রীরা, তাদের অনেকেই এবিষয়ে অবগত নয়। তাই তাদের জন্য এই কার্যক্রম খুবই প্রয়োজন। আজকের আলোচনা থেকে আমরা নিজেরাও অনেকটা সমৃদ্ধ হয়েছি। আর এই আলোচনা থেকে ছাত্রছাত্রীরাও অনেক সমৃদ্ধ হবে। আমাদের দেশ আগামীদিন কোন দিশায় চলবে, আমরা আগামীদিন কোন পথে চলবো, যারা আগামীদিনে দেশ পরিচালনা করবেন, কারা দেশকে নিয়ে চিন্তাভাবনা করেন - সেবিষয়ে আজকের আলোচনার মাধ্যমে কিছুটা হলেও ধারনা আসবে।

আলোচনায় মুখ্যমন্ত্রী বলেন, আমরা সবসময় নিজেদের নিয়ে চিন্তা করি। এর পাশাপাশি প্রত্যেককে অবশ্যই নিজের রাজ্য এবং দেশ সম্পর্কেও চিন্তাভাবনা করতে ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

গৃহ শিক্ষিকার স্বামী কর্তৃক ধর্ষিতা নাবালিকা, ২০ বছরের সাজা ঘোষণা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট।। *গৃহ শিক্ষিকার বাড়িতে পড়তে গিয়ে গৃহ শিক্ষিকার স্বামী কর্তৃক ধর্ষণের শিকার হয়েছে ১১ বছরের নাবালিকা। এগারো বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে আজ জেলা ও দায়রা জজ আদালতে আসামিকে দোষী সাব্যস্ত করেছে।*

স্পেশাল পি পি সুনির্মল দেব এবং আইনজীবী সন্দীপ দেবরায় বলেন, এগারো বছরের ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী এক নাবালিকা তার এক গৃহ শিক্ষিকার বাড়িতে যেত পড়ার জন্য। গৃহ শিক্ষিকা যখন বাড়িতে পূজা দিতেন অথবা বাড়িতে থাকতেন না সেই সুযোগকে কাজে লাগিয়ে মহিলার স্বামী হরকুমার দেবনাথ ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে ভয়াবহ মেঘবৃষ্টিতে আকস্মিক বন্যায় দুই সিআইএসএফ জওয়ান সহ মৃত ৪০, নিখোঁজ ২২০-র বেশি

কিস্তওয়ার, ১৪ আগস্ট ।। জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ার জেলার চোশিটি গ্রামে বৃহস্পতিবার দুপুরে ঘটে গেল এক ভয়াবহ প্রাকৃতিক দুর্যোগ। প্রবল মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির ফলে সৃষ্ট আকস্মিক বন্যায় এখনও পর্যন্ত ৪০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তাঁদের মধ্যে দু'জন সিআইএসএফ জওয়ান রয়েছেন। আহত হয়েছেন অন্তত ১২০ জন এবং নিখোঁজ রয়েছেন ২২০ জনেরও বেশি। বিপর্যয়টি ঘটে হিমালয়ের মাচাইল মাতা যাত্রাপথে মাতাচণ্ডীর মন্দিরে তীর্থযাত্রার ঠিক প্রারম্ভিক বিন্দুতে। মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির পর দ্রুত জলস্রোত নেমে এসে যাত্রাপথের বিস্তীর্ণ এলাকা ভাসিয়ে দেয়। ভেঙে পড়ে বহু অবকাঠামো, ভেসে যায় লঙ্গর ও আশ্রয়স্থল।

দুর্যোগের খবর পেয়ে উদ্ধারকারী দল সঙ্গে সঙ্গেই ঘটনাস্থলে পৌঁছে যায়। সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ, এসডিআরএফ এবং পুলিশ বাহিনীর ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

উত্তর জেলা পুলিশের বিশাল সাফল্য

টিইউএনএফ সন্ত্রাসী হামলা ভেস্তে দিল, বিস্ফোরক সহ গ্রেপ্তার দুই

নিজস্ব প্রতিনিধি, ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট।। স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে গোপন সূত্রে প্রাপ্ত সুনির্দিষ্ট তথ্যের ভিত্তিতে উত্তর ত্রিপুরা পুলিশ ভাঙমুন থানার অন্তর্গত ভাঙমুন নাকা পয়েন্টে একটি যানবাহন আটক করে, সদ্য গঠিত সন্ত্রাসী গোষ্ঠী টিইউএনএফ-এর একটি পরিকল্পিত হামলার চক্রান্ত ভেস্তে দিয়েছে। এ তথ্য জানিয়েছেন উত্তর ত্রিপুরা জেলা পুলিশ সুপার অবিনাশ রাই।

তিনি জানান, স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিশেষ তল্লাশিতে দুই জঙ্গিকে আটক করা হয়েছে। পাশাপাশি উদ্ধার করা হয়েছে বিস্ফোরকে ব্যবহৃত বিভিন্ন সামগ্রী। ধৃত দুই জঙ্গি হল অসমের হাইলাকান্দির বাসিন্দা ধনঞ্জয় রিয়াং (৩৯) ও ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

৫ বছর পর কাছাকাছি আসছে দিল্লি-বেজিং

সীমান্ত বাণিজ্য ফের শুরুতে ভারত-চীন আলোচনার উদ্যোগ

নিজস্ব প্রতিনিধি, নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ।। ভারত ও চীন পাঁচ বছর পর ফের সীমান্ত বাণিজ্য শুরু করার প্রক্রিয়ায় রয়েছে। দুই দেশের মধ্যে উত্তেজনা কিছুটা হ্রাস পাওয়ায় এই উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে বলে জানিয়েছে ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক।

পররাষ্ট্র মন্ত্রকের মুখপাত্র রনধীর জয়সওয়াল সাংবাদিক সম্মেলনে বলেন, আমরা চীনা পক্ষের সঙ্গে সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় চালুর বিষয়ে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছি। নির্দিষ্ট তিনটি বাণিজ্য পয়েন্ট, উত্তরাখণ্ডের লিপুলেখ পাস, হিমাচল প্রদেশের শিপকি লা পাস এবং সিকিমের নাথু লা পাস এর মাধ্যমে বাণিজ্য চালুর বিষয়ে আলোচনা চলছে। নতুন কোনও আপডেট এলে আমরা জানাবো।

এদিকে ভারত-চীন সীমান্ত সমস্যা নিয়ে বিশেষ প্রতিনিধি স্তরের বৈঠক আগামী সপ্তাহে অনুষ্ঠিত হবে। এই বৈঠকে চীনের পররাষ্ট্রমন্ত্রী ওয়াং ই ১৮ আগস্ট ভারত সফরে আসবেন। তিনি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

শুভেচ্ছা ও ছুটি

৭৯ তম স্বাধীনতা দিবসে সমস্ত রাজ্যবাসীকে আন্তরিক শুভেচ্ছা। আজ শুক্রবার ১৫ই আগস্ট স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে জাগরণ পত্রিকা এবং রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস-এর সমস্ত বিভাগে ছুটি থাকবে। তাই শনিবার এই পত্রিকা প্রকাশিত হবে না। রবিবার যথারীতি পত্রিকা প্রকাশিত হবে।

কর্মাধ্যক্ষ
জাগরণ

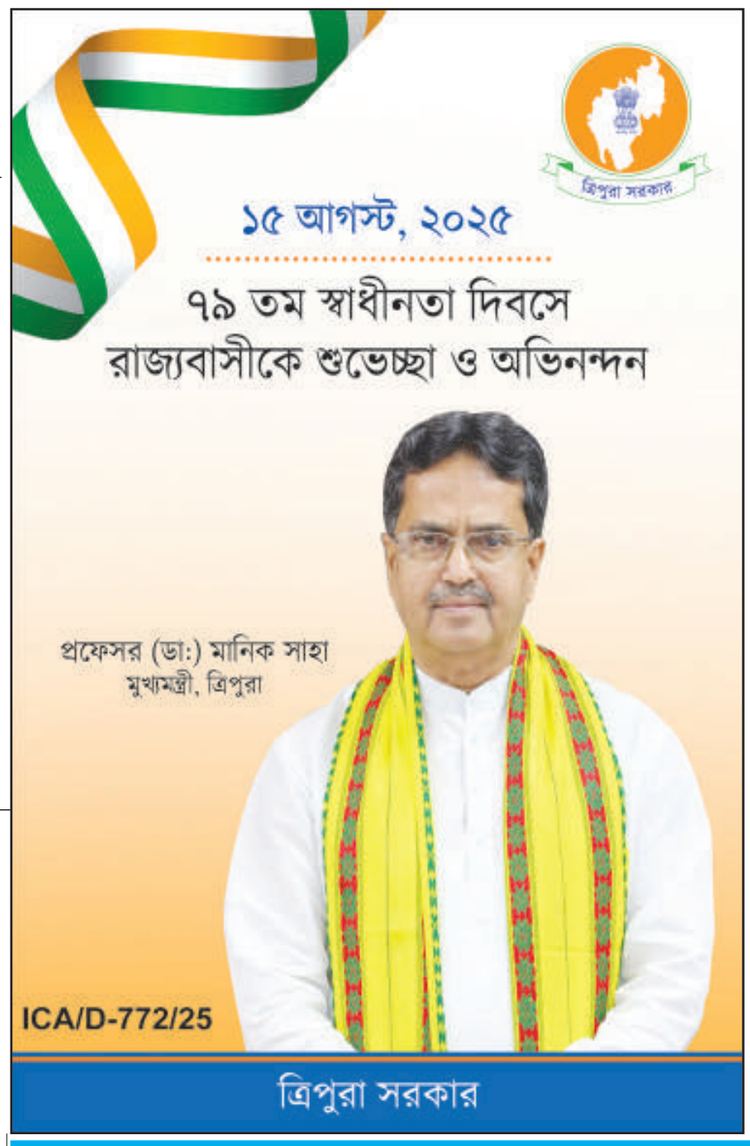

জাগরণ আগরতলা,১৫ আগস্ট, ২০২৫ ইং
২৯ শ্রাবণ, শুক্রবার,১৪৩২ বঙ্গাব্দ

আজ বহু বীর শহীদের আত্মবলীদানের দিন

দেশজননী ভারতবর্ষের শৃঙ্খলমুক্তির জীবনের ইতিহাসে স্মরণীয় দিন ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট। কয়েক শতক ধরিয়া বহু বীর সন্তানের বুকের রক্ত ঝরানো ও বহু বীর শহীদের আত্মবলীদানের পর আসিয়াছে মাতৃজননী ভারত মাতার জাতীয় মুক্তি তথা স্বাধীনতা। এই স্বাধীনতার অরুণোদয় সূচিত

হইয়াছে সুদীর্ঘ আন্দোলন ও সংগ্রামের মধ্য দিয়া যাহা প্রায় দুশো বছর ধরিয়া চলা ব্রিটিশ রাজশক্তিকে পদানত করে।ভারত বহু শতাব্দী ধরিয়া মাতৃভূমির পরাধীনতার গ্লানি-স্বাধীনতার আকাঙ্খাকে কখনই পরিত্যাগ করেনি, তেমনি মনের মন্দিরে লালন করিয়া আসা স্বাধীনতার আর্তিকে ফুরাইয়া যাইতে দেয়নি। বরং ভারতমাতার দুঃসাহসী বীরসংগ্রামীরা আত্মোৎস্বর্গ দ্বারা মাতৃভূমি, সংস্কৃতি ও স্বাধীনতা সংগ্রামে সহিংস কিংবা অহিংস আন্দোলনের মধ্য দিয়া অশেষ দুঃখকষ্ট বরণ করিয়াছেন, নিপীড়ন-নির্যাতন সহ্য করিয়াছেন এবং এমনকি মৃত্যুবরণও করিয়াছেন। এহেন স্বাধীনতা ব্রিটিশ রাজশক্তির কৃপা বা অনুগ্রহের দান নয়, বরং আদায়কৃত বা অর্জিত।ভারত তো বহুরত্না বসুন্ধরা! আজ ভারতের প্রতিটি প্রান্তে, প্রতিটি সময় খণ্ডে অসংখ্য মানুষ, যাঁহাদের নাম হয়তো বা ইতিহাসের পাতায় খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না, সেই তাঁহারাই এই দেশ গড়িয়াছেন, একে এগিয়ে নিয়া গিয়াছেন। তবে অখণ্ড ভারতের স্বাধীনতাপ্রাপ্তির স্বপ্ন স্বার্থক হয়নি। ভারতজননী পরাধীনতার নাগপাশ থেকে মুক্তি পাইয়াছে দু-বাহু কর্তিত আকারে। একথা অনস্বীকার্য্য, দেশবিভাগের ক্ষত রক্তক্ষরা, কবে নিরাময় হইবে তাহা আগামী কালই জানে।

স্বাধীনতার পরবর্তী ৭৯ বছরে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক ক্ষেত্রে অনেক ঘটনাই ঘটিয়াছে। স্বাধীনতা প্রাপ্তির মুহূর্তে জওহরলাল নেহেরুর প্রধানমন্ত্রী হিসাবে শপথ গ্রহণ থেকে শুরু করিয়া ১৯৫০ এ নতুন সংবিধান গৃহীত, ১৯৫১ তে প্রথম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা গ্রহণ, ১৯৫২ তে প্রথম সাধারণ নির্বাচন, প্রতিবেশী রাষ্ট্র চীন ও পাকিস্তানের সঙ্গে ১৯৬২ ও ১৯৬৫ তে যুদ্ধ, ১৯৬৯ তে ব্যাংক জাতীয়করণ, ১৯৭১ তে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ, ১৯৭৫ তে জাতীয় জরুরী অবস্থা ঘোষণা, ১৯৮৪ তে খালিস্তানী দমনে পাঞ্জাবে "অপারেশন ব্লু স্টার" সংগঠিত করা, ১৯৯২ তে বাবরি মসজিদ ধ্বংস, ১৯৯৮ তে কার্গিল যুদ্ধ, ২০১৬ তে নোটবন্দি, ২০২০ তে কাশ্মীরে ৩৭০এর বিলোপসাধন প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য ঘটনা। এছাড়া বিজ্ঞান প্রযুক্তি ও সংস্কৃতি ক্ষেতে উল্লেখযোগ্য ঘটনাবলী হইল ১৯৬৮ তে চিকিৎসাশাস্ত্র ও শরীরবিদ্যায় হরগোবিন্দ খুরানার নোবেল প্রাপ্তি থেকে শুরু করিয়া বিশ্বশান্তিতে ২০১৪ তে কৈলাশ সত্যর্থী নোবেল প্রাপ্তি, ১৯৯২তে সত্যজিৎ রায়ের অস্কার বিজয়, ১৯৮৩,২০০৭ ও ২০১১ তে ক্রিকেটে বিশ্ববিজয় সম্মান, ১৯৭৫ তে উপগ্রহ আর্য্যভট্টের সঠিক নিক্ষেপণ, ২০১৩ তে প্রথম মঙ্গলযান প্রেরণ প্রভৃতি ঐতিহাসিক ঘটনার সম্মুখীন হইয়াছে।ভারত বহু জাতি, ধর্ম ও বর্ণের মিলনতীর্থ। বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্য এই সভ্যতার মূলমন্ত্র। কিন্তু উগ্র জাতীয়তাবাদ, ধর্মান্ধতা, উগ্র ভাষাপ্রীতি শুধু বিচ্ছিন্নতাবোধকে জাগাইয়া তোলেনি বরং দেশ ও জাতির ঐক্যের পরিপন্থী হইয়া উঠিয়াছে, যাহা দেশকে করিয়াছে কলঙ্কিত। বিগত ৭৮ বছরে পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনার মাধ্যমে কৃষি, শিল্প ও আনুষঙ্গিক বিষয়গুলির অভূতপূর্ব অগ্রগতি ও উন্নয়ন ঘটিয়াছে, খাদ্যে দেশ কেবল স্বনির্ভরই নয়, উদবৃত্ত বলিয়াও চিহ্নিত হইয়াছে। কৃষি, শিল্প, যোগাযোগ, পরিবহন, খনিজ সম্পদ আহরণে অগ্রগতি ও উন্নতি অবশ্যই লক্ষনীয়। যাহা জাতীয় আয়ের সামগ্রিক বৃদ্ধির প্রশংসার দাবিদার। তবে কৃষিজীবী ও শ্রমজীবী মানুষের একাংশ আজও দারিদ্রসীমার নিচে অনাহারে, অর্ধাহারে কিংবা চিকিৎসার অভাবে কিছু সংখ্যক মানুষের দিন কাটে। কোটি কোটি শিক্ষিত মানুষের বেকারত্বের যন্ত্রণা, হতাশা ও ব্যর্থতার গ্লানি দিনে দিনে করিয়াছে বিপন্ন - যাহা অস্বীকার করিবার উপায় নাই।আন্তর্জাতিক রাজনীতি ও অর্থনীতির ক্ষেত্রে ভারতবর্ষ বিগত ৭৮ বছরে গৌরবোজ্জ্বল ক্রিয়াকর্মের দৃষ্টান্ত রাখিয়াছে যাহা দেশের বীরত্বের নাজির গড়িয়াছে। তাহা সত্ত্বেও কিছু স্বপ্নভঙ্গের হতাশা, ব্যর্থতা নৈরাশ্যের গ্লানি দেশবাসীর মনকে ছুঁইয়া গিয়াছে।

স্বাধীনতা দিবস (ভারত)

স্বাধীনতা দিবস হল ভারতীয় প্রজাতন্ত্রের একটি জাতীয় দিবস। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট (১৩৫৪ বঙ্গাব্দের ২৯ শ্রাবণ, শুক্রবার) ভারত ব্রিটিশ রাজশক্তির শাসনকর্তৃত্ব থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা অর্জন করেছিল। সেই ঘটনাটিকে স্মরণীয় করে রাখার জন্য প্রতি বছর ১৫ আগস্ট তারিখটিকে ভারতে স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের নেতৃত্বে প্রধানত অহিংস, অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন এবং বিভিন্ন চরমপন্থী গুপ্ত রাজনৈতিক সমিতির সহিংস আন্দোলনের পথে পরিচালিত এক দীর্ঘ স্বাধীনতা সংগ্রামের পর ভারত স্বাধীনতা অর্জন করে। স্বাধীনতা আন্দোলনে হাজার হাজার মানুষ শহিদ হয়েছেন। অনেককে দুঃখ কষ্ট স্বীকার করতে হয়েছে। দেশ মাতৃকার শৃংখল-মোচনের জন্য অনেক বিপ্লবী হাসি মুখে ফাঁসির মঞ্চে জীবন বিসর্জন দিয়েছেন। অনেক বিপ্লবীকে আজীবন কারাগারে বন্দি করে রাখা হয়েছিল। স্বাধীনতার ঠিক পূর্ব-মুহুর্তে ব্রিটিশ ভারতীয় সাম্রাজ্য ধর্মের ভিত্তিতে বিভাজিত হয় এবং তার ফলে ভারত ও পাকিস্তান অধিরাজ্যের জন্ম ঘটে। দেশভাগের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় প্রচুর ক্ষয়ক্ষতির ঘটনা ঘটে। অনেক মানুষ প্রাণ হারান এবং ১ কোটি ৫০ লক্ষেরও বেশি মানুষ বাস্তুহারা হন। ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট জওহরলাল নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী পদে শপথ গ্রহণের পর দিল্লির লাল কেল্লার লাহোরি গেটের উপর ভারতের জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। এরপর থেকে প্রতি বছর স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে ভারতের প্রধানমন্ত্রী লাল কেল্লায় জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন এবং জাতির উদ্দেশ্যে ভাষণ দেন। জাতীয় পতাকা উত্তোলন, প্রভাতফেরি, কুচকাওয়াজ ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সারা দেশে স্বাধীনতা দিবস পালন করা হয়। এই দিন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিতে এবং অন্যান্য অফিস-আদালতে মিষ্টান্ন বিতরণ করা হয়। কিন্তু এটি একটি জাতীয় ছুটির দিন হওয়ার দরুন সর্বত্রই পঠনপাঠন ও কাজকর্ম বন্ধ থাকে।

ইতিহাস- ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রথম অধিবেশন, বোম্বাই, ২৮-৩১ ডিসেম্বর, ১৮৮৫। ১৭শ শতাব্দীর মধ্যেই ইউরোপীয় বণিকেরা ভারতীয় উপমহাদেশে তাদের বাণিজ্যকুঠি প্রতিষ্ঠা করেছিলেন। ১৮শ শতাব্দীর মধ্যে অপ্রতিরোধ্য সামরিক শক্তির জোরে ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ভারতের প্রধান শক্তি হিসেবে নিজেদের প্রতিষ্ঠা করে। ১৮৫৭ সালে প্রথম স্বাধীনতা যুদ্ধের পরের বছর ভারত শাসন আইন পাস হয় এবং উক্ত আইন বলে ব্রিটিশ রাজশক্তি কোম্পানির শাসনের অবসান ঘটিয়ে ভারতের শাসনভার স্বহস্তে তুলে নেয়। পরবর্তী কয়েক দশকের মধ্যে ভারতে আধুনিক শিক্ষায় শিক্ষিত এক নাগরিক সমাজের উদ্ভব ঘটে। এই সময়কার সর্বাপেক্ষা উল্লেখযোগ্য ঘটনাটি হল ১৮৮৫ সালে বোম্বাইয়ের গোকুল দাস তেজ পাল সংস্কৃত কলেজে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পর ব্রিটিশ সরকার ভারতীয় প্রশাসন ব্যবস্থার কিছু সংস্কার সাধনে প্রবৃত্ত হয়। মন্টেগু-চেমসফোর্ড সংস্কার ছিল এর মধ্যে অন্যতম। কিন্তু সেই সঙ্গে রাউলাট আইনের মতো দমনমূলক আইনও পাস হয় এবং ভারতীয় স্বাধীনতা সংগ্রামীরা স্বায়ত্ত্বশাসনের দাবি তোলেন। এই পর্বের গণ-অসন্তোষ থেকে মোহনদাস করমচন্দ গান্ধীর (মহাত্মা গান্ধী) নেতৃত্বে অহিংস অসহযোগ ও আইন অমান্য আন্দোলন ঘনীভূত হয়। ১৯৩০-এর দশকে ব্রিটিশ সরকার ভারতের প্রশাসনিক সংস্কার-সংক্রান্ত প্রস্তাবটিকে আইনত বিধিবদ্ধ করে। এই আইনে যে নির্বাচনের ব্যবস্থা করা হয়েছিল, সেই নির্বাচনগুলিতে জয়লাভ করে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেস। ১৯৫-১৯৭ পরবর্তী দশকটি ছিল রাজনৈতিক অস্থিরতার দশক: দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ভারতের অংশগ্রহণ, শেষবারের জন্য অসহযোগের পথে কংগ্রেসের আন্দোলন এবং অল ইন্ডিয়া মুসলিম লিগের নেতৃত্বে মুসলিম জাতীয়তাবাদের উত্থানের মতো ঘটনাগুলি এই দশকেই। ক্রমশ বৃদ্ধি পাওয়া রাজনৈতিক উত্তেজনা হ্রাস পায় ১৯৪৭ সালে স্বাধীনতা অর্জনের সঙ্গে। কিন্তু স্বাধীনতা লাভের আনন্দ বিঘ্নিত হয়েছিল ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্রের মধ্যে উপমহাদেশ বিভাজিত হওয়ার ঘটনায়। স্বাধীনতার আগে স্বাধীনতা দিবস ১৯৩০-এর দশকে মাদ্রাজে (অধুনা চেন্নাই) হরিজনদের মাঝে মোহনদাস করমচন্দ গান্ধী। গান্ধী চেয়েছিলেন ২৬ জানুয়ারি তারিখে পালিত স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে অন্যতম কর্মসূচি হোক হরিজন সেবা। ১৯২৯ সালে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের লাহোর অধিবেশনে পূর্ণ স্বরাজ ঘোষণাপত্র বা 'ভারতের স্বাধীনতার ঘোষণাপত্র' গৃহীত হয়[৫] এবং ২৬ জানুয়ারি তারিখটিকে স্বাধীনতা দিবস ঘোষণা করা হয়। কংগ্রেস জনগণকে আইন অমান্যের জন্য প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হওয়ার ডাক দেয় এবং যতদিন না ভারত সম্পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জন করে ততদিন সময়ে সময়ে কংগ্রেসের নির্দেশ পালন করতে বলে। ভারতীয় নাগরিকদের মধ্যে একটি জাতীয়তাবাদী অনুভূতি জাগরিত করে তোলার জন্য এবং ব্রিটিশ সরকারকে স্বাধীনতা অনুমোদনে বাধ্য করার জন্য একটি স্বাধীনতা দিবস উদ্‌যাপনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছিল। ১৯৩০ থেকে ১৯৪৬ সাল পর্যন্ত ২৬ জানুয়ারি তারিখটি কংগ্রেস স্বাধীনতা দিবস হিসেবে পালন করেছিল। সেই সময় স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে সভার আয়োজন করা হত এবং সেই সব সভায় আগত ব্যক্তিবর্গ 'স্বাধীনতার শপথ' গ্রহণ করতেন। ১৯-২০ জওহরলাল নেহেরু তার আত্মজীবনীতে এই সভাগুলিকে শান্তিপূর্ণ, ভাবগম্ভীর এবং 'কোনওরকম ভাষণ বা উপদেশ বিবর্জিত' বলে বর্ণনা করেছেন। মহাত্মা গান্ধী সভার পাশাপাশি এই দিনটিতে আরও কিছু করার পরিকল্পনা করেন। তিনি মনে করেন, এই দিনটি পালন করা উচিত ... কিছু সৃজনশীল কাজ করে। চরকা কেটে, বা 'অস্পৃশ্য'দের সেবা করে, বা হিন্দু মুসলমান সম্প্রীতির আয়োজন করে, বা আইন অমান্য করে, অথবা এই সবগুলি একসঙ্গে করে। ১৯৪৭ সালে ভারত স্বাধীন হওয়ার পর ভারতের সংবিধান বিধিবদ্ধ হয় ১৯৫০ সালের ২৬ জানুয়ারি। তদবধি ২৬ জানুয়ারি তারিখটি ভারতের প্রজাতন্ত্র দিবস হিসেবে পালিত হয়ে আসছে। সমসাময়িক প্রেক্ষাপট- দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৬ সালে যুক্তরাজ্যের সরকারি অর্থভাণ্ডার নিঃশেষিত হয়ে গিয়েছিল। সেই সময় সদ্য-নির্বাচিত লেবার সরকার অনুভব করে, ক্রমাগত অস্থির হয়ে ওঠা ভারতের উপর নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখার ক্ষেত্রে ব্রিটেনের জনসাধারণের সমর্থন পাওয়া যাবে না এবং এই ব্যাপারে আন্তর্জাতিক সাহায্যও পাওয়া অসম্ভব হবে। তাছাড়া স্থানীয় সেনাবাহিনীও যে এই কাজে নির্ভরযোগ্য হবে না, তাও সরকার অনুভব করে। এমতাবস্থায় ১৯৪৭ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি যুক্তরাজ্যের প্রধানমন্ত্রী ক্লিমেন্ট এটলি ঘোষণা করেন, ১৯৪৮ সালের ৩০ জুনের মধ্যেই ব্রিটিশ সরকার ভারতের পূর্ণ স্বাধীনতা অনুমোদন করতে চলেছে।

অবশ্য ভারতের নবনিযুক্ত ভাইসরয় লর্ড মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখটি এগিয়ে আনেন। তার আশঙ্কা ছিল, কংগ্রেস ও মুসলিম লিগের মধ্যে ক্রমাগত তর্কবিতর্ক ও বাকবিতণ্ডা অন্তর্বর্তী সরকারের পতনের কারণ হয়ে দাঁড়াতে পারে। তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে জাপানের আত্মসমর্পণের দ্বিতীয় বর্ষপূর্তির তারিখ ১৫ অগস্ট দিনটিকে ক্ষমতা হস্তান্তরের তারিখ হিসেবে বেছে নেন। ১৯৪৭ সালের ৩ জুন ব্রিটিশ সরকার ব্রিটিশ ভারতকে দ্বিখণ্ডিত করার সিদ্ধান্ত অনুমোদন করে। সেই সঙ্গে সরকার ঘোষণা করে, নবগঠিত দুই রাষ্ট্রকে অধিরাজ্য মর্যাদা দেওয়া হবে এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে পৃথক হওয়ার পূর্ণ ক্ষমতা দু'টি রাষ্ট্রেরই থাকবে। এরপরই যুক্তরাজ্যের পার্লামেন্টে পাস হওয়া ভারতীয় স্বাধীনতা আইন (১৯৪৭) (১০ অ্যান্ড ১১ জিও ৬ সি. ৩০) অনুসারে ব্রিটিশ ভারত ভারত ও পাকিস্তান (অধুনা বাংলাদেশ রাষ্ট্রের ভূখণ্ড সহ) নামে দু'টি স্বাধীন অধিরাজ্যে বিভাজিত হয়। এই আইন কার্যকর হয় ১৯৪৭ সালের ১৪ অগস্ট এবং সেই সঙ্গে নবগঠিত দুই রাষ্ট্রের নিজ নিজ গণপরিষদের উপর সম্পূর্ণ আইনবিভাগীয় কর্তৃত্ব অনুমোদিত হয়। পটভূমি- ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রভাবে ব্রিটেনের রাজকোষ শূন্য হয়ে পড়ে। এমতাবস্থায় ব্রিটেনের পক্ষে অভ্যন্তরীণ বা আন্তর্জাতিক কোনোরকম সাহায্য লাভ অসম্ভব হয়ে পড়ে। ব্রিটেনের লেবার সরকার বুঝতে পারেই সেই পরিস্থিতে ভারতে ক্রমবর্ধমান রাজনৈতিক অস্থিরতাকে সামাল দেওয়ার ক্ষমতা বা অর্থবল ব্রিটিশ ভারতীয় সেনাবাহিনী হারিয়ে ফেলেছে। তারা ভারতে ব্রিটিশ শাসনের অবসান ঘটানোর সিদ্ধান্ত নেন। ১৯৪৭ সালের গোড়ার দিকে ব্রিটিশ সরকার ঘোষণা করে দেন যে, ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে ভারতের শাসনক্ষমতা হস্তান্তর করা হবে।

স্বাধীনতা ঘোষণার সময় যত এগিয়ে আসতে থাকে, পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশের হিন্দু ও মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে সাম্প্রদায়িক উত্তেজনা তত বৃদ্ধি পায়। দাঙ্গা রোধে ব্রিটিশ বাহিনীর অক্ষমতার কথা মাথায় রেখে ভারতের তদনীন্তন ভাইসরয় লুইস মাউন্টব্যাটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের দিনটি সাত মাস এগিয়ে আনেন। ১৯৪৭ সালের জুন মাসে জওহরলাল নেহেরু, আবুল কালাম আজাদ, মহম্মদ আলি জিন্নাহ, ভীমরাও রামজি আম্বেডকর প্রমুখ জাতীয়তাবাদী নেতৃবৃন্দ ধর্মের ভিত্তিতে ভারত বিভাগের প্রস্তাব মেনে নেন। হিন্দু ও শিখ সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি ভারতে ও মুসলমান সংখ্যাগুরু অঞ্চলগুলি নবগঠিত রাষ্ট্র পাকিস্তানে যুক্ত হয়; পাঞ্জাব ও বাংলা প্রদেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। লক্ষাধিক মুসলমান, শিখ ও হিন্দু শরণার্থী র‍্যাডক্লিফ লাইন পেরিয়ে নিরাপদ দেশে আশ্রয় নেন। পাঞ্জাবে শিখ অঞ্চলগুলি দ্বিখণ্ডিত হওয়ায় রক্তক্ষয়ী দাঙ্গা হয়। বাংলা ও বিহারে মহাত্মা গান্ধীর উপস্থিতি দাঙ্গার প্রকোপ কিছুটা প্রশমিত করতে সক্ষম হয়েছিল। তা সত্ত্বেও ২৫০,০০০ থেকে ৫০০,০০০ লোক সীমান্তের দুই পারের দাঙ্গায় হতাহত হয়। ১৯৪৭ সালের ১৪ আগস্ট নতুন পাকিস্তান অধিরাজ্য জন্ম নেয়। করাচিতে মহম্মদ আলি জিন্নাহ এই রাষ্ট্রের প্রথম গভর্নর-জেনারেল হিসেবে শপথ নেন। মধ্যরাতে অর্থাৎ, ১৯৪৭ সালের ১৫ আগস্ট সূচিত হলে জওহরলাল নেহেরু তার বিখ্যাত নিয়তির সঙ্গে অভিসার অভিভাষণটি প্রদানের মাধ্যমে ভারতের স্বাধীনতা ঘোষণা করেন। ভারত অধিরাজ্যের জন্ম হয়। নতুন দিল্লিতে নেহেরু ভারতের প্রথম প্রধানমন্ত্রী রূপে কার্যভার গ্রহণ করেন। মাউন্টব্যাটেন হন স্বাধীন ভারতের প্রথম গভর্নর-জেনারেল।

উদ্‌যাপন- দিল্লি গেটে ভারতের জাতীয় পতাকা ১৫ আগস্ট দিল্লির ঐতিহাসিক লালকেল্লায় ভারতের প্রধানমন্ত্রী জাতীয় পতাকা উত্তোলন করেন। অনুষ্ঠানটি জাতীয় চ্যানেল দূরদর্শনের সাহায্যে সারা দেশে সম্প্রচারিত হয়। রাজ্য রাজধানীতেও পতাকা উত্তোলন সহ সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজিত হয়। অন্যান্য শহরে রাজনৈতিক নেতৃবর্গ নিজ নিজ কেন্দ্রে পতাকা উত্তোলন করেন। নানা বেসরকারি সংস্থাও পতাকা উত্তোলন অনুষ্ঠানের আয়োজন করে। স্কুল-কলেজেও পতাকা উত্তোলন ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান হয়। ছোটো ছোটো ছেলেমেয়েরা এই উপলক্ষে বিশিষ্ট স্বাধীনতা সংগ্রামীদের সাজপোশাক পরে শোভাযাত্রা করে। পশ্চিমবঙ্গ রাজ্যের নদিয়া জেলার কিছু জায়গায় স্বাধীনতা দিবস ১৫ আগস্টের জায়গায় ১৭—১৮ আগস্টে পালন করা হয়, কারণ মানচিত্র অঙ্কনের ত্রুটির জন্য নবদ্বীপ ব্যতীত নদিয়া জেলার বাকি অংশ পাকিস্তানের অংশ হয়ে গিয়েছিল এবং জনগণের বিক্ষোভের পর ১৭ আগস্টের রাতে এই ত্রুটি সংশোধন করা হয়েছিল। ২০২২ সালে ভারতের স্বাধীনতার ৭৫ বৎসর পূর্ণ উপলক্ষে 'স্বাধীনতার অমৃত মহাৎসব' উদযাপিত করা হবে। এই নিয়ে বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিস্থান গুলিতে স্বাধীনতা ৭৫তম বৎস পূরণ নিয়ে বক্তব্য রাখবে ছাত্রছাত্রী ও শিক্ষকরা।

সার্ধ-শতবর্ষে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়কে স্মরণ সন্ন্যাসী শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

ড. মনোরঞ্জন দাস

জীবনের নানা ওঠাপড়া, অনুশীলন- পরিশীলন, যেখানে দুঃখ-ব্যথা, ঘাত-প্রতিঘাত স্বাধ্যায়ে থাকে, আর সেই অবস্থান থেকেই মানুসের জীবনগতি ও কর্মের পরিবর্তন এবং পরিবর্ধণ। এই পরিক্রমনে সাহিত্যিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পর্যবেক্ষণ। তিনি জীবনে কয়েক বছরের জন্য সন্ন্যাস জীবন যাপন করেছিলেন। সময়টা আনুমানিক ১৯০১ খ্রিষ্টাব্দের প্রথমদিক। এই সময় তিনি হঠাৎ একদিন গৃহত্যাগ করেন। কেউ বলেন- তাঁর মায়ের আকস্মিক মৃত্যুতে তিনি খুবই ভেঙে পড়েছিলেন। তাই বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়ে যান। আবার কেউ কেউ বলেন, তিনি নিজের পিতার উপর অভিমান করে বাড়ি ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। বলা চলে, "কেউ কেউ এমনও মনে করেন- ভাগলপুরের রক্ষণশীল নেতারা শরৎচন্দ্রকে একটি বিশেষ কারণে সমাজচ্যুত করেছিল। ফলে তিনি সেই সময় মর্মান্তিক আহত হয়ে ভাগলপুর ত্যাগ করেন। "কারণ যাই থাক না কেন। তিনি যে বাড়ি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হয়েছিলেন এবং সন্ন্যাস গ্রহণ করেছিলেন তার বহুবিধ প্রমাণ পাওয়া যায়। এই সময় তিনি সন্ন্যাসীর বেশে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। এমনকি নাগা সন্ন্যাসীদের দলে ভিড়ে গেলেন বেশ কিছু সময়ের জন্য।"১

ঘুরতে ঘুরতে একদিন তিনি মজঃফরপুরে এলেন। প্রত্যক্ষদর্শী নরেন্দ্র দেব, এ প্রসঙ্গে তার "শরৎচন্দ্র" গ্রন্থে লিখছেন- তাঁর মজঃফরপুর আগমন সম্বন্ধে স্বর্গীয় প্রমথনাথ ভট্টাচার্য মহাশয় বলেছিলেন- একদিন সন্ধ্যায় তাঁরা ক্লাবে জমায়েত হয়ে খেলা ও গল্পগুজব করছিলেন, এমন সময় একটি তরুণ সন্ন্যাসী সেখানে এসে পরিষ্কার হিন্দি ভাষায় সবিনয়ে লেখবার সরঞ্জাম প্রার্থনা করলেন। ক্লাবের একটি ছেলে দোয়াত কলম এনে দিল। সন্ন্যাসী ঝুলির ভিতর থেকে একখানি পোস্টকার্ড বার করে ঘরের এককোণে বসে নিবিষ্টমনে পত্র লিখতে শুরু করলেন। "ছেলেরা স্বভাবতই কৌতূহলী। ওরই মধ্যে একজন উঁকিঝুঁকি মেরে দেখে নিলে সন্ন্যাসী চমৎকার বাঙ্গালা হরফে পত্র লিখছেন। ক্লাবের মধ্যে একটা কানাঘুষো শুরু হয়ে গেল, সবাই একটু চঞ্চল হয়ে উঠল এই তরুণ সন্ন্যাসীর পরিচয় নেবার জন্য। প্রমথনাথ ছিলেন এসব বিষয়ে অগ্রণী; তিনি পুরোবর্তী হয়ে সন্ন্যাসীঠাকুরের সঙ্গে আলাপ পরিচয় শুরু করলেন।"২

মজঃফরপুরের এক ধর্মশালায় শরৎচন্দ্র থাকতে শুরু করলেন। রাত্রে নিজের মনে সেখানে ছাদে বসে গান গাইতেন। তাঁর সুরেলা মিষ্টকণ্ঠ ক্রমশ সেখানকার মানুষদের আকৃষ্ট করতে শুরু করল। তিনি ক্রমশই পরিচিত হয়ে উঠলেন নিজের নানা গুণের জন্য। অসহায় রোগীর পরিচর্যা করা কিংবা মৃতের সৎকার এসবের জন্য নিজের একটা জায়গা তৈরি করে ফেললেন মজঃফরপুরের সাধারণ জনবাসীর মনে। একটি কবিতা,

"অনন্য সীমায়ণে,
তুমি সাধক, স্বাধীন,
তুমি বোধের গভীরে
স্তরে স্তরে শুদ্ধি আনো
ত্যাগের তর্পণে হও মহীয়াণ।
তোমার কার্যে তুমি স্বাভাবিক
সত্ত্বাকে তুমি জাগাও
পূণ্যতীর্থে
প্রান্ততীর্থে
সমীচীন।
তুমি তো প্রাণময় উজ্জ্বলতায়
ঐতিহ্য প্রিয়ময়ে ঠিক প্রার্থনার
মতোই, তাৎপর্যে।"৩

সেখানকার জমিদার মহাদেব সাহু ছিলেন সঙ্গীতপ্রিয় ব্যক্তি। তিনি শরৎচন্দ্রের কথা বিভিন্ন লোকের কাছে শুনে তাঁকে নিজের বাড়িতে আশ্রয় দিলেন। এই সময়ে তিনি "ব্রহ্মদৈত্য" নামে একটি উপন্যাস লিখলেন। সময়টা ১৯০২ খ্রিষ্টাব্দের শেষদিক। সেখানে থাকাকালীন একদিন পিতার মৃত্যু সংবাদ অবগত হয়ে তিনি ভাগলপুরে ফিরে যান। উপন্যাসটির পাণ্ডুলিপি ওই জমিদারের কাছে তিনি রেখে এসেছিলেন। পরে সেটি আর পাওয়া যায়নি। পিতার মৃত্যুর পর তাঁর জীবন অন্য আরেকদিকে বাঁক নেয়। শরৎচন্দ্রের মেজভাই প্রভাসচন্দ্র পরবর্তীকালে স্থায়ীভাবে সন্ন্যাস নিয়েছিলেন। তিনি ছিলেন বৃন্দাবনে শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ সেবাশ্রমের অধ্যক্ষ। তাঁর নাম ছিল স্বামী বেদানন্দ। শরৎচন্দ্র তখন সমতাবেড়ের বাড়িতে বসবাস করতেন। প্রভাসচন্দ্র আশ্রমের কী এক কাজে রেঙ্গুন গেলেন। ফিরে এসে তিনি আশ্রমে না গিয়ে সরাসরি দাদার কাছে গেলেন। পরের দিন সেখানেই দেহত্যাগ করলেন। এ ব্যাপারে লীলারাণী গঙ্গোপাধ্যায়কে লেখা শরৎচন্দ্রের একটি চিঠি থেকে জানা যায়, "..আমার মেজভাই প্রভাস সন্ন্যাসী ছিলেন, বোধ করি শুনিয়া থাকিবে। তিনি দিনকয়েক পূর্বে বর্মা হইতে ফিরিয়া মঙ্গলবার রাতে অসুখে পড়েন। ক্রমাগতই বলিতে লাগিলেন, বারম্বার অসুখে এ দেহ অপটু হইয়া পড়িয়াছে, ইহা পরিত্যাগ করাই প্রয়োজন। পরদিন বেলা একটায় ঘর ও বিছানা ছাড়িয়া নিজে বাহিরে আসিলেন এবং আমার বুকের উপর মাথা রাখিয়া দেহত্যাগ করিলেন।'(১৩৩৩ বঙ্গাব্দ, ১৩ই কার্তিক)"৪

বাংলা ভাষার অন্যতম শ্রেষ্ঠ যাদুকরী লেখক শরৎচন্দ্রের জীবন ছিল ঘটনাবহুল। তিনি কান পেতে মানুষের বুকের শব্দ শুনতে পেতেন। সর্বোপরি, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় জীবনে কিছুটা সময় গৈরিক পোশাকধারী হলেও সারাটা জীবন সাহিত্য সাধনায় ব্রতী হয়ে সন্যাসময় জীবনযাপন করতেন।

তথ্যসূত্র-১. বুদ্ধদেব হালদার; www.net; ২.ঐ;৩. লেখক - তাৎক্ষণিককবিতা; ৪. ১নং-এরমতো;

সম্পাদকীয় পাতায় প্রকাশিত নিবন্ধ গুলির বক্তব্য সম্পূর্ণ লেখকদের ব্যক্তিগত অভিমত। সম্পাদক এরজন্য দায়ী নন।

দেশকে বিভাজন থেকে রক্ষা করতে যুবকদের ঐক্যবদ্ধ হতে হবে : রতন লাল নাথ

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। বিদ্যুৎ, কৃষি ও কৃষক কল্যাণ দপ্তরের মন্ত্রী রতন লাল নাথ আজ মোহনপুর বিধানসভা এলাকায় 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস' উপলক্ষে এক বিশাল তিরঙ্গা যাত্রার নেতৃত্ব দেন।

বিজেপি যুব মোর্চা, মোহনপুরের উদ্যোগে আয়োজিত এই বাইক মোহনপুর কামাখ্যা মন্দির প্রাঙ্গণ থেকে যাত্রা শুরু করে কালাগাছিয়া, বিজয়নগর, তারাপুর চৌমুহানি, মণিপুরি চৌমুহানি, সিনেমা হল রোড, দিঘালিয়া হয়ে তুলাবাগান কলোনি ফুটবল ময়দানে এসে সমাপ্ত হয়। আজকের র‍্যালিতে দুই হাজারেরও বেশি যুবক বাইকে জাতীয় পতাকা হাতে গর্বের সঙ্গে অংশ নেন।

এদিন মন্ত্রী রতন লাল নাথ বলেন ২০২১ সালে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীজি 'বিভাজন বিভীষিকা স্মরণ দিবস' ঘোষণা করেছিলেন। যুব সমাজকে জানতে হবে কার স্বার্থে দেশকে বিভক্ত করা হয়েছিল। আমাদের ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, যাতে আর কেউ দেশকে বিভক্ত করতে না পারে। তাই আজকের এই তিরঙ্গা যাত্রা আয়োজন করা হয়েছে।

তিনি আরও বলেন অনেক মা, সন্তানদের সঙ্গে এখানে এসেছেন। তখন বহু মানুষকে দেশ ছাড়তে হয়েছিল। আমাদের সতর্ক থাকতে হবে, কারণ আজও একটি অংশ দেশকে বিভক্ত করার স্বপ্ন দেখে। আমরা চাই না সেই ভয়াবহ দিন আবার ফিরে আসুক। যুবসমাজকে ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে, আর তাই এই দিনটি আমরা পালন করছি।

মন্ত্রী উপস্থিত সকলকে শৃঙ্খলাপূর্ণভাবে জাতীয় পতাকা নিয়ে র‍্যালিতে অংশগ্রহণের জন্য ধন্যবাদ জানান এবং বলেন এটি ঐতিহাসিক বাইক র‍্যালি হয়ে থাকবে। আমি জানি না, এরকম র‍্যালি আগে রাজ্যের কোথাও হয়েছে কিনা।

নেশাসামগ্রী বোঝাই গাড়ি উল্টে গেল জাতীয় সড়কে, উদ্ধার প্রচুর এসকফ বোতল

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: নেশা সামগ্রী বোঝাই গাড়ি উল্টে গেল জাতীয় সড়কে। ঘটনার খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছে প্রচুর পরিমান নেশা সামগ্রী উদ্ধার করেছে পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে বিশালগড় থানাধীন জাতীয় সড়কের রাস্তারমাথা রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলেজ সংলগ্ন এলাকায়।

ঘটনার বিবরণে বিশালগড় থানার পুলিশ আধিকারিক জানিয়েছেন, গতকাল গভীর রাতে থানায় খবর আসে জাতীয় সড়কে একটি গাড়ি উল্টে আছে। সঙ্গে সঙ্গে ছুটে গিয়ে পুলিশ দেখতে পান গাড়ির ভেতরে প্রচুর পরিমাণ এসকফের বোতল পড়ে রয়েছে। গাড়িতে কেউ ছিল না বলে জানিয়েছে পুলিশ। গাড়ির ভেতর থেকে নেশা জাতীয় কফসিরাপ এসকফগুলি উদ্ধার করে থানা নিয়ে আসে পুলিশ। মোট ৮২৫ বোতল এসকফ উদ্ধার করেছে পুলিশ। যার বাজার মূল্য আনুমানিক দুই লক্ষাধিক টাকা হবে বলে জানিয়েছে পুলিশ। দুর্ঘটনা গ্রস্থ একটি নম্বরবিহীন গাড়িও উদ্ধার হয়েছে ঘটনায়। যদিও এই ঘটনায় কাউকে গ্রেফতার করতে পারেনি পুলিশ।

ত্রিপুরা থেকে বর্তমান রেল সড়ক ও আকাশ পথে অনায়াসেই বহিরাজ্যে যাওয়া যায়: সমবায় মন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট।। সাব্রম- শিয়ালদহ- কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন আজ থেকে জোলাইবাড়ি রেলস্টেশন এবং বিলোনীয়া রেল স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু করেছে। এ উপলক্ষে জোলাইবাড়ি এবং বিলোনীয়া রেল স্টেশনে এক অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়। আজ ভোর সাড়ে ৫ টায় জোলাইবাড়ি রেল স্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া নতুন এই রেল স্টপেজের সুচনা করেন।

অনুষ্ঠানে ভাষণ রাখতে গিয়ে সমবায় মন্ত্রী শুক্লাচরণ নোয়াতিয়া বলেন, সাব্রম-শিয়ালদহ-কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেন জোলাইবাড়ি রেলস্টেশনে স্টপেজ দেওয়ার ফলে জোলাইবাড়ি সহ বিভিন্ন এলাকার মানুষ উপকৃত হবেন। রাজ্য ও কেন্দ্রীয় সরকার ত্রিপুরার প্রত্যেক জেলা ও মহকুমার যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নে নিরন্তর কাজ করে চলেছে। সড়ক, রেল, বিমান যোগাযোগ, প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে দ্রুত উন্নয়নের কাজ চলছে। ত্রিপুরা থেকে বর্তমানে রেল, সড়ক এবং আকাশ পথে অনায়াসেই বহিরাজ্যে যাওয়া যায়। এতে বহিরাজ্যে পড়ুয়া ছাত্র-ছাত্রী ও অন্যান্য মানুষ উপকৃত হচ্ছেন। জোলাইবাড়ি রেলস্টেশনে এই এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া শুরু করায় তিনি প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি এবং মুখ্যমন্ত্রী প্রফেসর (ডা) মানিক সাহাকে ধন্যবাদ জানান। অনুষ্ঠানে এছাড়াও উপস্থিত ছিলেন জোলাইবাড়ি পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান তাপস দত্ত, জোলাইবাড়ি বিএসি''র চেয়ারম্যান অশোক মগ, শান্তিরবাজার পুর পরিষদের ভাইস চেয়ার পার্সন সত্যব্রত সাহা, শান্তিরবাজার মহকুমার মহকুমা শাসক মনোজ পাল এবং উত্তর পূর্ব সীমান্ত রেলেওয়েল কর্মকর্তাগণ। অনুষ্ঠান শেষে সমবায় মন্ত্রী শুক্লা চরণ নোয়াতিয়া এবং অন্যান্য অতিথিগণ সাব্রম-শিয়ালদহ কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের পতাকা নেড়ে যাত্রা শুরু করেন।

এই এক্সপ্রেস ট্রেন বিলোনীয়া স্টেশনে স্টপেজ দেওয়া শুরু উপলক্ষে বিলোনীয়া রেলস্টেশনে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য। তিনি বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, রাজ্যের জনগণের সার্বিক উন্নয়নে গুরুত্ব নিয়ে কাজ করছে বর্তমান রাজ্য সরকার। ফলে রেল, বিমান সড়ক ইত্যাদি যোগাযোগ ব্যবস্থার বাপক উন্নয়ন হয়েছে।

অনুষ্ঠানে সাংসদ রাজীব ভট্টাচার্য বলেন, বিলোনীয়া মহকুমাবসীর দীর্ঘদিনের দাবি ছিল বিলোনীয়া রেল স্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ হোক। আজ দেশের ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে বিলোনীয়াবাসীর আশা পূর্ণ হয়েছে।

তিনি বলেন, বিলোনীয়ার জনগণের কথা মাথায় রেখে রাজ্য সরকারের পক্ষ থেকে কেন্দ্রীয় রেলমন্ত্রী অশ্বিনী বৈষ্ণবের কাছে আবেদন করা হয়েছিল যাতে বিলোনীয়া এবং জোলাইবাড়ি রেলস্টেশনে কাঞ্চনজঙ্ঘা এক্সপ্রেস ট্রেনের স্টপেজ দেওয়া হয়। তিনি বলেন, ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী প্রধানমন্ত্রী হওয়ার পর তিনি উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির প্রতি বিশেষ নজর দিয়েছেন।

তিনি আরও বলেন, বর্তমান প্রধানমন্ত্রী দায়িত্বভার গ্রহণ করার পর উত্তর পূর্বাঞ্চলের রাজ্যগুলির যোগাযোগ ব্যবস্থার উন্নয়নের লক্ষ্যে বিভিন্ন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে। বর্তমানে রাজ্যে রেল পরিষেবা উন্নয়নের ফলে যাতায়াতের পাশাপাশি বাণিজ্যিক আদান-প্রদানের সুযোগ-সুবিধাও বৃদ্ধি পেয়েছে। অনুষ্ঠানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জিলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত বক্তব্য রাখতে গিয়ে বলেন, এই এক্সপ্রেস ট্রেনের বিলোনীয়া স্টপেজ হওয়ায় বিলোনীয়ায় সহ রাজনগর, ঋষ্যমুখ এবং শান্তিরবাজার এলাকার এক বিশাল অংশের মানুষ উপকৃত হবেন।

PRESS NOTICE INVITING e-TENDER NO. EE-IED/PWD/AGT/40/2025-26
dated: 12/08/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, PWD, Agartala: Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender in single bid system from the eligible Central & State public sector undertaking/ enterprise and eligible Contractors/ Firms/ Private Ltd. Firm /Agencies of Appropriate Class for internal electrification works registered with PWD/ TTAADC/ MES/ CPWD/ Railway/ Gov't Organization of other State & Central having valid electrical contractor license issued by the Government of Tripura for the following work:-

Sl No	Name of work	Estimated Cost	Earnest Money	Time of completion
1	DNIT NO.EE-IED/AGT/56/2025-26	₹ 569,445.00	₹ 11,389.00	180(one eight zero) days
2	DNIT NO.EE-IED/AGT/57/2025-26	₹ 1,686,250.00	₹ 33,725.00	365 (three six five) days
3	DNIT NO.EE-IED/AGT/58/2025-26	₹ 213,501.00	₹ 4,270.00	30 (thirty) days

Last date and time for document downloading and bidding is on 22/08/2025 upto 3.00 PM and opening of bid at 3.30 PM on 22/08/2025, if possible. For more details kindly visit: https://tripuratenders.gov.in
The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/ 1884/25

For and on behalf of the Governor of Tripura
(DHRUBAPADA DEBNATH) Executive Engineer,
Internal Electrification Division, PWD (Buildings), Agartala, West Tripura
Contact: 7005285482

আই.টি.আই বিশ্রামগঞ্জে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি

ত্রিপুরা সরকারের শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের অধীনস্ত আই.টি.আই বিশ্রামগঞ্জে ২০২৫ শিক্ষাবর্ষে প্রথম পর্যায়ের online admission সম্পন্ন হওয়ার পরেও বিভিন্ন Trade- এ কিছু আসন শূন্য রয়েছে। উক্ত শূন্য আসনে ভর্তি হতে ইচ্ছুক যোগ্য প্রার্থীদের নিকট হইতে দরখাস্ত আহ্বান করা হচ্ছে।

ট্রেড সম্পর্কিত বিবরন-

Sl No	Trade Name	Entry Qualification	Course Duration	Seat Vacancy	Last date of Application Receive and Certificate Verification	Publication of common Merit list and Admission
1	Surveyor (NSQF)	Class 10th Pass with Science and Math	2 Years	ST - 08 SC - 04 (Ex-Serviceman-01) UR - 04	21-08-2025 upto 4.00 PM	22-08-2025 from 11.00 AM to 4.00 PM
2	Pump Operator-Cum-Mechanic (NSQF)		1 Year	ST - 09 SC - 02 UR - 04 (Ex-Serviceman-01)		
3	Stenographer & Secretarial Assistant (English) (NSQF)	Class 10th Pass	1 Year	ST - 06 SC - 03(Ex-Serviceman-01) UR - 08		
4	Dress Making (NSQF)	Minimum Class 8th Pass	1 Year	ST - 08 (Ex-Serviceman-01) SC - 08 UR - 19		

Note: 5% seats are reserved for PWD candidates, Seats to be distributed as per RPWD Act 2016.

বিঃ দ্রঃ -
১। ভর্তির নিয়মাবলী শিল্প ও বানিজ্য দপ্তরের পূর্বে প্রকাশিত অনলাইন বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী থাকবে। আবেদন পত্রের প্রতিলিপি আই.টি.আই বিশ্রামগঞ্জের নোটিস বোর্ডে দেওয়া থাকবে।
২। আবেদনপত্র গ্রহণের সময়সীমা ২১-০৮-২০২৫ তারিখ বেলা ৪:০০ টা পর্যন্ত। আবেদন গ্রহণ এবং শংসাপত্র যাচাইকরণের সময় Original Documents (যথা: মাধ্যমিকের Marksheet and Admit, Permanent Resident Certificate, Birth Certificate, Caste Certificate, Certificate of PH or Ex-Serviceman (for PH or Ex-Serviceman category) কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থাপন করতে হবে।
৩। উপরে উল্লেখিত ট্রেড গুলির নুন্যতম শিক্ষাগত যোগ্যতার মোট প্রাপ্ত নম্বরের ভিত্তিতে প্রার্থী বাছাইয়ের জন্য যৌথ মেধা তালিকা (common merit list) প্রনয়ন করা হবে।
৪। আসন সংরক্ষন ত্রিপুরা সরকারের বিধি অনুযায়ী নির্ধারিত হবে। আসন প্রাপ্ত প্রার্থীদের সেই দিনেই যথা সময়ে Caution Money 1000/- টাকা নগদ, মাধ্যমিকের Marksheet and Admit, Permanent Resident Certificate, Caste Certificate, Certificate of PH or Ex-Serviceman (for PH or Ex-Serviceman category), ৩ কপি ছবি, Aadhar, Bank Pass Book ও সমস্ত সার্টিফিকেটের self attested photocopy সহকারে ভর্তি হতে হবে।
৫। ভর্তি চলাকালীন সময়ে প্রার্থীদের নির্দিষ্ট স্থানে original token সহ উপস্থিত থাকতে হবে। মেধা তালিকা অনুযায়ী নাম ডাকার সময় যদি কোন প্রার্থী কর্তৃপক্ষের সামনে উপস্থিত না হন সেক্ষেত্রে তাকে অনুপস্থিত প্রার্থী হিসাবে গন্য করা হবে এবং মেধা তালিকার ক্রম অনুসারে পরবর্তী প্রার্থীকে সুযোগ দেওয়া হবে।

অতিরিক্ত তথ্যাদির জন্য আই.টি.আই বিশ্রামগঞ্জের ট্রেনিং সেকশনে যোগাযোগ করা যেতে পারে।
যোগাযোগ : ৮৭৮৭৭৮৫৪৯০/ ৭০০৫৫২৩১৪২

ICA/D-778/25

ভঃ অধ্যক্ষ
আই.টি.আই বিশ্রামগঞ্জ

Short Notice Inviting Quotation

Sealed Quotations are hereby invited by the Directorate of Information Technology, Government of Tripura, ITI Road, Indranagar, Agartala-6 for re-positioning of 2 nos. AC's indoor cassette unit at 5th floor of IT Bhavan.
Detailed item description and quantities other terms & conditions may be seen at https://tripura.gov.in, https://dit.tripura.gov.in/. The interested bidders may drop their quotation at the office of the undersigned on or before 20/08/2025 upto 5 PM.
ICA/C/1879/25

Director, IT Govt. of Tripura

PNIT NO: e-PT-24/W/EE/ RDAD/2025-26
Dt. 13/08/2025

The Executive Engineer, R D Agartala Division, R D Department, Agartala, West Tripura invites percentage rate e-tender (two bid) in Tripura PWD Form No.7 from eligible bidders up to 3.00 P.M. of 20/08/2025 for 04 (Four) nos works. For details, visit website https://tripuratenders.gov.in and contact at 0381 2325988. Any subsequent corrigendum will be available in the website only.
ICA/C-1893/25

Executive Engineer RD
Agartala Division
Gurkhabasti, Agartala

PNIT NO.: 30/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26 Date 13/08/2025

The Executive Engineer, Mohanpur Division, PWD (R&B); Mohanpur, West Tripura on behalf of the 'Governor of Tripura', invites online percentage rate e-tender for the following work:

Sl. No.	DNIeT No	Last Date and time for document downloading and Bidding	Time and date of Opening of Bid/Technical Bid
1)	DNIT No.97/DNIT/EE/MNP/PWD(R&B)/2025-26	Upto 3.00 pm On 20/08/2025	At 4.00 pm on 20/08/2025 (If possible)

Note: The bid forms and other details including online activities should be done in the e-procurement portal https://tripuratenders.gov.in
ICA/C/1000/25

(For & on behalf of the Governor of Tripura)
(Er. Susanta Debbarma) Executive Engineer
Mohanpur Division, PWD (R&B), Mohanpu, west Tripura.

PRESS NOTICE INVITING TENDER NO:- 14/EE-IED/AMB/2025-26
Dated: 12/08/2025

The Executive Engineer, Internal Electrification Division, Ambassa, Dhalai Tripura invites on behalf of the 'Governor of Tripura' percentage rate c-tender(s). The details are given below:

SL NO	DNIeT No.	ESTIMATED COST	EARNEST MONEY	DEADLINE FOR ONLINE BIDDING	DATE OF OPENING
1	28/EE-IED/AMB/2025-26	₹ 3,12,089.00	₹ 6,242.00	Upto 17.00 Hrs on 21/08/2025	At 10.00 Hrs on 22/08/2025

Detailed Tender Notice/Forms/Terms & Conditions is available at https://tripuratenders.gov.in/
ICA/C/1898/25

For and on behalf of Governor of Tripura.
(Er. Sujit Das)/
Executive Engineer
Internal Electrification Division, PWD
Ambassa Dhalai Tripura

Press Notice Inviting e-Tender No: 06/EE/AGRI/WEST-II/2025-26

On behalf of the Governor of Tripura the Executive Engineer (Agri), West Division-II, Mohanpur, West Tripura invites online percentage rate e-Tender (PWD Form-7) from the eligible contractors registered with PWD/TTAADC/MES/CPWD other state PWD for the following works -

SL NO	NAME OF WORK	ESTIMATED COST	EMD
01	Construction of Market Stall at Mohanpur Bazar opposite to R.D Market (GF Only) and Mohanpur Bazar RD market (only 1st floor) SH:- Providing internal electrification DNIeT No: 08/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs. 13,13,737.00	Rs. 26,275.00
02	Construction of Market Stalls near Motor Stand (GF) at Mohanpur, under Mohanpur Agri. Sub-Division. SH: Providing internal electrification. DNIeT No: 09/EE/AGRI/WEST-II/2025-26	Rs. 3,20,818.00	Rs. 6,416.00

Last date of bidding of tender on 21.08.2025 upto 04:00 P.M and will be open on 22.08.2025 at 04:30 P.M (if possible). For details please visit https://tripuratenders.gov.in or contact at mobile no. 9774141320 for clarification. If any subsequent corrigendum will be available at the website only.
ICA/C/1875/25

For & on behalf of the Governor of Tripura
[Er. Bireswar Debbarma]
Executive Engineer (Agri)
Agri. Engg., West Div-II Mohanpur, West Tripura

যোজনা তথা বাস্তুকলা বিদ্যালয়, বিজয়বাড়া
School of Planning and Architecture, Vijayawada
An Institute of National Importance, Ministry of Education, Govt. of India
Survey No.4/4, ITI Road, Vijayawada – 520 008, AP., India.

No. 01/SPAV/Acad./PG-SPOTROUNDII/2025-26 Date:15-08-2025

NOTIFICATION FOR SPOT ROUND II - (through Direct Admissions) including sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2025-26

SPA Vijayawada announces Direct Admissions to Master's Degree in Architecture, Planning, Building Engineering & Management and Design in "SPOT ROUND II - (through Direct Admissions) including sponsored category seats for Post Graduate Programmes for the Academic Year 2025-26". For further details, fees, admission and application process, please visit our website www.spav.ac.in

Sd/- Registrar

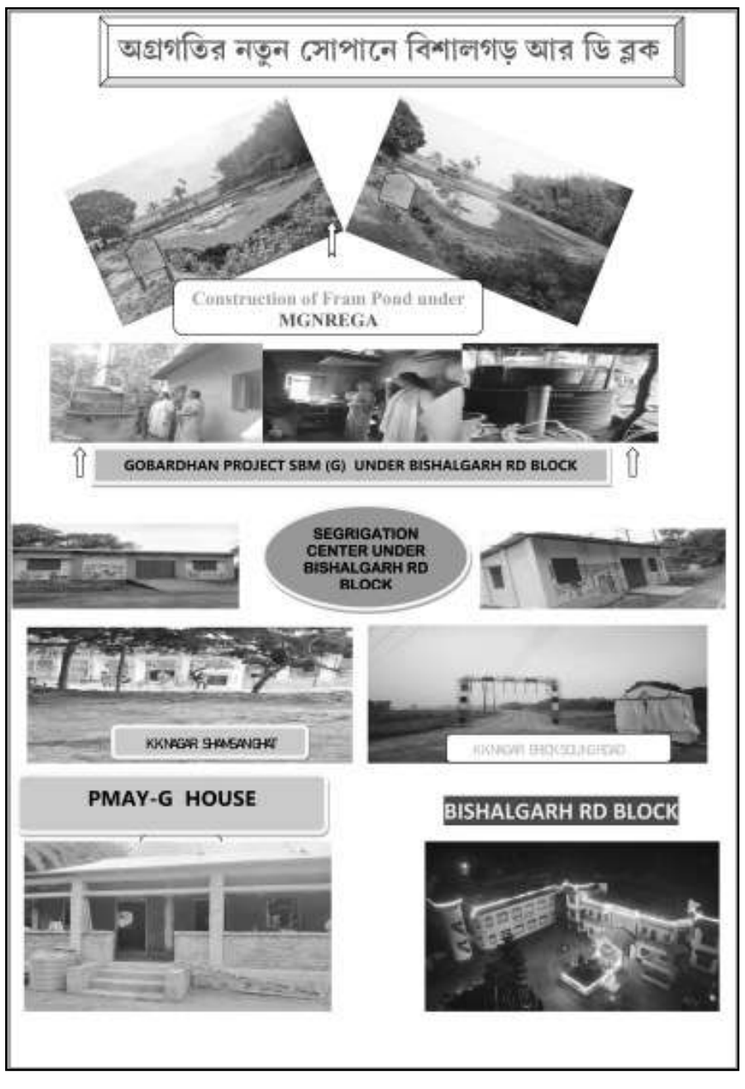

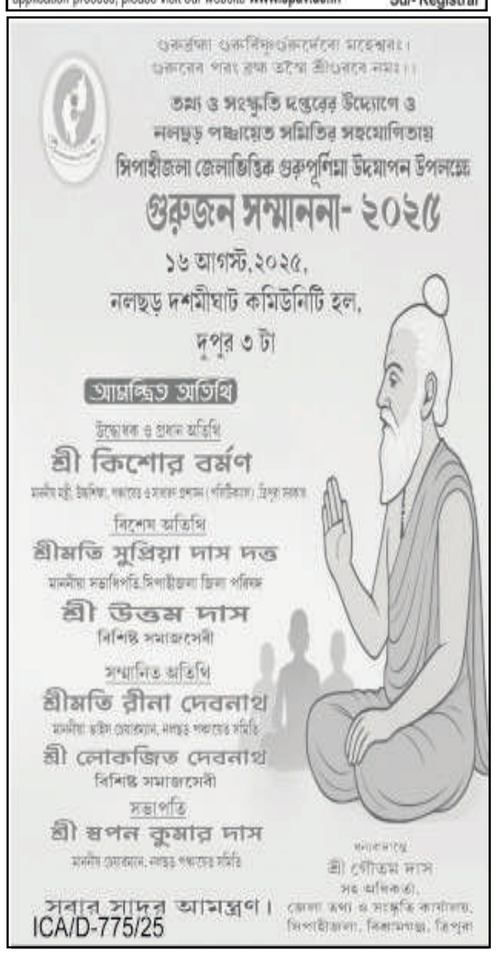

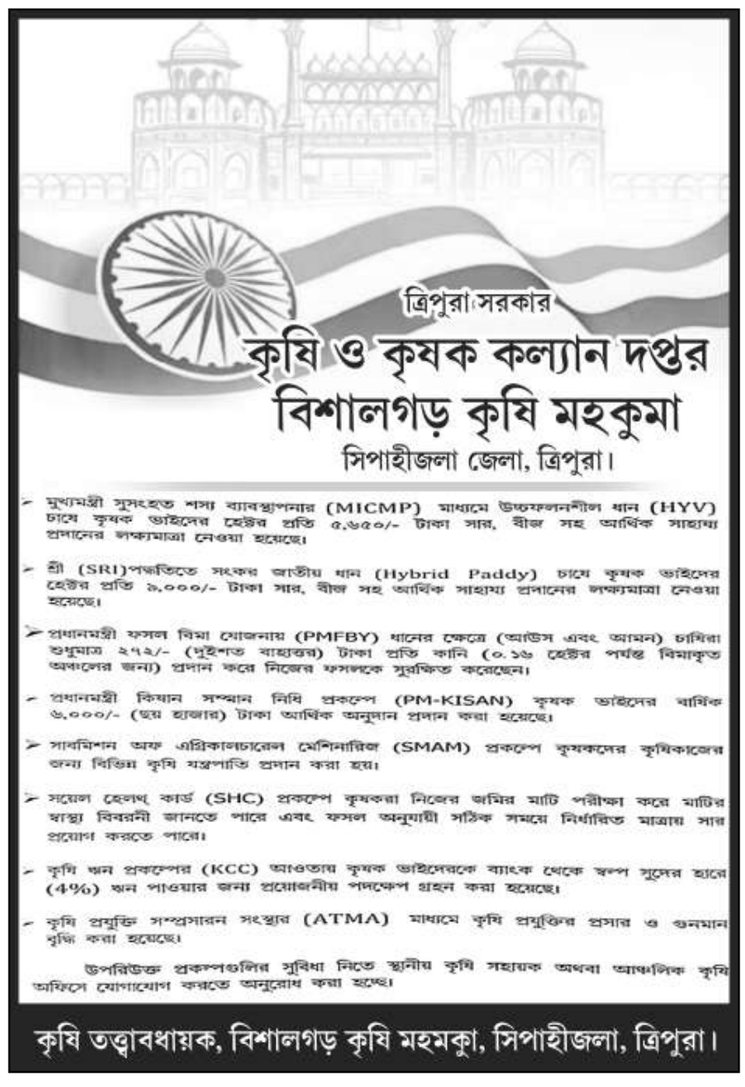

হরেকরকম হরেকরকম হরেকরকম

সংসারের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ জয়ে মানসিক দৃঢ়তা চাই

বিংশ শতাব্দিতে পৃথিষ্টীতে আনন্দমূর্তি নামে একজন তারকব্রহ্ম এসেছিলেন এবং তিনি জগতের কল্যাণে আনন্দমার্গ নামে একটা আধ্যাত্মিকবাদ দর্শন দিয়েছেন। এখানে রয়েছে মানুষের মানবতা প্রতিষ্ঠার মূল মন্ত্র। তার পাশাপাশি দিয়েছেন অর্থনৈতিক পরিকল্পনা প্রাউট দর্শন। এখানে ওয়েছে প্রতিটি মানুষের আর্থিক সমস্যার সমাধান অর্থাৎ দারিদ্র উ দুরীকরণ ব্যবস্থা। তারপর প্রাউটকে উ বাস্তবে রূপ দেওয়ার জন্য প্রাউটের। একই নিয়ম নীতির ভিত্তিতে ভারতেব। ৪৪টা মানব সমাজ সহ বিশ্বের ২৬৮টা মানব সমাজে সমাজ আন্দোলন গড়ে উঠেছে। এখানে রয়েছে মানুষের মানসিক, আধ্যাত্মিক ও অর্থনৈতিক শোষণ মুক্তির ব্যবস্থা। সহজ ভাষায় যাকে বলে সামজিক, অর্থনৈতিক অথবা গঠন পরিকল্পনা। পৃথিবীর জীব জগতে যত সব প্রাণী রয়েছে, মানুষসহ পশু পাখি তাদের যার যা প্রয়োজন, তা সব দিয়েছে। দেয়নি এমন কিছু নেই। মানুষের অনন্ত ক্ষুধা, অনন্ত চাহিদা, আর এই চাহিদা পূরণের জন্য মানুষ সর্বদা সংগ্রাম করে চলেছে। এমর্মে গীতা শাস্ত্রে দৈহিক বিচারে একটা কথা আছে ধর্মক্ষেত্র কুরুংক্ষেত্র, ধর্মক্ষেত্র হচ্ছে মানুষের দেহ আর কুরুংক্ষেত্র হচ্ছে সংসার। সংসার ক্ষেত্রে মানুষের যে কর্ম সেটা হচ্ছে মানুষের জন্যে মানব ধর্ম এবং মানুষের কর্ম ও ধর্ম দুই প্রকার। নিজ হিতোদ্দেশ্যে পরের হবে অহিত কামনা কর্ম। এটা যেমন অধর্ম তেমনি হবে পাপ কর্ম। আর নিজ হিতের সঙ্গে পরের হিত কামনা মাথায় রেখে যে যে কর্ম করবে, সেই কর্ম হবে তার পুণ্য ভূমি বা তীর্থস্থান। আত্ম মোক্ষ আত্ম মোক্ষাতম জগত দ্বিতায় চ. অর্থাৎ আত্মা মুক্তির জন্য ব্রহ্মের সাধনা আর জগতের কল্যাণের জন্য সমাজের সেবা এটাই হবে মানব সমাজ উন্নয়নের জন্য দৃষ্টিভঙ্গি বা মানুষের মুক্তির সঠিক পথ। এ মর্মে স্বামী বিবেকানন্দের ভাবায় বলেছেন সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা খুঁজিছ, ঈশ্বর, জীবে প্রেম করে যেই জন সেই জন সেবিছে ঈশ্বর। শ্রীচৈতন্য দেবের ভাষায় বলেছেন- জীবের দয়া সেবা ধর্ম সার, অবশ্যই প্রভু তারে করেন উদ্ধার। বর্তমানা আনন্দমার্গ দর্শন বা আনন্দমার্গ মিশন বিশ্ব জুড়ে একটা আধ্যাত্মবাদে প্রতিষ্ঠিত সর্বাত্মক পরিবর্তন মুখী বিপ্লব এবং এই বিপ্লবের প্রধান অঙ্গ হচ্ছে সমাজমুখী আন্দোলন। উপযুক্ত নেতৃত্বের অভাবে আজ আন্দোলনের গতি অর্থাৎ এগিয়ে চলার রথের চাকা যেখানে হওয়ার কথা ছিল রাউন্ড। সেখানে হয়ে গেছে ত্রিকোণ ৪৪টি হয়ে গেছে ত্রিকোণ ভারতে, সমাজ আন্দোলনের মধ্যে ৪৩টা সমাজ আন্দোলনে এগিয়ে চলার রথের চাকা হচ্ছে রাউন্ড। আর পশ্চিমবঙ্গে সহ উত্তর পূর্বাঞ্চলে আমরা বাঙালি নামক সমাজে আন্দোলনের চাকা হচ্ছে ত্রিকোণ। এর ফলে আজ আমরা বাঙালি আন্দোলন জলহীন নদীর নৌকার ভূমিকা পালন করছে। এবং এর পেছনে মূল কারীগর জোষ্ঠী কোন্দল। তার সঙ্গে সহ যোগী রয়েছে সুবিধা ভোগী আনন্দ মার্গী। দলের অস্তিত্ব রক্ষা করুন এবং সৈনিক দৃষ্টিকে সংগঠন পরিচালনা করুন। এমর্মে দর্শন শুরু শ্রীপ্রভাত রঞ্জন সরকারের ভাষায় বলেছেন-নদী যদি শুকিয়ে যায়, আর সেই নদীর। মাঝখানে আধ হাত মাটি খোদাই করলে জল পাওয়া যায়। আজ পশ্চিমবঙ্গসহ উত্তর পূর্বাঞ্চলের আনন্দ মার্গ দর্শন অন্তর্ভুক্ত প্রাউট দর্শন ভিত্তিক সমাজ আন্দোলন জলহীন নদীর ভূমিকা পালন করছে। এই মিশন দরদি, দেশ দরদি, আদর্শবাদী অবস্থায় দর্শনাদর্শ রক্ষা করার জন্য বাবা ভক্ত আনন্দ মাগীরা এগিয়ে আসুন এবং একে অন্যের বিরুংদ্ধে বিক্ষুব্ধ সমালোচনা ছেড়ে মিশনে মিলন পরিবেশ গড়ে তোলার আলোচনা করুন এবং সুমীমাংসার জন্য সকলে এগিয়ে আসুন। (হরলাল দেবনাথ, সিধাই, মোহনপুর পশ্চিম ত্রিপুরা। (৯৬১২৪৪২০৯৮/ ১১+৮১২০২৫)

স্বাধীনতা দিবস

অভিজিৎ রায় চৌধুরী

''স্বাধীনতা'' কথাটির মনে, ইহার প্রাসঙ্গিকতা ও আলোচনার পরিব্যপ্ততা বিশাল। যেখানে ''মানুষ'' তার নূন্যতম অধিকার ও সমাজের পরিকাঠামোর সাথে একত্রিত হবে সুশৃঙ্খল ভাবে সিদ্ধান্ত নেয়া, জীবন যাপন ও নিজেকে, নিজেদের শাসনের মধ্যে কায়েম রেখে পরিচালনা করার ক্ষমতাকেই বোঝায়। ভিন্ন অর্থে, ''মুক্তি'' অর্থাৎ অঞ্চলগত সার্বভৌমিত্ব এবং জাতি অথবা দেশের সম্পূর্ণ 'নিজস্বতা'কে, বোঝায়।

বোঝায়। প্রতিবন্ধকতা ছাড়া ''বাকস্বাধীনতা'', কাজ করা, নিজস্ব আইন প্রদান এবং স্বায়ত্ব শাসনকেই প্রেক্ষাপট রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, শিক্ষা এবং ন্যায় বিচার, ব্যক্তিকেন্দ্রীক ইত্যাদি।

''স্বাধীনতা'', বাংলা ভাষার, একটি ''বিশেষন'' শব্দ। তৎকালীন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি, অর্থাৎ ব্রিটিশের শাসন হইতে ভারতীয়দের মুক্তি লাভের স্মরণার্থে, ''স্বাধীনতা দিবস'' আর দিনটি প্রতিবছরের ১৫ই আগস্ট বিশেষ ভাবে পালিত হয়ে থাকে। ব্রিটিশের অপশাসন থেকে ভারতীয়দের মুক্তি লাভের প্রাসঙ্গিকতাকে স্মরণ করে দিনটি উদ্যাপিত হয় ১৫ই আগস্ট সমগ্র বিশ্বে। এই দিনে আমরা ভারতীয়রা মুক্তি যোদ্ধাদের আত্মত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানাই তেরঙ্গা রঞ্জিত পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে। এই দিনটি একটি জাতীয় ছুটির দিন। ১৯৪৭ সালের ১৫ই আগস্ট ভারত, ব্রিটিশ মুক্ত হয়। তাই এইদিনটি অত্যন্ত গর্ব ও আনন্দের দিন সমগ্র ভারতবাসীর নিকট। স্বাধীনতা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায় ও ব্রিটিশ শাসনের সমাপ্তি চিহ্নিত করে এই ১৫ই আগস্ট। জাতি, বর্ণ, ধর্ম, নির্বিশেষে, সকলই পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে আমরা ভারতীয়রা বাড়ি হইতে পাড়া অফিস স্কুল কলেজে সবত্রই ঐক্যবদ্ধভাবে এই দিনটি উদ্যাপন করে থাকি। এই বিশেষদিনে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের সাথে কুচকাওয়াজ ও বিভিন্ন সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, দুস্থদের মধ্যে বস্ত্র বিতরণ, ফল ও মিষ্টি বিতরণ করে দেশের ঐক্য ও সংহতি প্রদর্শিত হয়। স্বাধীনতা সংগ্রামে অত্মোৎসর্গকারী, শহিদদের অবদান ও আত্মত্যাগকে স্মরণ করে বিনম্র শ্রদ্ধা জানানো হয়। আসুন এই দিনটিতে আমরা শপথ করি, যে সমগ্র জাতীয় উন্নয়ন অগ্রগতি ও সমৃদ্ধির জন্য নতুন ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ হই। গোটা দেশে সরকারি বেসরকারি সকল স্তরেই জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে মিষ্টি বিতরণের মাধ্যমে সকলে ''মিত্রতা বদ্ধে'' আবদ্ধ হই। অতীত ইতিহাসের তাৎপর্য ও বর্তমান প্রেক্ষাপট নিয়ে আলোচনা সভা করি এবং সমাধানের চেষ্টা করি। স্বাধীনতা দিবস ভারতের ইতিহাসে একটি অতীব গৌরবান্বীত দিন। এই উপলক্ষ্যে আমরা সেইসব স্বাধীনতা সংগ্রামী, মহাত্মা গান্ধী, পন্ডিত জওহর লাল নেহেরু, নেতাজী সুভাষ বসু এছাড়াও আরও অনেকে যাদের অটল সংগ্রামে ও আত্মত্যাগের বিনিময়ে স্বাধীনতা অর্জিত হয়েছিল। তাদের আত্মত্যাগের কথা স্মরণ করি সবাই। আমরা সকলে মিলে স্বাধীনতা ও সার্বভৌমত্বকে রক্ষা করিবার জন্য অঙ্গিকারবদ্ধ হই। আমাদের উচিত ভারতকে একটি উন্নত ও সমৃদ্ধশালী ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়া। আসুন আমরা সকলে মিলে দেশের উন্নতির জন্য কাজ করার শপথ নেই, আমরা আমাদের স্বাধীনতাকে রক্ষা করার জন্য সচেষ্ট হই এবং উন্নত ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাই সমগ্র ''ভারতকে''। পরিশেষে অনেক অনেক শুভেচ্ছা, বড়দের প্রণাম ও ছোটদের অন্তর ভরা স্নেহ জাগিয়ে সংক্ষিপ্তাকারে আজ এখানেই শেষ করছি।

''জয়হিন্দ'', জয় ''ভারত মাতা''।

'স্বাধীন ভারত'

দীপক রঞ্জন কর

দুইশ বছর পরাধীন ভারত ছিল ব্রিটিশ শাসনে,
কৌশলে দখলে রাজত্ব করে ইংরেজ সিংহাসনে,
অত্যাচার অবিচার লাঞ্ছনা কত করে গৌরবে,
সহ্য করেছে নিত্য ভারতবাসী অসহায় নীরবে।

তরুণ যুবক গর্জে উঠে আর নয়কো পরাধীন ,
বহু তাজাপ্রাণ বিনিময়ে আজ ভারত স্বাধীন।
জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতবাসী ভাই ভাই,
ব্রিটিশ বিরুদ্ধে করেছে যথা প্রাণপণ লড়াই।

পরাধীনতার দিনগুলি ছিল কত যে কঠিন অসহায়,
ভাবিলে একবার চোখে জল আসে একান্ত নিরালায়।
লাখো হাজারো দেশবাসীর আত্ম বলিদান,
স্বাধীনতা এনেছে বহু মায়ের কোলের সংগ্রামী সন্তান।

স্বাধীনতা বিনিময়ে দিতে হয় প্রচুর তাজা রক্ত,
৪৭ সাল ১৫ই আগস্ট ভারত হয় আজ পরাধীন মুক্ত।
তেরঙ্গা তলে দাঁড়িয়ে উচ্চশিরে বলি সর্ব ভারতবাসী,
মাতৃভূমি,জন্মভূমিকে মায়ের মত গর্বে ভালোবাসি।

অনেক রকমে আমের লাড্ডু

ছোটো থেকে বড়ো সকলেরই আম একটি প্রিয় ফল। তাই গরম কাল এমনিতে কারুর পছন্দ না হলেও, শুধুমাত্র আমের জন্যই মানুষ সারা বছর অধীর আগ্রহে গ্রীষ্মকালের অপেক্ষা করে থাকে। আম শুধু খেতে যেমন সুস্বাদু হয়, তেমনি আমের তৈরি যে কোনও খাবারও দারুণ টেস্টি হয়। লাড্ডু তো খেয়েছেন কিন্তু আমের লাড্ডু কখনো খেয়েছেন? তাহলে দেখে নিন কি ভাবে বানাবেন এই আমের লাড্ডু।

উপকরণ:- একটি বড় মাপের আম দুই কাপ দুধ,আধ কাপ দুধের সর, এক, কাপ নারকেল কোরা, পরিমাণমতো চিনি, কয়েকটা কাজুবাদাম, এক চা চামচ এলাচ গুঁড়ো পদ্ধতি:- প্রথমে আম ধুয়ে খোসা ছাড়িয়ে ছোটো ছোটো টুকরো করে কেটে নিন। মিক্সিতে আমের টুকরো দিয়ে ভাল করে পেস্ট করে নিন। দুধ জ্বাল দিন ভাল করে। দুধটা একটু ঠান্ডা করে নিয়ে তাতে নারকেল কোরা আর চিনি দিয়ে মিশ্রণ বানিয়ে সেটাও জ্বাল দিন। খুব ঘন করে জ্বাল দিতে হবে। মিশ্রণটি একেবারে ঘন হয়ে

এলে তার মধ্যে আমের মিশ্রণটি দিয়ে ফোটাতে থাকুন। সবকটি উপকরণ একসঙ্গে না মেশা পর্যন্ত জ্বাল দিতে থাকুন। একেবারে আঠার মতো ঘন হয়ে এলে গ্যাস বন্ধ করে ঠান্ডা হতে দিন। মিশ্রণটি ঠান্ডা হয়ে এলে সেখান থেকে অল্প অল্প করে নিয়ে ছোটো ছোটো লাড্ডুর আকারে গড়ে নিন। ওপরে কাজুবাদাম, এলাচ গুঁড়ো ছড়িয়ে দিলেই তৈরি হয়ে গেল আমের লাড্ডু।

তেল নয় দুধ দিয়েই বানিয়ে ফেলুন সুস্বাদু বিরিয়ানি

আট থেকে আশি সবাই বিরিয়ানি খেতে ভালোবাসেন। এটি মূলত মুঘল ঘরানার খাবার হলেও, এখন গোটা দেশেই বেশ জনপ্রিয়। কারুর পছন্দ সবজি বিরিয়ানি, আবার কেউ ভালোবাসেন চিকেন বা মাটন বিরিয়ানি। তবে যে ভাবেই রান্না করা হোক না কেন, বিরিয়ানির স্বাদের কোনও তুলনা হয় না। কিন্তু কখনও দুধ বিরিয়ানি খেয়েছেন কি? একবার খেলে মুখে লেগে থাকবে এর স্বাদ। তাহলে জেনে নিন কিভাবে বানাবেন।

উপকরণ:- আধা কেজি মটন, বাসমতি চাল, ২ কাপ দুধ, পেঁয়াজ কুচি আদা থেঁতো, রসুন থেঁতো, কাঁচা লঙ্কা কুচি, গোটা গরম মশলা, শাহী জিরা, স্বাদমতো নুন, পরিমাণমতো ঘি, ধনে পাতা কুচি, পুদিনা পাতা কুচি। প্রণালী:- প্রথমে বাসমতি চাল ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। তারপর মাংসও ভালো করে ধুয়ে জল ঝরিয়ে নিতে হবে। হাঁড়িতে জল গরম করে নুন ও চাল দিয়ে দিন। চাল আধা সিদ্ধ হয়ে এলে ফ্যান গড়িয়ে নিন। কোনও একটি থালায় ভাত ঢেলে ছড়িয়ে দিন। একটি পরিষ্কার পাতলা সাদা কাপড়ে ধনে পাতা, পুদিনা পাতা এবং কাঁচা লঙ্কা কুচি ভরে সুতো দিয়ে কাপড়ের মুখটা ভালো করে বেঁধে দিন। আরেকটি কাপড়ে শাহী জিরা, এলাচ, লবঙ্গ, দারুচিনি ভরে একই রকমভাবে সুতো দিয়ে মুখ বেঁধে দিন। আরও একটা কাপড়ে থেঁতো করা আদা, রসুন এবং পেঁয়াজ কুচি বেঁধে দিন। প্রেশার কুকারে মাংস নিন, তাতে এই তিনটি পুঁটলি রাখুন। এর সঙ্গে এক চামচ ঘি, দেড় কাপ জল, স্বাদ অনুযায়ী লবণ এবং দুই কাপ দুধ দিন। কুকারের ঢাকনা বন্ধ করে ৪-৫টি সিটি দিয়ে নিন। কুকারের ঢাকনা খুলে তিনটি পুঁটলি তুলে নিন। হাতা দিয়ে মাংস ভালো করে নেড়েচেড়ে দিন। এবার একটি বড় হাঁড়িতে ঘি মাখিয়ে নিন। এতে প্রথমে ভাত ছড়িয়ে দিন। এর উপরে ছড়িয়ে দিন মাংসগুলি। একটু নাড়াচাড়া করে তার উপর ঘি ছড়িয়ে দিন। মাংসের গ্রেভি চামচে করে উপরে ছড়িয়ে দিন। পাত্রটি ঢাকা দিয়ে উপরে ভারি কিছু চাপিয়ে দিন। এ ভাবে রান্না হতে দিন বেশ কিছুক্ষণ। এতেই চাল ভালো মতো সিদ্ধ হয়ে যাবে। তারপর ঢাকনা খুলে হাতা দিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে নিন। এরপর পরিবেশন করুন গরম গরম দুধ বিরিয়ানি।

বৈঠকি আড্ডা জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক

বর্ষার মরসুমে সন্ধ্যাবেলায় ভাজাভুজি খেতে কমবেশি সকলেই ভালবাসেন। একটা বৃষ্টিভেজা বিকেল, সামনে পছন্দের খাবার আর বাড়িতে বন্ধুবান্ধবের সমাগম হলে আর কী চাই! তবে বাজারের তেলেভাজা কিন্তু একেবারেই স্বাস্থ্যকর নয়। বাড়িতেই তাই বানিয়ে ফেলতে পারেন মনের মতো নাস্তা। আড্ডার আসর জমাতে বানিয়ে ফেলুন চিকেন সাসলিক। রইল রেসিপি। উপকরণ: ৫০০ গ্রাম মুরগির মাংস (টুকরো করে কাটা), আধ কাপ টক দই, ২টি পেঁয়াজ, ১ টেবিল চামচ আদা কুচি, ৭-৮ কোয়া রসুন, ৪-৫টি কাঁচা লঙ্কা,১ কাপ ধনেপাতা, ১ চা চামচ গোলমরিচ গুঁড়ো, ১ টেবিল চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ আমচুর গুঁড়ো, ৪ টেবিল চামচ মাখন, ৩-৪ টুকরো কাঠকয়লা ২ টেবিল চামচ সর্ষের তেল স্বাদমতো নুনৃ প্রণালী: পেঁয়াজ, আদা, রসুন, কাঁচা লঙ্কা ও ধনেপাতা একসঙ্গে বেটে নিন। একটি বড় বাটিতে প্রথমে ফেটানো টক দই দিন। তাতে বেটে রাখা মশলা, গোলমরিচ গুঁড়ো, ধনে গুঁড়ো, আমচুর গুঁড়ো, নুন আর সর্ষের তেল মিশিয়ে ভাল করে ফেটিয়ে নিন। তাতে মাংসের টুকরোগুলি ভাল করে মেখে ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে দিন। তার পর মাংসের টুকরোগুলি কবাব স্টিকে গেঁথে নিন। এ বার ফ্রায়িং প্যানে মাখন গরম করে কবাবগুলি হালকা হালকা করে ভেজে নিন। কবাবগুলি একটি বাটিতে রেখে অপর একটি বাটিতে কাঠকয়লা গরম করুন। বড় বাটির মধ্যে ছোট বাটিটা রেখে তার উপরে ঘি দিয়ে চাপা দিন। রান্না করা মাংসের টুকরোর সঙ্গে কাঠকয়লার বাটি এ ভাবে অন্তত আধ ঘণ্টা রাখুন। কাসুন্দি আর মেয়োনিজের মিশ্রণের সঙ্গে পরিবেশন করুন মুর্শিদাবাদি চিকেন স্যাসলিক।

মিষ্টিপ্রিয় বাঙালির জন্য রইল নতুন একটি রেসিপি ওটস

মিষ্টিপ্রিয় বাঙালির শেষপাতে মিষ্টি না হলে খাওয়াটা সম্পূর্ণ হয় না। সে যে কোনও রকমের মিষ্টি হতে পারে। এখন অনেক জায়গাতেই শেষ পাতে ফিরনি পরিবেশন করা হয়। সাধারণত চালের গুঁড়ো দিয়েই ফিরনি তৈরি হয়। তবে জেনে নিন ওটস দিয়ে ফিরনির রেসিপি। দীর্ঘ সময়ের জন্য ওটস পেট ভর্তি রাখে। এতে ক্যালোরির মাত্রাও অত্যন্ত কম। ওজন কমাতে, কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করতে এবং দীর্ঘস্থায়ী রোগের ঝুঁকি কমাতে ওটসের কোনও তুলনা নেই। এতে প্রচুর পরিমাণে ফাইবার আছে, ফলে কোষ্ঠকাঠিন্যের সমস্যা কমে। তাহলে জেনে নিন সহজেই কিভাবে বানাবেন এই ওটস ফিরনি।

উপকরণ-
আধ কাপ ওটস
স্বাদ অনুযায়ী চিনি
৩ কাপ দুধ
কয়েকটা আমন্ড
কয়েকটা পেস্তা বাদাম
এলাচ গুঁড়ো এক চিমটে
কয়েকটা কেশর

পদ্ধতি-
প্রথমে একটি প্যানে দুধ গরম হতে দিন। মিক্সিতে ওট মিহি করে গুঁড়িয়ে নিন। আমন্ড এবং পেস্তার খোসা ছাড়িয়ে কুচি করে রাখবেন। দুধ ফুটতে শুরু করলে ওটস গুঁড়ো এবং চিনি দিয়ে নাড়তে থাকুন। একেবারে ঘন হয়ে এলে তাতে কেশর, এলাচ গুঁড়ো দিয়ে মিশিয়ে দিন ভাল করে। দেখবেন ফিরনির রঙ পরিবর্তন হয়ে এসেছে। গ্যাস বন্ধ করে দিন। এর র এতে আমন্ড ও পেস্তা কুচি মিশিয়ে দিন। ঠান্ডা হয়ে এলে ছোটো ছোটো মাটির পাত্রে ভরে নিন। ওপরে আমন্ড ও পেস্তা কুচি ছড়িয়ে দেবেন। ঘণ্টাখানেক ফ্রিজে রেখে, তারপর পরিবেশন করুন ওটস ফিরনি।

তিন উপসর্গ দেখেই বুঝতে পারবেন থাইরয়েডের সমস্যা বেড়েছে কি না

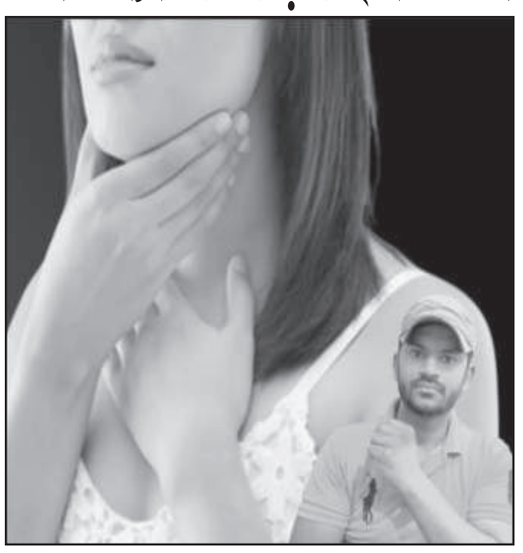

থাইরয়েডের সমস্যায় ভুগছেন অনেকেই। থাইরয়েডের সমস্যা মহিলাদের মধ্যে বেশি দেখা গেলেও, ইদানীং বহু পুরুষও নানা কারণে এমন সমস্যায় আক্রান্ত হচ্ছেন। সাধারণত বয়স বাড়লে এই ধরনের ক্রনিক সমস্যা দেখা দেয়। থাইরয়েড গ্রন্থি যেই থাইরক্সিন হরমোনের সৃষ্টি করে, তার মাত্রা প্রয়োজনের থেকে বেশি বা কম হওয়াতেই এই সমস্যাগুলি দেখা দেয়। থাইরক্সিন হরমোন মূলত বিপাকের ক্ষেত্রে এবং শরীরের বিভিন্ন অংশের গঠনের জন্য গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু এই হরমোনের মাত্রা শরীরে অত্যধিক বেশি বা কম হয়ে গেলে তা শারীরিক সমস্যা সৃষ্টি করে। থাইরয়েড নিয়ন্ত্রণে রাখা খুব জরুরি। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা দেখা দিলে কয়েকটি উপসর্গ ফুটে ওঠে পায়ের পাতায়। সতর্ক হোন সেই সব দেখেই। পায়ে চুলকানি: হাইপোথাইরয়েডিজমের (থাইরক্সিন হরমোনের ক্ষরণ কমে যাওয়া) একটি সাধারণ উপসর্গ হল পায়ে অস্বস্তি হওয়া। ধীরে এটি শুধুমাত্র পা নয়, মাথার ত্বক, হাত সহ শরীরের বিভিন্ন অংশে ছড়িয়ে পড়ে। থাইরয়েড হলে মূলত শরীর ভিতর থেকে শুকিয়ে যায়। ত্বক অত্যধিক রুক্ষ হয়ে পড়ে বলে ত্বকে অস্বস্তি শুরু হয়। কোনও কারণ ছাড়াই এই অস্বস্তি হলে অবশ্যই চিকিৎসকের পরামর্শ নিন। শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। পায়ের পাতায় ব্যথা: থাইরয়েডের সবচেয়ে সাধারণ লক্ষণগুলির মধ্যে একটি হল পায়ের পাতায় ব্যথা। থাইরয়েড যে গ্রন্থি হরমোন তৈরি করে, তা শরীরের বিপাকক্রিয়া নিয়ন্ত্রণ করে। কিন্তু যখন সেই হরমোন ঠিক করে কাজ করে না, তখন পায়ের পেশিতে ব্যথা শুরু হয়। পায়ে যদি মাঝেমাঝেই ব্যথা হয়ে থাকে, সে ক্ষেত্রে থাইরয়েডের মাত্রা পরীক্ষা করিয়ে নেওয়া জরুরি। শুষ্ক পায়ের তলা: শরীরে থাইরয়েডের সমস্যা বাসা বাঁধলে পায়ের তলা অত্যধিক শুষ্ক হয়ে যেতে পারে। থাইরয়েড গ্রন্থি থেকে তৈরি হওয়া হরমোন যদি ঠিক করে কাজ না করে, তখনই এমন সমস্যা প্রকাশ্যে আসতে শুরু করে। থাইরয়েড গ্রন্থি নিষ্ক্রিয় হয়ে পড়ে বলে, শরীরে তেল এবং ঘামের উৎপাদনও বন্ধ হয়ে যায়। ফলে ত্বক রুক্ষ এবং শুষ্ক হয়ে পড়ে। গোড়ালি ফাটার সমস্য বেড়ে যায়।

বাঙালির রোজকার খাবারে ডাল থাকাটা "মাস্ট"

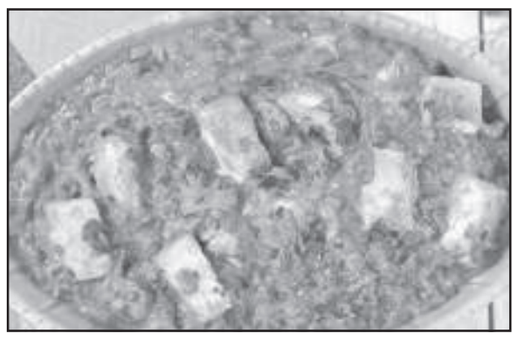

বাঙালির রোজকার খাবারে ডাল থাকাটা "মাস্ট"। কেউ কেউ খাবারের শুরুর পাতে ডাল খান, কেউ আবার শেষপাতে। তবে রোজের পাতলা ডাল-ভাতের বদলে যদি পাতে পড়ে ডালের অন্য কোনও পদ, তা হলে কেমন হয়? বানিয়ে ফেলুন মুগ-পনির, এই রেসিপি কেবল ভাতের সঙ্গেই নয় রুটি কিংবা পরোটার সঙ্গেও জমবে ভালই। রইল রেসিপি। উপকরণ:
১৫০ গ্রাম মুগ ডাল, ১৫০ গ্রাম পনির, ১ কাপ গাজর-বিন- ক্যাপসিকাম (ডুমো করে কাটা), ১ চা চামচ আদা বাটা
৩ টবিল চামচ নারকেল কুচি, ১ চা চামচ জিরে গুঁড়ো, ১ চা চামচ ধনে গুঁড়ো, ১ চা চামচ হলুদ গুঁড়ো ২-৩টি কাঁচা লঙ্কা, ২টি শুকনো লঙ্কা, আদ চা চামচ জিরে, ১ চা চামচ ঘি, ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো, পরিমাণ মতো তেল নুন, চিনি স্বাদমতো ১চা চামচ ঘি ১ চা চামচ গরম মশলা গুঁড়ো
প্রণালী: কড়াইয়ে শুকনো মুগ ডাল হালকা করে ভেজে নিন। তার পর জলের মধ্যে নুন ও একটি তেজপাতা দিয়ে ডাল সেদ্ধ করে নিন। ডাল যেন খুব বেশি গলে না যায়। এ বার পনির ভেজে তুলে রাখুন। ওই তেলেই জিরে ও শুকনো লঙ্কা ফোড়ন দিয়ে সব সব্জি, কাঁচা লঙ্কা ও নারকেল কুচি দিন। মশলা একটু ভাজা হলে আদা বাটা দিয়ে খানিক ক্ষণ কষিয়ে নিন। এ বার নুন, চিনি দিয়ে সেদ্ধ করে রাখা ডাল ডিয়ে দিন কড়াইয়ে। ডাল একটু ফুটে উঠলে পনিরের টুকরোগুলি দিয়ে দিন। মিনিট পাঁচেক ঢেকে রেখে ডাল ঘন করে নিন। শেষে ঘি, গরম মশলা ছড়িয়ে পরিবেশন করুন গরম ভাতের সঙ্গে।

ধর্মনগর হাসপাতালে প্রসূতির রহস্যজনক মৃত্যু, উত্তাল জনতা, ঘটনায় কংগ্রেসের ধর্ণা

ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট: উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর জেলা হাসপাতালে এক প্রসূতির মৃত্যুকে কেন্দ্র করে চরম উত্তেজনা ছড়িয়েছে। মৃতার নাম হাসিনা বেগম (২২)। বাবার বাড়ি ডুপিরবন্ধ গ্রামে, বিবাহ হয়েছিল পূর্ব তিলথৈ এলাকার পালগেঁয়ে।

দুই দিন আগে অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় হাসিনা ভর্তি হন হাসপাতালে। আজ ভোররাত প্রায় তিনটার সময় সিজারের মাধ্যমে একটি সুস্থ পুত্র সন্তানের জন্ম দেন তিনি। কিন্তু মাত্র দুই ঘণ্টা পর, ভোর পাঁচটার দিকে, তাঁর মৃত্যু হয়।

ঘটনার খবর ছড়িয়ে পড়তেই স্থানীয়রা হাসপাতালে ছুটে আসেন এবং ডাক্তারকে খুঁজতে থাকেন। কিন্তু দীর্ঘ সময় অপেক্ষা করেও তাঁকে পাওয়া যায়নি। ক্ষুব্ধ গ্রামবাসীরা নার্সদের প্রশ্ন করেনসিজারের রোগীকে কেন আইসিইউ বা পোস্ট-অপারেটিভ রুমের বদলে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হলো? নার্সদের দাবি, আইসিইউ-তে সিট না থাকায় তাঁকে জেনারেল ওয়ার্ডে শিফট করা হয়েছে। এতে উত্তেজিত গ্রামবাসীর প্রশ্নযদি সিট না থাকে, তাহলে কেন অন্যত্র রেফার করা হলো না? নার্সরা জানান, এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ডাক্তার নেবেন। আর তাতেই মৃতার পরিবারের লোকজনেরা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

স্থানীয়দের অভিযোগ, হাসিনা ভর্তি হওয়ার সময় তাঁর শারীরিক অবস্থা স্থিতিশীল ছিল, কিন্তু সন্তান জন্মের মাত্র দুই ঘণ্টার মাথায় কীভাবে মৃত্যু হলো, তার কোনও স্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই।

ঘটনার প্রতিবাদে ভোরেই কংগ্রেস সমর্থকেরা হাসপাতালে পৌঁছে স্বাস্থ্যমন্ত্রীর নিকট এই ঘটনার জবাব চাই বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে থাকেন। কেন প্রসূতিকে জেনারেল ওয়ার্ডে রাখা হলো তার ব্যাখ্যা চান কংগ্রেস সমর্থকেরা। পরে কংগ্রেসের পক্ষ থেকে হাসপাতালে ধর্না দেওয়া হয়।

এদিকে খবর পেয়ে ধর্মনগর থানার পুলিশ ঘটনাস্থলে উপস্থিত হয়। পুলিশের উপস্থিতিতে পরিস্থিতি কিছুটা নিয়ন্ত্রনে আসে। এই মর্মান্তিক ঘটনায় পূর্ব তিলথৈ ও ডুপিরবন্ধ গ্রামে নেমে এসেছে শোকের ছায়া। উত্তর জেলার মানুষ এখন অপেক্ষা করছেচিকিৎসক এবং রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী এই মৃত্যুর জন্য কী ব্যাখ্যা দেবেন।

কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে, স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে নিখোঁজ গৃহবধূ

নিজস্ব প্রতিনিধি, বক্সনগর, ১৪ আগস্ট: কন্যা সন্তান জন্ম দেওয়ার কারণে, স্বামী ও শাশুড়ির দ্বারা শারীরিক ও মানসিক অত্যাচারে নিখোঁজ গৃহবধূ। বিগত ৪/৮ ২০২৫ , ইং তারিখ থেকে, কলসিমুড়া রতনদোলার নিবাসী, প্রদীপ নম এর স্ত্রী বাসন্তী বৈদ্য, নিখোঁজ।

উল্লেখ্য, সূর্যমনিনগর ২ নং ওয়ার্ডের বাসিন্দা রঞ্জিত বৈদ্যের কন্যা বাসন্তী বৈদ্যের সহিত সনাতন ধর্মীয় রীতি অনুসারে সামাজিকভাবে প্রদীপ নম শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়। আজ থেকে নয় বছর পূর্বে, তৎকালীন সময়ে আশাবাড়ি নিবাসী নির্মল নমর, পুত্র প্রদীপ নম ঃ সহিত বিয়ে হয় তাদের। বর্তমানে কলশিমুড়া গ্রামে প্রদীপ নম বসবাস করছে। বাসন্তী বৈদ্যের বিয়ের দু বছরের মাথায় ফুটফুটে কন্যা সন্তানের জন্ম হয়, কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার কারণেই সংসারে অশান্তি কলহ শুরু হয় বলে অভিযোগ। তখন থেকেই সংসারে শুরু হয়ে যায় অকথ্য অত্যাচার নিরাতন শারীরিক-মানসিক অত্যাচার।

অভিযোগ প্রদীপ নম: এবং তার মার মাথায় যেন আকাশ ভেঙে পড়েছে বাসন্তীর কোলে কন্যা সন্তান জন্ম হওয়ার কারণে। প্রদীপ নমঃ একজন গাঁজা ব্যবসায়ী, দুই নম্বরি পাচারকারী এবং সমাজের দুষ্ট প্রকৃতির লোক হিসেবে গোটা কলসিমুড়া, বক্সনগর তার নাম ছড়িয়ে রয়েছে। সে তার ব্যবসার উদ্দেশ্যে বাড়ি থেকে সাতদিন আটদিন অন্যত্র চলে যায়, কিন্তু সংসারের খরচাপাতি দেবার এবং ছোট শিশু কন্যা সন্তানের দায়িত্ব কর্তব্য বলতে কিছুই খবর রাখে না বলে অভিযোগ। খাবার দাবার টিফিন এমনকি সংসারের খরচ কিছুই দেয় না। অথচ ব্যবসা-বাণিজ্য ছেড়ে বাড়িতে এসেই বাসন্তী বৈদ্যের সাথে ঝগড়াঝাটি মারপিঠ করত বলে প্রতিবেশী সূত্রে জানা যায়।

এরকম অত্যাচার নিপীড়, নির্যাতন অসহ্য জ্বালা যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে পূর্বে আরো দুই দুইবার বাবার বাড়িতে চলে যায়। সরকারি আইনি প্রশাসনের সহযোগিতা এবং গ্রাম পঞ্চায়েতের সালিশি সভার মাধ্যমে আরো দুইবার প্রদীপ নমঃ হাতে তুলে দেওয়া হয় নতুনভাবে সংসার করার জন্য বাসন্তী বৈদ্যকে। মা ও ছেলে মিলে আমার মেয়ে বাসন্তী বৈদ্য কে প্রাণনাশের হুমকি দিয়েছে। কিন্তু পাষণ্ড প্রদীপ নম ঃ,অসুর এবং পশুর মত উগ্র ব্যবহার অত্যাচারে নির্যাতন শারীরিক-মানসিক দিন থেকে দিন বৃদ্ধি পেয়েছে। ঘটনার আড়ালে অনেক কিছু ঘটতে পারে বলে এলাকাবাসী সূত্রে জানা যায়। তাই আজ ৯ দিন অতিক্রান্ত হলেও এখনো গৃহবধূর খোঁজ পাওয়া যাচ্ছেনা।

পাঁচ বছরের নিষ্পাপ ফুটফুটে শিশু ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত, সরকারের নিকট সাহায্যের আর্জি

নিজস্ব প্রতিনিধি, তেলিয়ামুড়া, ১৪ আগস্ট:নিয়তির নিষ্ঠুর পরিহাসে পাঁচ বছরের নিষ্পাপ ফুটফুটে শিশু কৃষ দাস ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত। পয়সার অভাবে চিকিৎসা করতে ব্যার্থ হয়ে সাহায্যের আর্তি নিয়ে হন্যে হয়ে ঘুরছে শিশুটির দরিদ্র পিতা মাতা।কোথাও যদি কোনো হৃদয়বান মানুষের একটু দয়া হয় শিশুটিকে সুস্থ্য করে তুলতে।সেই আশাতেই বুক বেঁধে একটু আশার আলো খুঁজে পেতে পথ চেয়ে বসে আছে শিশুটির দরিদ্র পিতা মাতা।

খবরে জানা গেছে, তেলিয়ামুড়া মহকুমার কৃষ্ণপুর বিধানসভা কেন্দ্রের অন্তর্গত চাকমাঘাট লোকনাথ মন্দির সংলগ্ন এলাকার বাসিন্দা বিশ্বজিৎ দাস পেশায় একজন জেলে।খোয়াই নদীতে মাছ ধরে সেই মাছ বিক্রি করে যা উপার্জন হয় সেই আয়েই কায়ক্লেশে কোনমতে পরিবারের চার সদস্যের ভরণ পোষণ চালিয়ে যাচ্ছে।বিশ্বজিৎ দাসের পরিবারে রয়েছে নিজ স্ত্রী, আড়াই বছরের এক কন্যা সন্তান এবং পাঁচ বছরের শিশু পুত্র কৃষ দাস। একদিকে বিশ্বজিৎ দাস যেমন ১০০ শতাংশ মূখ বধির প্রতিবন্ধী তেমনি আবার উনার স্ত্রী বাসন্তী সাহাও (দাস)৭৫ শতাংশ মানুষিক প্রতিবন্ধী। এহেন দরিদ্র জেলে পরিবারের স্বামী স্ত্রী দুইজনেই প্রতিবন্ধী থাকাতে দারিদ্র্যতা যেনো কিছুতেই তাদের পিছু ছাড়ছেনা। এরই মধ্যে বিধাতার নিষ্ঠুর পরিহাসে তাদের নিষ্পাপ শিশু পুত্র কৃষ দাসের ব্লাড ক্যান্সার ধরা পড়লে সেই প্রতিবন্ধী দম্পতির জীবনে যেনো আকাশ ভেঙে পড়ে।

এমনিতে সংসার প্রতিপালন করাই তাদের দ্বায় হয়ে উঠেছে, তার উপর বর্তমানে ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশু পুত্রের চিকিৎসা করাবে কিভাবে সেই চিন্তায় আহার নিদ্রা ছেড়ে দিয়ে অনেকটা উন্মাদের মতো এদিক ওদিক ছুটে বেড়াচ্ছে। কিন্তূ এই ব্যয়বহুল চিকিৎসার খরচ জোগাতে এখনো পর্যন্ত বর্তমান সমাজের তথাকথিত কোনো সমাজসেবক বা স্বহৃদয়বান ব্যক্তি সাহায্যের হাত বাড়িয়ে দিতে এগিয়ে আসেন নি বলে সংবাদে জানা যায়। সরকারি সাহায্যের কাতর আর্জি নিয়ে স্থানীয় প্রশাসনের দোয়ারের বেশ কয়েকবার গেলেও তেমন কোন সাড়া দেয় নি স্থানীয় প্রশাসনের কর্মকর্তারা বলে জানায় ব্লাড ক্যান্সারে আক্রান্ত শিশু পুত্রের পিতা বিশ্বজিৎ দাস। এমতাবস্থায় পুত্রকে বাঁচাতে মুখ্যমন্ত্রীর সাহায্যের দৃষ্টি আকর্ষণ করার পাশাপাশি রাজ্যের মানুষের কাছে মানবিক আবেদন জানাচ্ছেন ওই প্রতিবন্ধী দম্পতি।

বিহারে ৬৫ লক্ষ

● প্রথম পাতার পর

লক্ষ এবং একাধিক স্থানে ইতিমধ্যেই নথিভুক্ত হিসাবে তালিকাভুক্ত ৭.০১ লক্ষ।

রাষ্ট্রীয় জনতা দল, কংগ্রেস, এবং এনজিও অ্যাসোসিয়েশন ফর ডেমোক্রেটিক রিফর্মস এই সংশোধন প্রক্রিয়ার বিরোধিতা করে আদালতের দ্বারস্থ হয়। ১৩ আগস্ট আদালত জানায়, ভোটার তালিকা কখনও 'স্থির' থাকতে পারে না, সময়মতো তা সংশোধন হওয়া স্বাভাবিক। এছাড়া ৭টি থেকে ১১টি পরিচয়পত্র গ্রহণযোগ্য করাকে আদালত 'ভোটার-বান্ধব পদক্ষেপ' বলেই ব্যাখ্যা করেছে, যা কোনোভাবেই 'বর্জনমূলক' নয়।

সুপ্রিম কোর্ট নির্বাচন কমিশনকে আগামী ২২ আগস্ট-এর মধ্যে এ সংক্রান্ত রিপোর্ট জমা দিতে বলেছে। পরবর্তী শুনানি স্থগিত রাখা হয়েছে। এই সিদ্ধান্তের ফলে বিহারের লক্ষাধিক ভোটার যাদের নাম তালিকা থেকে বাদ পড়েছে, তারা এখন সরাসরি আবেদন জানিয়ে পুনর্বিবেচনার সুযোগ পাবেন।

জিবি হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত সাংবাদিক

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ত্রিপুরার প্রধান রেফারেল হাসপাতাল জিবি হাসপাতালে সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে আক্রান্ত হলেন সাংবাদিক ভূপাল চক্রবর্তী। ঘটনাটি ঘটেছে হাসপাতালের অভ্যন্তরে অবস্থিত রোগী কল্যাণ সমিতির ওষুধের দোকানে। সরকারি জমিতে স্থাপিত এই ঔষধের দোকানটি মূলত রোগীরা যাতে বাজারদরের তুলনায় কম দামে ওষুধ পান, সেই উদ্দেশ্যে খোলা হয়েছিল।

অভিযোগ, বৃহস্পতিবার এক ক্রেতা ওই দোকান থেকে ওষুধ কিনতে গেলে দোকানের ভেতরে উপস্থিত কর্মীদের কাছ থেকে তিনি দুর্ব্যবহারের শিকার হন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত থাকায় বিষয়টি কভার করতে যান সাংবাদিক ভূপাল চক্রবর্তী। তখনই কাউন্টারের ভিতরে থাকা এক ব্যক্তি, সাংবাদিকের হাতে থাকা মোবাইল ফোন ছিনিয়ে নেন। পরে নাম জিজ্ঞেস করা হলেও তিনি নিজের পরিচয় দিতে অস্বীকার করেন। ঘটনাস্থলে উপস্থিত সাধারণ ক্রেতারা পুরো ঘটনার সাক্ষী থেকেছেন এবং সাংবাদিকের সঙ্গে হওয়া দুর্ব্যবহারের বর্ণনাও দিয়েছেন। পরে ওই ব্যক্তির বিরুদ্ধে আগরতলার এনসিসি থানায় মামলা করেন ভূপাল চক্রবর্তী। পরে পুলিশ সেখানে গেলে জানা যায় যে অভিযুক্তের নাম তাপস পাল।

ঘটনার পর সেখানে যান জিবি হাসপাতালের ডেপুটি মেডিকেল সুপার ডা. কনক চৌধুরী, আগরতলা প্রেসক্লাবের সভাপতি প্রণব সরকার এবং জিবি আউটপোস্টের পুলিশ। ডা. কনক চৌধুরী সাংবাদিকদের জানিয়েছেন, বিষয়টি গুরুত্ব সহকারে দেখা হচ্ছে এবং পুলিশ আইনি ব্যবস্থা নেবে। এই ঘটনায় সাংবাদিক মহলে তীব্র ক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। হাসপাতালের মতো সংবেদনশীল জায়গায় সংবাদ সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকের উপর হামলা ও মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনা সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিয়ে নতুন প্রশ্ন তুলেছে।

জিবি হাসপাতালের রোগী কল্যাণ সমিতি পরিচালিত ফার্মেসিতে পেশাগত দায়িত্ব পালন করতে গিয়ে আগরতলা প্রেস ক্লাবের সদস্য সাংবাদিক ভূপাল চক্রবর্তী লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। অভিযুক্ত ফার্মেসি কর্মীর বিরুদ্ধে কঠোর আইনী ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য ক্লাবের তরফ থেকে দাবি জানানো হয়েছে। অবিলম্বে অভিযুক্তকে গ্রেপ্তার করার জন্য প্রশাসনের কাছে দাবি জানিয়েছে আগরতলা প্রেস ক্লাব। ত্রিপুরা ওয়ার্কিং জার্নালিস্টস অ্যাসোসিয়েশনও ঘটনার তীব্র নিন্দা জানিয়েছে। অভিযুক্তদের গ্রেপ্তার ও কঠোর শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ এবং সাংবাদিকদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছে সংগঠন।

ধর্মনগরে পলিটেকনিক কলেজকে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করার দাবিতে স্মারকলিপি

ধর্মনগর, ১৪ আগস্ট : উত্তর ত্রিপুরার ধর্মনগর বাগবাসা পলিটেকনিক কলেজ (এনটিডিপি)কে ডিগ্রি কলেজে উন্নীত করার দাবিতে আজ দুপুর ১টার দিকে ত্রিপুরা সরকারের উচ্চ ও কারিগরি শিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মণের নিকট স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন টিটিএএডিসি-র এক্সিকিউটিভ মেম্বার বাবা রঞ্জন রিয়াং (এগ্রিকালচার/হর্টিকালচার ও এলআরএস), নোয়াগাং সাব-জোন ডেভলপমেন্ট কমিটির চেয়ারম্যান মুকাম লাল হলাম, বিশিষ্ট সমাজসেবী মেইতুং রাম হালামসহ অন্যান্য নেতৃত্ববৃন্দ।

স্মারকলিপিতে উল্লেখ করা হয়, বর্তমানে উত্তর ত্রিপুরার শিক্ষার্থীদের বি.টেক, বি.ভোক বা অন্যান্য কারিগরি ডিগ্রি অর্জনের জন্য আগরতলা, আসাম কিংবা অন্যান্য রাজ্যে যেতে হয়, যা গ্রামীণ ও আর্থিকভাবে দুর্বল পরিবারের শিক্ষার্থীদের জন্য বড় প্রতিবন্ধক। এনটিডিপির বিদ্যমান পরিকাঠামো কাজে লাগিয়ে ডিগ্রি শাখা চালু করা গেলে রাজ্যের বাইরে মেধা পাচার রোধ হবে এবং স্থানীয় যুবসমাজ আধুনিক প্রযুক্তি শিক্ষায় দক্ষ হয়ে ত্রিপুরার উন্নয়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখতে পারবে।

দাবিতে আরও বলা হয়েছে, সিভিল, ইলেকট্রিক্যাল, কম্পিউটার সায়েন্স ও রোবোটিক্সসহ অন্তত ২-৩টি ডিগ্রি প্রোগ্রাম প্রাথমিকভাবে চালু করা হোক। এই পদক্ষেপ ২০৪৭ সালের উন্নয়ন লক্ষ্যের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে উপজাতি ও গ্রামীণ যুবকদের ক্ষমতায়নে সহায়ক হবে।

স্মারকলিপির অনুলিপি উচ্চশিক্ষা সচিব, স্থানীয় এমপি-এমএলএ, জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এবং টিপ্রা মোথা নেতৃত্বসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে প্রদান করা হয়েছে।

আলাস্কায় ট্রাম্প-পুতিন

● প্রথম পাতার পর

ভারতের পররাষ্ট্র মন্ত্রক ট্রাম্পের শুল্ক দ্বিগুণ করার সিদ্ধান্তকে 'অন্যায্য, অযৌক্তিক ও অগ্রহণযোগ্য' বলে অভিহিত করেছে।

মন্ত্রকের বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ভারতের আমদানি বাজারনির্ভর এবং ১.৪ বিলিয়ন মানুষের জ্বালানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করাই এর মূল উদ্দেশ্য। এছাড়া ভারত তার পূর্ববর্তী বিবৃতিতে উল্লেখ করেছে, যারা ভারতের সমালোচনা করছে, তারা নিজেরাও রাশিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিক লেনদেন চালিয়ে যাচ্ছে।

গৃহ শিক্ষিকার স্বামী

● প্রথম পাতার পর

(৪৪) নাবালিকা মেয়েটিকে প্রায়ই ধর্ষণ করতেন, বলে অভিযোগ। ২০২৩ সালের পাঁচ জুলাই মেয়েটি শিক্ষিকার বাড়িতে যাবার পর আর সেই শিক্ষিকার বাড়িতে যেতে রাজি হতো না। পরবর্তী সময়ে মেয়েটির পরিবারের লোকেরা জানতে পারে মেয়েটিকে প্রায়ই জোরপূর্বক ধর্ষণ করা হতো। পরবর্তী সময়ে মেয়েটির বাবা ৮ জুলাই কুমারঘাট থানায় হরকুমার দেবনাথের বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেন।

ওই মামলার তদন্তকারী অফিসার মহিলা ইন্সপেক্টর মন্দিরা দেবনাথ ৩১ জুলাই ২০২৩ মামলার চার্জশিট জমা করেন। এই মামলায় মোট বারো জন সরকার পক্ষে সাক্ষী দেন। আজ স্পেশাল জজ অমরেন্দ্র কুমার সিং আসামি হরকুমার দেবনাথকে চূড়ান্ত রায়ে ২০ বছরের জেল ১১ হাজার টাকা জরিমানা ও অনাদায়ে চার মাসের জেল প্রদান করেন। সরকার পক্ষে মামলা পরিচালনা করেন স্পেশাল পি পি সুনির্মল দেব।

বেহাল রাস্তার দশা, জনজীবন বিপন্ন কদমতলার গ্রামীণ এলাকায়

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: দীর্ঘদিনের বেহাল রাস্তায় সমস্যায় রয়েছেন কদমতলা ব্লকের গ্রামীণ এলাকার জনগণ। শহরাঞ্চলের রাস্তাঘাটে কিছুটা উন্নয়ন হলেও প্রত্যন্ত গ্রামীণ এলাকায় এখনও বহু সড়কের চিত্র করুণ। যানবাহন নিয়ে চলা তো দূরের কথা, পায়ে হেঁটে চলাও হয়ে উঠছে দুঃসাধ্য। এমনই এক দৃশ্য দেখা গেল উত্তর ত্রিপুরা জেলার কদমতলা ব্লকের কালাগাঙ্গের পার গ্রাম পঞ্চায়েতের ৭ ও ১ নং ওয়ার্ডের মধ্যবর্তী মূল রাস্তায়। স্থানীয়দের অভিযোগ, প্রায় ৭-৮ বছর ধরে রাস্তাটির কোনও সংস্কার হয়নি। ফলে প্রতিদিন চরম দুর্ভোগের শিকার হচ্ছেন বাসিন্দারা। এক গ্রামবাসী মহিলা জানান, বিজেপি সরকার ক্ষমতায় আসার পর তাঁর বাড়ির পাশের রাস্তার উঁচু অংশে গার্ডওয়াল দেওয়ার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হলেও তা আজও বাস্তবায়িত হয়নি। উচ্চতার কারণে তাঁর ঘর অনেকটা নিচে থাকায় প্রায়ই দুর্ঘটনা ঘটে। কয়েকদিন আগে এক দুর্ঘটনায় গাড়িটি ভাগ্যক্রমে ঘরে না পড়লেও প্রাণহানির আশঙ্কা ছিল। এক স্কুলছাত্রী জানায়, বর্ষাকালে রাস্তাটি পায়ে হেঁটে চলার অযোগ্য হয়ে পড়ে। তাঁদের পরিবার ও স্থানীয়রা নিজ উদ্যোগে মাটি ও কংক্রিট ফেলে চলাচলের উপযোগী করার চেষ্টা করলেও সমস্যার সমাধান হয়নি। বড় গাড়ি তো দূরের কথা, ছোট অটো রিকশা ও মালবাহী যানও চলতে পারে না এই রাস্তায়। অসুস্থ রোগীকে হাসপাতালে নিতে গ্রামবাসীদের বড় ধরনের সমস্যার মুখোমুখি হতে হয়। এক মালবাহী গাড়িচালক বলেন, দীর্ঘদিন ধরে স্থানীয় পঞ্চায়েত ও জনপ্রতিনিধিদের কাছে আবেদন জানালেও কোনও কর্ণপাত করা হয়নি। এমনকি বৃষ্টির অনুপস্থিতিতেও তাঁর গাড়ি কাদায় আটকে পড়েছে। গ্রামবাসীদের দাবি, দ্রুত এই রাস্তার সংস্কার জরুরি। এখন দেখার বিষয়, সংবাদ প্রকাশের পর সংশ্লিষ্ট পঞ্চায়েত কর্তৃপক্ষ কী পদক্ষেপ গ্রহণ করেন, সেদিকেই তাকিয়ে আছেন এলাকার মানুষ।

বিভেদ থেকে দূরে থাকতে

● প্রথম পাতার পর

হবে। আজ, আমরা সোশ্যাল মিডিয়া ও ইন্টারনেটের দৌলতে গোটা বিশ্ব সম্পর্কে জানতে পারি। তবে আমি জানি না আজকের প্রজন্ম ইতিহাস সম্পর্কে কতটা সচেতন রয়েছে। প্রযুক্তির যুগে একে ব্যবহার করে আমরা অনেক অজানা তথ্য জানতে পারি। ইতিহাসের পৃষ্ঠা কখনো মলিন হয় না। আমরা যদি ইতিহাস পড়ি তবে বর্তমান এবং ভবিষ্যত সম্পর্কে অনেক কিছু শেখায়। এই লক্ষ্যে ২০২১ সালে যশস্বী প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশ বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস পালন করার আহ্বান করেছিলেন। মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ সাহা আরো বলেন, আগামীকাল আমরা স্বাধীনতা দিবস উৎসাহ উদ্দীপনার সঙ্গে পালন করবো। কিন্তু এই উল্লাস ও আনন্দের পেছনে আমাদের যে বিষন্ন অবস্থা ছিল, কত মানুষ খুন হয়েছে, কত মা বোন ধর্ষিতা হয়েছে, কত শিশু নিখোঁজ হয়েছে, এবং কত মানুষকে নিজ বাড়িঘর ছেড়ে এক জায়গা থেকে আরেক জায়গায় চলে যেতে হয়েছে - সেসব ঘটনাবলীকে আজ স্মরণ করার দিন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, দেশ কীভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল সে সম্পর্কে আমাদের অবশ্যই জানতে হবে। আমাদের অবশ্যই সমস্ত কিছু মনে রাখতে হবে, যাতে ইতিহাস এর পুনরাবৃত্তি না করে। তাই বিভাজন বিভীষিকা স্মৃতি দিবস খুব গুরুত্বপূর্ণ। যে কারণে প্রতি বছর ১৪ আগস্ট আমরা এই দিন পালন করি। প্রতি বছর যদি আমরা বিভিন্ন জায়গায় এই কার্য্যক্রম পালন করতে পারি, তবে মানুষ দেশ বিভাজনের বিভীষিকা সম্পর্কে আরও জানতে পারবে। আর এখনো কিছু মানুষ বিভাজনের প্রয়াস চালিয়ে যাচ্ছে। আমাদের অবশ্য দেশ বিভাজন থেকে শিক্ষা নিতে হবে, যাতে এধরণের ঘটনা আর কখনো না হয়।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ১৮৮১ সালে শুরু হওয়া দাঙ্গা বিভিন্ন জায়গায় ছড়িয়েছিল এবং এটা হিন্দু ও মুসলিমদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করেছিল। আর ব্রিটিশরা তাদের বিভাজন নীতির অধীনে এই জঘন্য কাজ করেছিল। এই ধরনের দাঙ্গা কিন্তু ধর্মীয় উদ্দেশ্যে নয়। বরং রাজনৈতিক লাভালাভের জন্য এবং যত তাড়াতাড়ি সম্ভব প্রধানমন্ত্রী হওয়ার লক্ষ্যে এটা ঘটানো হয়। কাশ্মীরে, হিন্দু পণ্ডিতরা সন্ত্রাসবাদিদের দ্বারা বিভিন্ন সমস্যার মুখে পড়েছিলেন। ড. শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জির আদর্শ ও চিন্তাভাবনার কারণে হিন্দু বাঙালিরা একটা জায়গা পেয়েছেন। অনেক মানুষ তাদের সহায় সম্বল ছেড়ে পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তান থেকে এখানে এসেছেন এবং ভারত থেকেও অনেক মুসলিম সেখানে গিয়েছেন। বিভাজনের কারণে অনেক মানুষ সমস্যায় পড়েছিলেন। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি দেশের অখন্ডতা রক্ষার জন্য নিরলসভাবে কাজ করছেন এবং আমাদের অবশ্যই ঐক্যবদ্ধ থাকতে হবে। যদি সেটা না হয়, তবে অনেক সমস্যা হবে।

অনুষ্ঠানে বিশিষ্ট অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন খাদ্য ও পরিবহণ মন্ত্রী সুশান্ত চৌধুরী, উচ্চশিক্ষা মন্ত্রী কিশোর বর্মন, এমবিবি বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য্য ড. বিভাস দেব, শিক্ষা দপ্তরের বিশেষ সচিব রাভেল হেমেন্দ্র কুমার, এমবিবি কলেজের অধ্যক্ষ নির্মল ভদ্র সহ অন্যান্য বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ, প্রফেসর, শিক্ষা কর্মী ও গুণীজনেরা।

নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার

● আটের পাতার পর

জেলায় কংগ্রেসের উদ্যোগে বিক্ষোভ প্রদর্শন করা হয়। এরই অঙ্গ হিসেবে রাজধানী আগরতলায় এক মশাল মিছিল শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে। বিজেপির বিরুদ্ধে ভোট চুরির অভিযোগ তুলেছেন কংগ্রেসীরা। নির্বাচন কমিশন এবং বিজেপি সরকারের বিরুদ্ধে ভোট চুরি অভিযোগ তুলে শহরের রাজপথে এ বিক্ষোভ মিছিল সংঘটিত করেছে প্রদেশ কংগ্রেস। এদিনের এই বিক্ষোভ মিছিল থেকে প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা বলেন, বিজেপি সরকার দেশের গণতন্ত্র ধ্বংস করেছে। নির্বাচন কমিশন কে ব্যবহার করে মানুষের ভোটাধিকার কেড়ে নিয়ে ভোটতন্ত্রকে বিনষ্ট করেছে। ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে এই দল। ইতিমধ্যেই বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী তথ্যপ্রমাণ দিয়ে এই ভোট চুরির ঘটনা প্রকাশ্যে এনেছেন। এতে নির্বাচন কমিশনের জঘন্য ভূমিকা প্রকাশ পেয়েছে। এরই প্রতিবাদে দেশব্যাপী এই আন্দোলন সংগঠিত হচ্ছে বলে জানিয়েছেন তিনি। প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আরো জানান, এর প্রতিবাদে ২২ আগস্ট থাকে ২৭ সেপ্টেম্বর পর্যন্ত রাজ্যব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হবে।

বাংলাভাষী অভিবাসী

● আটের পাতার পর

শ্রমিকরা কাজ করছেন, তাঁরা সংশ্লিষ্ট রাজ্যে তাঁদের নাগরিকত্ব যাচাই করতে পারে। কিন্তু এই তদন্ত চলাকালীন সময়েই সমস্যা তৈরি হচ্ছে। আমরা যদি এখনই কোনও আদেশ দিই, তবে সেটির প্রভাব বেআইনি অনুপ্রবেশকারীদের উপরও পড়বে। আইন অনুযায়ী, তাদের বিতাড়ন প্রয়োজন। আদালত আরও বলে, যদি কেউ বেআইনিভাবে সীমান্ত পার হয়ে আসে এবং আপনি তাকে আটক না করেন, তাহলে তো সে গায়েব হয়ে যাবে। তাই এখনই আটক বন্ধের নির্দেশ দেওয়া সম্ভব নয়।

আবেদনকারীর পক্ষে আইনজীবী প্রশান্ত ভূষণ জানান, পশ্চিমবঙ্গ অভিবাসী কল্যাণ বোর্ডের পক্ষ থেকে দায়ের করা এই মামলায় দাবি করা হয়েছে, বাংলা ভাষায় কথা বলেন বা বাংলা ভাষায় পরিচয়পত্র বহন করেন, এমন মানুষদের শুধুমাত্র সেই কারণেই আটক করা হচ্ছে। স্বরাষ্ট্র মন্ত্রকের এক বিজ্ঞপ্তির ভিত্তিতে এই হয়রানি চলছে। অনেক সময় তাদের বিরুদ্ধে জোরপূর্বক তদন্ত, এমনকি নির্যাতনের অভিযোগও এসেছে। তিনি আদালতের কাছে অনুরোধ জানান, অন্তত একটি অন্তর্বর্তী আদেশ দিয়ে আটক বন্ধ রাখার নির্দেশ দিক আদালত। ভূষণ বলেন, তদন্তে আমার কোনও আপত্তি নেই, কিন্তু আটক যেন না করা হয়।

আদালতের পর্যবেক্ষণ সুপ্রিম কোর্ট জানিয়েছে, এই বিষয়ে এমন একটি পদ্ধতি তৈরি করা দরকার, যাতে প্রকৃত ভারতীয় নাগরিকদের হয়রানি না হয়। আদালত কেন্দ্র এবং নয়টি রাজ্য ওড়িশা, রাজস্থান, মহারাষ্ট্র, দিল্লি, বিহার, উত্তরপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, হরিয়ানা ও পশ্চিমবঙ্গএর কাছে এ বিষয়ে প্রতিক্রিয়া চেয়েছে। পরবর্তী শুনানির জন্য মামলাটি তালিকাভুক্ত করা হবে।

এই ইস্যুতে পশ্চিমবঙ্গ সরকার ইতিমধ্যেই কেন্দ্রকে আক্রমণ করেছে। তাদের দাবি, বিজেপি নেতৃত্বাধীন কেন্দ্র সরকার ইচ্ছাকৃতভাবে বাংলাভাষী মানুষদের লক্ষ্য করছে। এদিকে, কলকাতা পুলিশ রাজ্যের বাইরে থাকা অভিবাসী শ্রমিকদের জন্য বিশেষ হেল্পলাইন নম্বর চালু করেছে, যারা এই ধরনের হয়রানি ও পরিচয় যাচাইয়ের মুখোমুখি হচ্ছেন।

উত্তর সোনাইছড়ি শত্রুঘ্ন পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি পালিত

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া,১৪ আগস্ট: বিলোনিয়া মহকুমার উত্তর সোনাইছড়ি শত্রুঘ্ন পাড়া দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের উদ্যোগে দেশের ৭৯ তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বিদ্যালয় প্রাঙ্গনে আজ জাতীয় পতাকা উত্তোলন করে তিরঙ্গা কর্মসূচি পালন করলো। উদ্দেশ্য একটাই জাতীয় পতাকার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করে ছাত্র-ছাত্রীদের কাছে দেশের গৌরব উজ্জ্বল দিনগুলির ইতিহাস তুলে ধরা।

গত বছর এই বিদ্যালয়টি দ্বাদশ শ্রেণী বিদ্যালয়ের অনুমোদন লাভ করে। এই বছর থেকে চালু হয় একাদশ শ্রেণির পঠন পাঠন। তাই প্রথমবারের মতো এই ধরনের কর্মসূচি পালন করলো বিদ্যালয় জানালেন বিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষিকা ঈপ্সিতা দত্ত। আজকের এই তিরঙ্গা অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত, দক্ষিণ জেলার শিক্ষা আধিকারীক দিলীপ কুমার দেববর্মা, ঋষ্যমুখ পঞ্চায়েত সমিতির চেয়ারম্যান শম্ভুনাথ কর, বিশিষ্ট সমাজসেবক নকুল পাল সহ অন্যান্য অতিথিবৃন্দ। বক্তব্য রাখতে গিয়ে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা পরিষদের সভাধিপতি দীপক দত্ত - স্বাধীনতা দিবস ও আন্দোলন এবং তিরঙ্গার তাৎপর্য্য তুলে ধরেন।

আগামী ১৭ সেপ্টেম্বর আগরতলায় আঞ্চলিক স্তরের ডাক আদালত বসবে

আগরতলা: ১৪ আগস্ট : আগরতলায় পোস্টমাস্টার জেনারেল উত্তর-পূর্ব ১ এর কার্য্যালয়ে আগামী ১৭ ই সেপ্টেম্বর আঞ্চলিক স্তরে বিভিন্ন ধরনের ডাক আদালত বসবে। ১৭ ই সেপ্টেম্বর বেলা ১১ টা থেকে শুরু হবে স্টাফ আদালত। বেলা ১২ টা থেকে পেনশন আদালত। দুপুর একটা থেকে জি.ডি.এস আদালত এবং বেলা তিনটা থেকে বসবে ডাক আদালত।

ডাক আদালত ডাক পরিষেবা সম্পর্কিত অভিযোগ গুলি সমাধানের জন্য গ্রহণ করবে। স্টাফ/পেনশন/জিডিএস আদালত শুধুমাত্র বিভাগীয় কর্মীদের ইস্যুগুলি বিচার বিবেচনা করবে।

ডাক আদালত/পেনশন আদালত/ জি.ডি.এস আদালতে লিখিত অভিযোগ পেশ করা যাবে — পোস্টমাস্টার জেনারেল, উত্তর-পূর্ব অঞ্চল, আগরতলা — ৭৯৯০০১ এই ঠিকানায়। লিখিত অভিযোগগুলি সাধারণ ডাক বা স্পিডপোস্টে উল্লেখিত ঠিকানায় পাঠানো যাবে।

লিখিত অভিযোগগুলিতে সম্পূর্ণ ঠিকানা এবং এবং রেজিস্ট্রেশন রসিদ নম্বরসহ সম্পূর্ণ বিবরণ উল্লেখ থাকতে হবে। সঞ্চয় প্রকল্প এবং ডাক জীবন বীমা সম্পর্কিত অভিযোগের ক্ষেত্রে আমানতকারী/ বীমাকারীর অ্যাকাউন্ট নম্বর এবং সম্পূর্ণ ঠিকানা দিতে হবে।

টিইউএনএফ সন্ত্রাসী

● প্রথম পাতার পর

ত্রিপুরার দামচড়ার বাসিন্দা সোইদা নন্দা রিয়াং (৩৪)। তল্লাশিতে তাদের কাছ থেকে বৈদ্যুতিক ডেটোনেটর, নিওজেল বিস্ফোরক, টিইউএনএফ-এর লেটারহেড, হুমকিপূর্ণ নোট, তিনটি মোবাইল ফোন, ফোন নম্বরসহ একটি ডায়েরি এবং অন্যান্য সামগ্রী উদ্ধার হয়েছে।

প্রাথমিক তদন্তে জানা গেছে, রাজ্যে অস্থিরতা সৃষ্টির ষড়যন্ত্র করা হচ্ছিল। বিভিন্ন স্থানে বিস্ফোরন ঘটানোরও চেষ্টা চালানো হচ্ছিল। পুলিশ কর্মীদের হত্যা, পুলিশের গাড়ি ধ্বংস এবং অস্ত্র-শস্ত্র লুটের পরিকল্পনা ছিল তাদের। দুই জঙ্গিকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং আদালতে তোলা হবে।

পুলিশের এই দ্রুত পদক্ষেপে একটি বড় নিরাপত্তা বিপর্যয় এড়ানো সম্ভব হয়েছে। ঘটনার সঙ্গে জড়িত অন্যান্য সহযোগীদের শনাক্ত ও সমগ্র নেটওয়ার্ক ধ্বংসের জন্য তদন্ত অব্যাহত রয়েছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে

● প্রথম পাতার পর

যৌথ উদ্যোগে উদ্ধার তৎপরতা চালানো হচ্ছে। দুর্গম পার্বত্য অঞ্চল এবং ভারী বৃষ্টিপাতের মধ্যে জীবিতদের খোঁজে চলছে অভিযান।

প্রত্যক্ষদর্শীদের শেয়ার করা ভিডিওতে দেখা গেছে, তীর্থযাত্রীদের দ্রুত সরিয়ে নেওয়া হচ্ছে। অপর একটি ক্লিপে দেখা যায়, বিশাল জলের তোড়ে ভেসে যাচ্ছে স্থাপনা, আর উদ্ধারকারীরা নিরাপদ আশ্রয়ে যাওয়ার জন্য চিৎকার করে সতর্ক করছেন সবাইকে।

জম্মু ও কাশ্মীরের মুখ্যমন্ত্রী ওমর আবদুল্লাহ জানান, তিনি কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ-কে পরিস্থিতি সম্পর্কে অবহিত করেছেন। তিনি বলেন, ঘটনাস্থল থেকে নিশ্চিত তথ্য আসতে কিছুটা সময় লাগছে। তবে জম্মু-কাশ্মীরের ভেতর ও বাইরে থেকে সমস্ত সম্ভাব্য উৎস থেকে উদ্ধার তৎপরতায় সহায়তা আনা হচ্ছে। তিনি আরও জানিয়েছেন, তিনি সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও মন্তব্য করবেন না এবং সরকারই প্রয়োজনে তথ্য জানাবে।

প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি ওই মর্মান্তিক ঘটনায় গভীর শোকপ্রকাশ করেছেন। তিনি এক্স-এ লেখেন, জম্মু ও কাশ্মীরের কিস্তওয়ারে মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি ও আকস্মিক বন্যার ফলে যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন, তাঁদের প্রতি আমার সমবেদনা। উদ্ধার ও ত্রাণ কার্য্যক্রম চলছে। পরিস্থিতির উপর নিবিড় নজর রাখা হচ্ছে। সমস্ত ধরনের সাহায্য প্রদান করা হবে।

কেন্দ্রীয় মন্ত্রী জিতেন্দ্র সিং বলেন, চোশিটি গ্রামের এই ঘটনা বড় মাপের প্রাণহানির কারণ হতে পারে। তিনি জানান, স্থানীয় ডেপুটি কমিশনার পঙ্কজ কুমার শর্মা এবং বিধায়ক সুনীল কুমার শর্মা-র কাছ থেকে অবহিত হয়ে তাৎক্ষণিক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে। তিনি বলেন, প্রশাসন সঙ্গে সঙ্গে তৎপর হয়েছে। উদ্ধারকারী দল রওনা হয়েছে। চিকিৎসা ও ত্রাণের ব্যবস্থা দ্রুত করা হচ্ছে।

জম্মু ও কাশ্মীরের লেফটেন্যান্ট গভর্নর মনোজ সিনহা বলেন, চোশিটিতে মেঘভাঙ্গায় বৃষ্টিতে প্রাণহানিতে আমি শোকাহত। মৃতদের পরিবারের প্রতি সমবেদনা ও আহতদের দ্রুত আরোগ্য কামনা করছি। আমি সিভিল প্রশাসন, পুলিশ, সেনাবাহিনী, এনডিআরএফ ও এসডিআরএফ-কে উদ্ধার কার্য্যক্রম আরও জোরদার করতে নির্দেশ দিয়েছি।

পাহাড়ি এলাকায় টানা বৃষ্টির ফলে আরও ধস ও প্লাবনের আশঙ্কা রয়েছে। নিখোঁজদের সন্ধানে ও ক্ষতিগ্রস্তদের নিরাপদে সরিয়ে নিতে দিনরাত কাজ করছে প্রশাসন। এদিকে, ভারতজুড়ে বর্ষায় পাহাড়ি অঞ্চলে প্রবল প্রভাব পড়েছে। উত্তরাখণ্ডের বিভিন্ন এলাকায়ও মেঘভাঙ্গা বৃষ্টি, ভূমিধস ও বন্যায় ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে। চামোলি জেলার নন্দপ্রয়াগে ভূমিধসের ফলে রাস্তা বন্ধ হয়ে গেছে। জেলা ম্যাজিস্ট্রেট সন্দীপ তিওয়ারি জানান, রাস্তা খোলার কাজ চলছে। এছাড়া উত্তরকাশীর হরসিল ও ধরালি গ্রামে ৫ আগস্টের মেঘভাঙ্গা বৃষ্টির পর পুনর্গঠনের কাজ চলছে। হরসিল ব্রিজ নতুন করে নির্মাণ করা হয়েছে যাতে উদ্ধার ও ত্রাণ সামগ্রী সহজে পৌঁছানো যায়।

সীমান্ত বাণিজ্য ফের শুরুতে

● প্রথম পাতার পর

ভারতের জাতীয় নিরাপত্তা উপদেষ্টা অজিত ডোভালের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন।

সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, গালওয়ান উপত্যকায় ২০২০ সালের জুনে সংঘটিত রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষের পর এটাই হতে চলেছে কোনও চীনা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর প্রথম ভারত সফর। ফলে কূটনৈতিক মহলে এই বৈঠককে অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ হিসেবে দেখা হচ্ছে।

এছাড়াও দুই দেশের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা আগামী মাস থেকেই পুনরায় চালু হওয়ার সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে। ভারত সরকার ইতিমধ্যে এয়ার ইন্ডিয়া ও ইন্ডিগো-সহ একাধিক বিমান সংস্থাকে জানিয়েছে, চীনের উদ্দেশ্যে ফ্লাইট চালুর জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। প্রসঙ্গত, কোভিড-১৯ মহামারির সূচনালগ্ন থেকেই ভারত-চীনের মধ্যে সরাসরি বিমান পরিষেবা বন্ধ রয়েছে।

বিশেষজ্ঞদের মতে, সীমান্ত বাণিজ্য পুনরায় শুরু এবং বিশেষ প্রতিনিধি পর্যায়ে বৈঠকের মতো পদক্ষেপগুলি ভারত-চীন সম্পর্কে বরফ গলার ইঙ্গিত দিচ্ছে। তবে দুই দেশের মধ্যে দীর্ঘদিনের সীমান্ত জটিলতা সম্পূর্ণ মিটতে এখনও সময় লাগবে বলে মনে করা হচ্ছে।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে এক মহিলার প্লাসেন্টা প্রিভিয়া নামক গর্ভকালীন জটিল সমস্যার সফল অস্ত্রপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, কৈলাসহর, ১৪ আগস্ট: ঊনকোটি জেলার অধীন বিলাসপুর গ্রামের ৩০ বছর বয়সী এক অন্তঃসত্ত্বা মহিলকে নানা শারীরিক সমস্যার জন্য তার পরিবার-পরিজনেরা গত ১৯ জুন ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের ভর্তি করান। তারপর জেলা হাসপাতালে গত ১০ জুলাই মহিলার আল্ট্রাসোনোগ্রাফি রিপোর্টের ভিত্তিতে চিকিৎসকরা জানতে পারেন যে, তিনি ১৭ সপ্তাহের অন্তঃসত্ত্বা ছিলেন এবং তিনি জটিল "প্লাসেন্টা প্রিভিয়া" নামক সমস্যায় আক্রান্ত। এই সমস্যায় জরায়ুর মুখ সম্পূর্ণরূপে ঢেকে থাকে, যার ফলে রোগিনীর রক্তপাত শুরু হয় এবং তার জীবন ঝুঁকিপূর্ণ হয়ে পড়ে। এই অবস্থায় চিকিৎসকরা প্রথমে রোগিনীকে উন্নত চিকিৎসার জন্য জিবিপি হাসপাতালে যাওয়ার জন্য পরামর্শ দেন।

তবে আর্থিক সীমাবদ্ধতার কারণে মহিলার পরিবার-পরিজনেরা মহিলাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে রেখেই চিকিৎসা চালিয়ে যাওয়ার সিদ্ধান্ত নেন। এই ঝুঁকিপূর্ণ সমস্যা সমাধানে জেলা হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ চিকিৎসকের নেতৃত্বে একটি মেডিকেল টিম গঠন করা হয়। প্রসূতি ও স্ত্রীরোগ বিশেষজ্ঞ ডাঃ সুজিত দাস ও এনেস্থেসিস্ট ডাঃ রূপময় দাসের নেতৃত্বে স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি টিম মহিলার এই ঝুঁকিপূর্ণ অস্ত্রোপচারের সিদ্ধান্ত নেন। গত ১ আগস্ট মহিলার হিস্টেরেক্টমি প্রক্রিয়া সফলভাবে সম্পন্ন করা হয়। চিকিৎসকগণ অতিরিক্ত রক্তপাত রোধ করে অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অস্ত্রোপচার সফলভাবে সম্পন্ন করেন। এই অস্ত্রোপচারে ছিলেন নার্সিং অফিসার স্মৃতি দাস, ওটি অ্যাসিস্ট্যান্ট ছিলেন সুরজিৎ দাসসহ অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীরা। অস্ত্রোপচারের পর ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের স্বাস্থ্যকর্মীরা নিবিড়ভাবে মহিলার সেবা-যত্ন ও পর্যবেক্ষণ করেন। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ও স্বাস্থ্যকর্মীদের নিরলস প্রচেষ্টা ও পরিষেবা প্রদানের ফলেই মহিলা ধীরে ধীরে সুস্থ হয়ে উঠেছেন। এরপর গত ৩ আগস্ট মহিলাকে হাসপাতাল থেকে ছুটি দিয়ে দেওয়া হয়। উন্নত চিকিৎসার জন্য অন্য স্বাস্থ্য প্রতিষ্ঠানে না গিয়েও ঊনকোটি জেলা হাসপাতালেই মহিলা সুস্থ হবার জন্য এবং সফলভাবে অস্ত্রোপচার সম্পন্ন হওয়ার জন্য মহিলার পরিবার-পরিজনেরা চিকিৎসক, নার্স ও অন্যান্য স্বাস্থ্যকর্মীগের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেছেন।

ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে মহিলার পিত্তথলির সফল অস্ত্রোপচার

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: রাজ্য সরকারের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় রাজ্যে স্বাস্থ্য পরিষেবার পরিকাঠামোগত উন্নয়নের মাধ্যমে উন্নত চিকিৎসা পরিষেবা প্রদানের ক্ষেত্রে রাজ্যের প্রধান হাসপাতালগুলোর পাশাপাশি জেলা হাসপাতালগুলোতেও ক্রমাগত নানা ধরনের জটিল অস্ত্রোপচারের মাধ্যমে রোগীকে সুস্থ করে তুলছেন বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ। তেমনি ঊনকোটি জেলার অধীন ফটিকছড়া গ্রামের ৫০ বছর বয়সী এক মহিলা বিগত কয়েকমাস যাবৎ তীব্র পেট ব্যথা, বমি ও অন্যান্য সমস্যায় ভুগছিলেন। উক্ত সমস্যাগুলি নিয়ে মহিলার পরিবার পরিজনেরা গত ৬ আগস্ট মহিলাকে ঊনকোটি জেলা হাসপাতালে ভর্তি করান। জেলা হাসপাতালের চিকিৎসকরা তখন দ্রুত মহিলার প্রয়োজনীয় কিছু প্রাথমিক পরীক্ষা-নিরীক্ষা করান। আর এই প্রাথমিক পরীক্ষার রিপোর্টের ভিত্তিতেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকগণ মহিলার রোগ নির্ণয় করে জানান যে, রোগীনির পিত্তথলিতে একাধিক গুচ্ছাকারে পাথর জমে রয়েছে। একমাত্র অস্ত্রোপচারের মাধ্যমেই সেগুলো বের করা যাবে। তাই মহিলার পরিবার পরিজনরা সিদ্ধান্ত নেন যে, ঊনকোটি জেলা হাসপাতালেই বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের তত্বাবধানে উনার অস্ত্রোপচার করাবেন। এরপর গত ৭ আগস্ট, ২০২৫ ঊনকোটি জেলা হাসপাতালের বিশেষজ্ঞ সার্জন ডাঃ সৌরভ লোধ এবং ডাঃ পল্লব দেববর্মার নেতৃত্বে গঠিত স্বাস্থ্যকর্মীদের একটি টিম মহিলার সফল অস্ত্রোপচার করেন। তাতে অ্যানেস্থেসিওলজিস্ট ছিলেন ডাঃ রূপময় দাস, নার্সিং অফিসার ছিলেন কাবেরী সাহা এবং ওটি টেকনিশিয়ান ছিলেন সুরজিত দাস।

বিজ্ঞাপন সম্পর্কিত সতর্কীকরণ

জাগরণ পত্রিকায় নানা ধরনের বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়ে থাকে। এ সম্পর্কে পাঠকদেরকে অনুরোধ তারা যেন খোঁজখবর নিয়েই বিজ্ঞাপনদাতাদের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। বিজ্ঞাপনদাতাদের কোন দাবি, বক্তব্য সম্পর্কে জাগরণ এর কোন দায়িত্ব নেই।

বিজ্ঞাপন বিভাগ
জাগরণ

জরুরী পরিষেবা

হাসপাতাল : জিবি : ২৩৫-৫৮৮৮ **আইজিএম :** ২৩২-৫৬০৬, **টি এম সি :** ২৩৭ ০৫০৪ **চক্ষুব্যাঙ্ক :** ৯৪৩৬৪৬২৮০০। **অ্যাম্বুলেন্স : একতা সংস্থা :** ৯৭৭৪৯৯৮৯৯৬ **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **শিবনগর মডার্ণ ক্লাব : ও আমরা তরুণ দল :** ২৫১-৯৯০০, **সেন্ট্রাল রোড দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ রিলিভার্স : ৯৮৬২৭৬৭৪২৮ **কর্ণেল চৌমুহনী যুব সংস্থা :** ৯৮৬২৫৭০১১৬/ **সংহতি ক্লাব :** ৮৭৯৪১ ৬ ৮২৮১, **অনীক ক্লাব :** ৯৪৩৬৪৮৭৪৮৩, ৯৪৩৬৪৬৪৬০১, **রামকৃষ্ণ ক্লাব :** ৮৭৯৪১৬৮৮১ **শতদল সংঘ :** ৯৮৬২৯৩৯৭৮০, **প্রগতি সংঘ (পূর্ব আড়ালিয়া) :** ৯৭৭৪১১৬৬২৪, **রেডক্রস সোসাইটি :** ২৩১-৯৬৭৮, **টিআরটিসি :** ২৩২৫৬৮৫, **এগিয়ে চলো সংঘ :** ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **লালবাহাদুর দাতব্য চিকিৎসালয় :** ৯৪৩৬৫০৮৬৩৯, ৯৪৩৬১২১৪৮৮, **মানব ফাউন্ডেশন:** ২৩২৬১০০। **চাইল্ড লাইন :** ১০৯৮ **(টোলফ্রি : ২৪ ঘন্টা)। ব্লাড ব্যাঙ্ক : জিবি :** ২৩৫-৬২৮৮ **(পি বি এক্স), আইজিএম:** ২৩২-৫৭৩৬, **আই এল এস :** ২৪১৫০০০/৮৯৭৪০৫০৩০০ **কসমোপলিটন ক্লাব :** ৯৮৫৬০ ৩৩৭৭৬, **শববাহী যান : নব অঙ্গীকার** ৮৭৯৪৫১৪৩১১, **সেন্ট্রাল রোড যুব সংস্থা :** ৭৬৪২৮৪৪৬৫৬ **বটতলা নাগেরজলা স্ট্যান্ড ডেভেলাপমেন্ট সোসাইটি :** ০৩৮১-২৩৭-১২৩৪, ৮৯৭৪৮৬০৩৩৫, ৯৮৬২৭০২৮২৩, **সমাজ কল্যাণ ক্লাব :** ৯৭৭৪৬৭০২৪২, **সংযোগ সংঘ :** ৯৪৩৬১৬৯৫২১, ৯৮৫৬৮৬৭১২০, **ব্লু লোটাস ক্লাব :** ৯৪৩৬৫৬৮২৫৬, **ত্রিপুরা ট্রাক ওনার্স সিন্ডিকেট :** ২৩৮-৫৮৫২, **ত্রিপুরা ট্রাক অপারেটর্স অ্যাসোসিয়েশন :** ২৩৮-৬৪২৬, **রিলিভার্স :** ৮৮৩৭০৫৯৫৯৮, **কুঞ্জবন স্পোর্টিং ইউনিয়ন :** ৮৯৭৪৫৮১৮১০, **ত্রিপুরা ন্যায্যমূল্যের দোকান পরিচালক সমিতি :** ২৩৮১৭১৮, ৯৪৩৬৪৬৯৬৪৪, **সূর্য তোরণ ক্লাব (দুর্গা চৌমুহনী) :** ৮৭২৯৯১১২৩৬, **আগন্তুক ক্লাব :** ৭০০৫৪৬০০৩৫/ ৯৪৩৬৫৯১৮৯১, **ত্রিপুরা নির্মাণ শ্রমিক ইউনিয়ন :** ৮২৫৬৯৯৭ **ফায়ার সার্ভিস : প্রধান স্টেশন :** ১০১/২৩২-৫৬৩০, **বাধারঘাট :** ১০১/২৩৭-৪৩৩৩, **কুঞ্জবন :** ২৩৫-৩১০১, **মহারাজগঞ্জ বাজার :** ২৩৮ ৩১০১ **পুলিশ : পশ্চিম থানা :** ২৩২-৫৭৬৫, **পূর্ব থানা :** ২৩২-৫৭৭৪, **আমতলী থানা :** ২৩৭-০৩৫৮, **এয়ারপোর্ট থানা :** ২৩৪-২২৫৮, **সিটি কন্ট্রোল :** ২৩২-৫৭৮৪, **বিদ্যুৎ : বনমালীপুর :** ২৩২-৬৬৪০, ২৩০-৬২১৩। **দুর্গা চৌমুহনী :** ২৩২-০৭৩০, **জিবি :** ২৩৫-৬৪৪৮। **বড়দোয়ালী :** ২৩৭০২৩৩, ২৩৭১৪৬৪ **আইজিএম :** ২৩২-৬৪০৫। **বিমানবন্দর এয়ার ইন্ডিয়া :** ২৩৪১৯০২, ২৩৪-২০২০, **এয়ার ইন্ডিয়া টোল ফ্রি নম্বর :** ১৮৬০-২৩৩-১৪০৭, ১৮০০-১৮০-১৪০৭, **ইন্ডিগো :** ২৩৪-১২৬৩, **স্পাইস জেট :** ২৩৪-১৭৭৮, **রেল সার্ভিস : রিজার্ভেশন :** ২৩২-৫৫৩৩ **আন্তর্জাতিক বাস সার্ভিস : টি আর টি সি বিল্ডিং :** ২৩২-৫৬৮৫। **আগরতলা রেলস্টেশন :** ০৩৮১-২৩৭৪৫১৫।

ত্রিপুরা থেকে এবছর ছয়জন পুলিশ পদক পাচ্ছেন

নতুন দিল্লি, ১৪ আগষ্ট।। ২০২৫ সালের স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে বীরত্ব ও সেবার জন্য পুলিশ, অগ্নিনির্বাপক, হোমগার্ড ও সিভিল ডিফেন্স এবং সংশোধনাগারের মোট ১০৯০ জন কর্মীকে পদক প্রদান করা হচ্ছে। ২৩৩ জন কর্মীকে বীরত্বের জন্য পদক (জিএম), ৯৯ জন কর্মীকে বিশিষ্ট সেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক (পিএসএম) এবং ৭৫৮ জন কর্মীকে মেধাবী সেবার জন্য পদক (এমএসএম) প্রদান করা হচ্ছে।

জীবন ও সম্পত্তি রক্ষা, অপরাধ প্রতিরোধ বা অপরাধীদের গ্রেপ্তারে বিরল স্পষ্ট সাহসিকতার জন্য এই পদক (জিএম) প্রদান করা হয়। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের দায়িত্ব ও কর্তব্য এবং ঝুঁকির বিষয়টি মূল্যায়ন করে এই পুরস্কারের জন্য বিবেচনা করা হয়। এবার যে সমস্ত পুলিশ পদক পাচ্ছেন তারমধ্যে ত্রিপুরার ৬ জন রয়েছেন।

২৩৩টি সাহসিকতার পুরষ্কারের বেশিরভাগের মধ্যে, বামপন্থী চরমপন্থা প্রভাবিত অঞ্চলের ৫৪ জন কর্মী, জম্মু ও কাশ্মীর অঞ্চলের ১৫২ জন কর্মী, উত্তর-পূর্বাঞ্চলের ০৩ জন কর্মী এবং অন্যান্য অঞ্চলের ২৪ জন কর্মী এই সম্মানে ভূষিত হচ্ছেন।

বীরত্বের জন্য ২৩৩টি পদকের মধ্যে যথাক্রমে ২২৬ জন পুলিশ কর্মী, ০৬ জন ফায়ার সার্ভিস কর্মী এবং ০১ জন হোমগার্ড এবং সিভিল ডিফেন্স পার্সোনালকে জিএম প্রদান করা হয়েছে।

বিশেষ বিশিষ্ট পরিষেবার জন্য রাষ্ট্রপতি পদক (পিএসএম) পরিষেবায় বিশেষ বিশিষ্ট রেকর্ডের জন্য এবং মেধাবী পরিষেবার জন্য পদক (এমএসএম) প্রদান করা হয় মূল্যবান সেবার জন্য।

৯৯টি রাষ্ট্রপতি পদকের মধ্যে, পুলিশ পরিষেবাকে ৮৯টি, ফায়ার সার্ভিসকে ৫টি, সিভিল ডিফেন্স এবং হোম গার্ড সার্ভিসকে ৩টি এবং সংশোধনমূলক পরিষেবাকে ২টি প্রদান করা হয়েছে। মেধাবী পরিষেবার জন্য ৭৫৮টি পদকের মধ্যে, পুলিশ পরিষেবাকে ৬৩৫টি, ফায়ার সার্ভিসকে ৫১টি, সিভিল ডিফেন্স এবং হোম গার্ড সার্ভিসকে ৪১টি এবং সংশোধনমূলক পরিষেবাকে ৩১টি প্রদান করা হয়েছে।

ত্রিপুরা থেকে এবছর ছয়জন পুলিশ পদক পাচ্ছেন। তারা হলেন, ডেপুটি ইন্সপেক্টর জেনারেল রতিরঞ্জন দেবনাথ, হাবিলদার দিলীপ কুমার সিংহ, সুবেদার পশু রাম দেববর্মা, কনস্টেবল ধ্রুব কাপালি, কনস্টেবল উত্তম দেবনাথ ও কনস্টেবল হেমেন্দ্র চন্দ্র নাথ।

স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে খোয়াইয়ে জেলা পুলিশের উদ্যোগে বাইক র‍্যালি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ৭৯তম স্বাধীনতা দিবসকে কেন্দ্র করে গোটা দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করা হচ্ছে। রাজ্যেও বিভিন্ন কর্মসূচির মাধ্যমে দিনটিকে উদযাপন করছেন রাজ্যবাসীরা।

প্রতিবছরের মতো এবারও খোয়াই জেলা পুলিশের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবস কে কেন্দ্র করে এক বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। বাইক র‍্যালিটি শহরের বিভিন্ন পথ পরিক্রমা করে স্বাধীনতা দিবসের শুভেচ্ছা বিনিময় করেন। এদিনের এ বাইক র‍্যালিতে খোয়াই জেলা পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকেরা অংশগ্রহণ করেছেন। এছাড়াও খোয়াই জেলার এসপি অফিস এবং এসডিপিও অফিসের এই র‍্যালিতে অংশগ্রহণ করেছেন। এদিনের এই কর্মসূচি সম্পর্কে জেলার এসপি জানিয়েছেন, স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষে এদিনের এই বর্ণাঢ্য বাইক রেলিতে খোয়াই জেলা পুলিশের বিভিন্ন আধিকারিকগণ যোগদান করেছেন। প্রায় একশোর উপরে বাইক এই রেলিতে অংশগ্রহণ করেছে। এছাড়াও সাধারণ মানুষ ও এ রেলিতে যোগদান করেছিলেন। এদিকে স্বাধীনতা দিবস কে কেন্দ্র করে খোয়াই জেলার বিভিন্ন এলাকায় নিরাপত্তা জোরদার করা হয়েছে। যেকোনো ধরনের অপ্রীতিকর ঘটনা এড়াতে গোটা জেলায় বিশেষ নজরদারি রাখা হচ্ছে বলেও জানিয়েছেন তিনি।

৭৯ তম স্বাধীনতা উপলক্ষে শহরে বাইক র‍্যালি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ৭৯ তম স্বাধীনতা উপলক্ষে পশ্চিম থানা থেকে একটি বাইক র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক, অতিরিক্ত পুলিশ সুপার ধ্রুব নাথ, সদর এসডিপিও দেবপ্রসাদ রায়, পশ্চিম থানার ওসি রানা চ্যাটার্জি, পশ্চিম মহিলা থানার ওসি সহ অন্যান্য মহিলা ও পুরুষ পুলিশ কর্মীরা।

এদিন সাংবাদিকদের মুখোমুখি হয়ে পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার পুলিশ সুপার নমিত পাঠক বলেন,সারা দেশের সাথে রাজ্যেও যথাযোগ্য মর্যাদায় হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি অভিযান বাস্তবায়নে বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়েছে। ইতিমধ্যে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি বাস্তবায়নে র‍্যালির আয়োজন করা হয়েছে।

এদিন তিনি আরও বলেন, পাশাপাশি আগামী ১৩ আগস্ট থেকে ১৫ আগস্ট পর্যন্ত রাজ্যের প্রতিটি ঘরে জাতীয় পতাকা উত্তোলনের মাধ্যমে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচি উৎযাপন করা হবে। তিনি আরও বলেব, ৭৯ বছর আগে দেশ স্বাধীন হলেও এখনো সমাজে বিভিন্ন সমস্যা রয়েছে। সমাজের সমস্যা নিরসনে পুলিশ যথেষ্ট ভূমিকা পালন করছে।

ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড সহ পাঁচটি দপ্তরের উদ্যোগে শ্রমদান দিবস পালিত

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড সহ পাঁচটি দপ্তরের উদ্যোগে স্বাধীনতা দিবসের প্রাক্কালে শ্রমদান দিবস পালন করা হয়।

এদিনের কর্মসূচি সম্পর্কে চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেডের চেয়ারম্যান সমীর ঘোষ জানান, স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে শ্রমদান দিবস পালন করা হচ্ছে আজ ত্রিপুরা চা উন্নয়ন নিগম লিমিটেড সহ পাঁচটি দপ্তরের উদ্যোগে। এদিনের এই শ্রমদান দিবস উপলক্ষে নিগম এলাকায় এক স্বচ্ছ ভারত অভিযান সংঘটিত করা হয়। স্বাধীনতা দিবসকে সামনে রেখে চারপাশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করেছেন এদিন শ্রমদান কর্মসূচিতে অংশগ্রহণকারী নিগমের সদস্যরা।

শান্তির বাজার লাওগাং-এর মনোরমা অনাথ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোজ্ঞ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান

নিজস্ব প্রতিনিধি, বিলোনিয়া, ১৪ আগস্ট: ৭৯তম স্বাধীনতা দিবস উপলক্ষ্যে দক্ষিণ ত্রিপুরা স্বাস্থ্য দপ্তরের উদ্যোগে শান্তির বাজার লাওগাং-এর মনোরমা অনাথ আশ্রমে অনুষ্ঠিত হলো এক মনোজ্ঞ সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান। দিনভর উৎসবের আমেজে মেতে উঠলেন আবাসিক ও অতিথিরা। আজ সকালে দেশাত্মবোধক থিম নিয়ে বসে আঁকো প্রতিযোগিতার মধ্য দিয়ে শুরু হয় অনুষ্ঠানের প্রথম পর্ব। আশ্রমের আবাসিকরা তাদের রঙে-তুলিতে ফুটিয়ে তুললেন স্বাধীনতার গৌরবগাথা। দুপুরে আবাসিকদের জন্য পরিবেশিত হয় সুস্বাদু ভোজ, যেখানে দক্ষিণ ত্রিপুরা জেলা স্বাস্থ্য দপ্তরের কর্মকর্তারা তাদের সঙ্গে একত্রে ভোজন করেন, বিকেলে মুখ্য স্বাস্থ্য আধিকারিক ডাঃ জে. এম. দাস-এর হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে শুরু হয় সাংস্কৃতিক পর্ব। আবাসিকদের পরিবেশিত নাচ, গান ও কবিতা আবৃত্তিতে অনুষ্ঠান প্রাঙ্গণ বারবার করতালিতে মুখরিত হয়। মোট ৪৬ জন আবাসিক ছাত্রীদের হাতে তুলে দেওয়া হয় চকলেট, খাতা, কলম ও পড়াশোনার সামগ্রী। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন ডাঃ অলক দাস, ডাঃ গোপাল ধর, ডাঃ ভানুশ্রী চৌধুরী, এছাড়া ও দীপশিখা সওম ও মানস চক্রবর্তী, ডাঃ জে. এম. দাস এদিন বলেন 'আমাদের স্বাধীনতার আসল অর্থ তখনই পূর্ণতা পায়, যখন সমাজের প্রতিটি মানুষ সমান ভালোবাসা ও সুযোগ পায়।

আবহাওয়ার পূর্বাভাস: সারা দেশের বিভিন্ন রাজ্যের পাশাপাশি ত্রিপুরাতেও ভারী বর্ষণের আশঙ্কা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ভারতীয় আবহাওয়া অধিদপ্তরের সর্বশেষ পূর্বাভাসে দেশের বিভিন্ন অঞ্চলে আগামী কয়েকদিন ভারী থেকে অতি ভারী বর্ষণ, বজ্রবিদ্যুৎসহ ঝড়ো হাওয়ার সতর্কতা জারি করা হয়েছে। উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, উত্তর অভ্যন্তরীণ কর্ণাটক, আন্দামান-নিকোবর দ্বীপপুঞ্জ, রায়ালসীমা ও তেলেঙ্গানায় ৫০—৬০ কিমি বেগে ঝড়ো হাওয়ার পূর্বাভাস রয়েছে। একই দিনে দেশের বহু স্থানে বজ্রপাতসহ ৩০—৫০ কিমি বেগে দমকা হাওয়া বইতে পারে। আবহাওয়া দপ্তর জানিয়েছে, এই সময়ে পাহাড়ি ও উপকূলীয় এলাকায় ভূমিধস ও জলাবদ্ধতার ঝুঁকি রয়েছে। মৎস্যজীবীদের সমুদ্রযাত্রা এড়ানোর পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

উত্তর পূর্বাঞ্চলের মধ্যে অরুণাচল প্রদেশ, আসাম, মেঘালয়, নাগাল্যান্ড, মণিপুর, মিজোরাম ও ত্রিপুরায় ১৪ থেকে ১৮ আগস্ট ভারী বর্ষণ হতে পারে। আসাম ও মেঘালয়ে ১৬ আগস্ট অতি ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে।

এছাড়াও মধ্যপ্রদেশ, বিদর্ভ ও ছত্তিশগড়ে ১৪ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বর্ষণ হতে পারে। উপ-হিমালয়ান পশ্চিমবঙ্গ ও সিকিমে ১৪ এবং ১৭ থেকে ১৯ আগস্ট, গাঙ্গেয় পশ্চিমবঙ্গে ১৪ আগস্ট, বিহারে ১৪, ১৭ ও ১৮ আগস্ট, ওড়িশায় ১৫ থেকে ১৮ আগস্ট ভারী বর্ষণের সম্ভাবনা রয়েছে। পশিচম মধ্যপ্রদেশে ১৪ ও ১৫ আগস্ট, বিদর্ভে ১৪ ও ১৭ আগস্ট, ছত্তিশগড়ে ১৪ আগস্ট এবং ওড়িশায় ১৪ আগস্ট অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

তামিলনাড়ু, রায়ালসীমা, কেরালা ও মাহে, উপকূলীয় অন্ধ্রপ্রদেশ, ইয়ানাম, তেলেঙ্গানা এবং কর্ণাটকের বিভিন্ন অঞ্চলে ১৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বর্ষণ হতে পারে। ১৪ আগস্ট দক্ষিণ উপদ্বীপে ৪০—৫০ কিমি বেগে ঝোড়ো হাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।

জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড, পাঞ্জাব, হরিয়ানা, চণ্ডীগড়, দিল্লি, পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ ও পূর্ব রাজস্থানে ১৪ থেকে ২০ আগস্টের মধ্যে বিচ্ছিন্নভাবে ভারী বর্ষণ হবে। ১৫ ও ১৬ আগস্ট জম্মু-কাশ্মীর, হিমাচল প্রদেশ, পাঞ্জাব, হরিয়ানা ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

কঙ্কন ও গোয়া, মধ্য মহারাষ্ট্র, বিদর্ভ, সৌরাষ্ট্র ও কচ্ছ, গুজরাট রাজ্যে ১৪ থেকে ২০ আগস্ট পর্যন্ত ভারী বর্ষণ হতে পারে। ১৮ থেকে ২০ আগস্ট গুজরাটে অতি ভারী বর্ষণ হতে পারে।

১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের অভিযোগ, অভিযুক্ত পুলিশের জালে

আগরতলা, ১৪ আগস্ট: ১১ বছরের নাবালিকাকে ধর্ষণের দায়ে এক যুবককে গ্রেপ্তার করছে পুলিশ। ওই ঘটনায় আমতলী থানার অন্তর্গত হাঁপানিয়া দিলীপ পল্লী এলাকায় তীব্র চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। আজ অভিযুক্তকে আদালতে সোপর্দ করে পুলিশ।

জানা গেছে মঙ্গলবার রাত আনুমানিক সাড়ে দশটা নাগাদ দিলীপ পল্লী এলাকাযর সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশ নামে এক যুবক একই এলাকার ১১ বছরের এক নাবালিকা মেয়েকে ঘুমন্ত অবস্থায় তুলে নিয়ে একটি ঘরে ধর্ষণ করে। পরে নাবালিকা মেয়েটি এই ঘটনাটি তার মা-বাবাকে জানালে তারা অভিযুক্ত ধর্ষক সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশের বিরুদ্ধে আমতলী থানায় লিখিত আকারে ধর্ষণের মামলা দায়ের করেন। আমতলী থানার পুলিশ এই অভিযোগ গ্রহণ করেই বুধবার দুপুরে ঘটনাস্থলে ফরেনসিক টিমকে নিয়ে পর্যবেক্ষণ করে এবং সেদিন অভিযুক্ত ধর্ষক সৌরভ বর্মন ওরফে প্রকাশকে গ্রেফতার করে।

এই ব্যাপারে আমতলী থানার পুলিশ পক্সো আইনে একটি মামলা নথিভুক্ত করে। আমতলী থানার পুলিশের পক্ষ থেকে সমস্ত আইনি প্রক্রিয়ার মাধ্যমে নির্যাতিতা নাবালিকা মেয়েটিকে শারীরিক পরীক্ষা করা হয় হাসপাতালে নিয়ে গিয়ে। মামলার তদন্তকারী অফিসার সাব-ইন্সপেক্টর সুস্মিতার দেবনাথ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। সম্ভবত বৃহস্পতিবার নাবালিকা মেয়েটির জবানবন্দী রেকর্ড করতে পারে আদালত।

এদিকে, আজ বিকালে ধৃত সৌরভ বর্মনকে আদালতে প্রেরণ করেছে পুলিশ। তবে এই ঘটনায় গোটা এলাকা জুড়ে অভিযুক্ত সৌরভ বর্মনের কঠুর থেকে কঠোরতম শাস্তির দাবি জানাচ্ছে প্রশাসনের কাছে। এলাকাবাসীদের দাবি, অভিযুক্ত সৌরভ বর্মনকে এমন শাস্তি প্রদান করা হোক যাতে করে আগামী দিনে এই ধরনের জঘন্য ঘটনা ঘটাতে কেউ যেন সাহস না পায়।

ডাক বিভাগের সার্কেল স্তরের ডাকটিকিট প্রদর্শনীর জন্য লোগো এবং প্রসপেক্টাসের প্রকাশ 'ট্রাইপেক্স-২০২৫"

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : ডাক বিভাগের সার্কেল স্তরের ডাক টিকিট প্রদর্শনী — ট্রাইপেক্স ২০২৫ আগামী ২৯শে অক্টোবর থেকে ৩১শে অক্টোবর পর্যন্ত আগরতলার নজরুল কলাক্ষেত্রে অনুষ্ঠিত হবে। যেখানে ডাকটিকিটের সমৃদ্ধ ঐতিহ্য এবং ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য সংরক্ষণে এর ভূমিকা তুলে ধরা হবে।

ডাক টিকিট সংগ্রহ কেবল শখ নয়, আমাদের ইতিহাস, সংস্কৃতি এবং সমৃদ্ধ জাতীয় ঐতিহ্যের প্রবেশদ্বার। ট্রাইপেক্স-২০২৫ শিক্ষার্থী, শিক্ষক এবং সমস্ত বয়সের মানুষের মধ্যে ডাকটিকিটের প্রচার ও মূল্যায়নে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করবে।

ডাক বিভাগের শিলংসিত উত্তর-পূর্ব সার্কেলের চিফ পোস্টমাস্টার জেনারেল এবং আগরতলায় উত্তর-পূর্ব- ১ অঞ্চলের পোস্টমাস্টার জেনারেল ট্রাইপেক্স-২০২৫ এর আয়োজক, অংশগ্রহণকারী এবং অতিথি অভ্যাগতদের আন্তরিক শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। তারা আশা প্রকাশ করেন যে, এই অনুষ্ঠানটি ডাক বিভাগের উত্তর-পূর্ব সার্কেল জুড়ে ডাকটিকিট সংগ্রহকারীদের একত্রিত করবে, বন্ধুত্বের মনোভাব, জ্ঞান ভাগ করে নেবার এবং ডাক ঐতিহ্যের গভীর উপলব্ধি গড়ে তুলবে।

ডাক বিভাগের আগরতলা পোস্টাল ডিভিশনের সুপারিনটেনডেন্ট মানিক লাল দাস এই তথ্য জানিয়েছেন।

ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ি রাস্তার অবস্থা খুবই বেহাল

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : ফটিকরায় বিধানসভার সায়দারপার শিমুলতলা ভৈরব তলী এলাকায় ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ি রোডে উপর কিছু জায়গা রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন যান চালকরা। অতিবৃষ্টির কারণেও আরো বেশি সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন যান চালকরা।

এলাকাবাসীদের অভিযোগ, দীর্ঘদিন ধরে ফটিকরায় বিধানসভার সায়দারপার শিমুলতলা ভৈরব তলী এলাকায় ফটিকরায় কাঞ্চনবাড়ি রোডে উপর কিছু জায়গা রাস্তা বেহাল দশায় পরিণত হয়ে রয়েছে। যার কারণে সমস্যায় পড়তে হচ্ছে বিভিন্ন যান চালকরা। এই বিষয়ে গঙ্গানগর পূর্ত দপ্তরের কোন হেলদোল নেই। এই রাস্তা বেহাল দশাটি বিগত কিছুদিন ধরে সমস্যায় ভুগতে হচ্ছে সাধারণ পথচারী থেকে শুরু করে যান চালকদের। এই রাস্তার কিছু অংশ

বিগত বছরের কয়েকবার মেরামত করা হয় কিন্তু কোন স্থায়ী সমাধান হয়নি। তারপরেও দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে সাধারণ মানুষ।

এলাকাবাসীদের দাবি, অতিসত্বর সমস্যা সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করা হোক। তা না হলে আগামীদিনে বৃহত্তর আন্দোলন সামিল হবেন তাঁরা।

এক যুবককে বেধড়ক মারধোর সহ গুরুতর আহত করার দায়ে বাবা ও দুই ছেলেকে পাঁচ বছরের সাজা ঘোষণা করলো আদালত

নিজস্ব প্রতিনিধি, চড়িলাম, ১৪ আগষ্ট: এক যুবককে বেধড়ক মারধোর সহ গুরুতর আহত করার দায়ে সোনামুড়া জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক শংকরী দাস সোনামুড়া থানার অন্তর্গত বাতাদোলা গ্রামের হারাধন সরকার ও তার দুই ছেলে বিপ্লব সরকার ও নির্মল সরকারকে পাঁচ বছর করে সাজা ঘোষণা করেন। প্রসঙ্গত, গ্রামেরই অপর যুবক ভুলু সরকারকে প্রচন্ড ভাবে মারধোর করে মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে দেওয়ার জন্য এই সাজা ঘোষণা করা হয়েছে। বাবা ও ছেলে তিনজনকে ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩০৭ ও ৩২৫ নম্বর ধারায় পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দণ্ডিত করা হয়। সাথে প্রত্যেককে ৫০০০ টাকা করে জরিমানাও ধার্য করেন আদালত।

বাতাদোলা বাজার থেকে জোর করে গ্রামেরই অপর যুবক ভুলু সরকারকে তাদের বাড়িতে নিয়ে যায়। সেখানে নিয়ে দড়ি দিয়ে বেঁধে কাঠের টুকরা ও লোহার রড দিয়ে প্রচন্ডভাবে মারধোর করে, এক প্রকার মৃতপ্রায় অবস্থায় ফেলে দেয়। ভুলু সরকারের পেট সহ দেহের বিভিন্ন জায়গায় প্রচন্ড আঘাতপ্রাপ্ত হয়। এই ঘটনার খবর পেয়ে পাড়ার লোকজনেরা ঘটনাস্থলে যায় এবং প্রচন্ড ভাবে আহত ভুলু সরকারকে বিবাদীদের হাত থেকে রক্ষা করেন। এই ঘটনা সম্পর্কে আহত ভুলু সরকারের মা আদরি বালা সরকার সোনামুড়া থানায় একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেন। সেই অভিযোগের ভিত্তিতে থানার পুলিশ একটি মামলা নেয়, মামলা নম্বর ছিল ২৪/২০২১। ভারতীয় দণ্ডবিধির ৩৪১ ৩২৫ , ৩০৭ এবং ৩৪ নম্বর ধারায়।

ওই সময়ে সোনামুড়া থানার ওসি পার্থনাথ ভৌমিক ঘটনার তদন্ত করে দেখার জন্য থানার সাব-ইন্সপেক্টর নন্দন সরকারকে দায়িত্ব দেন। তিনি সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাক্য গ্রহণ করার পরে ২০২১ ইং সালের ৩০ শে এপ্রিল মোকদ্দমার চার্জশিট দাখিল করেন আদালতে।পরবর্তী সময়ে মাননীয় জেলা ও দায়রা জজের আদালতে মোকদ্দমাটির বিচার শুরু হয়। এরই মধ্যে গত প্রায় এক বছর আগে মামলার আরেকজন আসামি অমর সরকারের মৃত্যু হয়। ফলে এই মামলার আসামি হিসেবে অপর তিনজন রয়ে যায়। সাক্ষীদের সাক্ষ্য বাক্যের ভিত্তিতে ১৪ ই আগস্ট ২০২৫ ইং তারিখ শুক্রবার অর্থাৎ স্বাধীনতা দিবসের আগের দিন বিকেলে বাবা হারাধন সরকার সহ দুই ছেলে বিপ্লব সরকার ও নির্মল সরকারকে সাজা প্রদান করেন মাননীয় জেলা ও দায়রা জজ আদালতের বিচারক শংকরী দাস। এ মামলায় আটজনের সাক্ষী প্রমাণিত হওয়ার পর বিচারক সাজা ঘোষণা করেন।তাছাড়াও জেলা ও দায়রা জজ আদালতের পাবলিক প্রসিকিউটর তথা সরকারি আইনজীবী গৌতম গিরি বলেন, ২০২১ সালের ১লা মার্চ রাত প্রায় আনুমানিক নয়টা নাগাদ ভারতীয় দন্ডবিধি ৩০৭ ও ৩২৫ ধারায় পাঁচ বছর করে সশ্রম কারাদণ্ডে দন্ডিত করা হয় সাথে ৫০০০ টাকা করে জরিমানা, অনাদায়ে ছয় মাস করে সাজা ঘোষণা করেন জেলা ও দায়রা আদালতের বিচারক শংকরী দাস।

সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে সম্মিলিত ঘৃণা বর্ষণ করে কমলনগরে জনঢল

নিজস্ব প্রতিনিধি, কল্যাণপুর, ১৪ আগস্ট: ২০০৩ সালের ১৪ ই আগস্ট, কল্যাণপুর থানার অন্তর্গত কমলনগর গ্রামে সন্ত্রাসবাদীদের তপ্ত বুলেটে ঝরে গেছিল ১৪ টা তাজা প্রাণ। এরপর থেকে প্রতিবছর ১৪ই আগস্ট এলে কমলনগর সহ সন্নিহিত এলাকাগুলো বিভীষিকাময় সেই ভয়ানক রাতের কথা মনে করে আতকে ওঠে। ২০১৮ সালের পর থেকে প্রতিবছর ১৪ ই আগস্ট কমলনগরে শহীদ সমাবেশ সংঘটিত করা হয়। একই রকম ভাবে আজ বিজেপি দলের কল্যাণপুর প্রমোদনগর মন্ডল কমিটির উদ্যোগে কমলনগর এলাকাতে ২০০৩ সালের ১৪ই আগস্টের ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে শহীদ সমাবেশ সংঘটিত হয়। বৃষ্টিকে উপেক্ষা করে বিভিন্ন প্রান্ত থেকে উদ্বেলিত জনতা সন্ত্রাসবাদের বিরুদ্ধে তুমুল ঘৃণা বর্ষণ করে সভাস্থলে সমবেত হন কাতারে কাতারে।

নিজের আলোচনা অংশগ্রহণ করে প্রধান বক্তা বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী প্রথমেই ২০০৩ সালের ১৪ই আগস্ট রাতে যারা সন্ত্রাসবাদের দ্বারা নিহত হয়েছিলেন তাদের প্রতি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করেন। এই ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে তদানীন্তন সময়ের শাসক কমিউনিস্টদের তীব্র ভাষায় রাজনৈতিক আক্রমণ করতে গিয়ে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী দাবি করেন শুধু কমলনগর না, গোটা ত্রিপুরা রাজ্যে কমিউনিস্টরা শুধুমাত্র রাজনৈতিক স্বার্থ চরিতার্থ করার জন্য ক্রমান্বয়ে একের পর এক হত্যা লীলা সহ ধ্বংসলীলা সংঘটিত করেছে। পাশাপাশি এই সময়ের মধ্যে যখন ত্রিপুরা রাজ্যে বিজেপি দলের নেতৃত্বে উন্নয়নমূলক সরকার চলছে, সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে পেছনের দিকে ষড়যন্ত্র করে উন্নয়নের গতিকে স্তব্ধ করে দেওয়ার প্রয়াস চলছে বলে আশঙ্কা প্রকাশ করেন বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী। আজকের এই সমাবেশে জনঢল প্রত্যক্ষ করে বিধায়ক পিনাকী দাস চৌধুরী আশা প্রকাশ করেন শুধু কমল নগরে না, গোটা রাজ্যে মানুষ সিদ্ধান্ত নিয়ে নিয়েছেন ত্রিপুরার রাজ্যে সন্ত্রাসবাদকে বা সন্ত্রাসবাদের মদত দাতাদের এক ইঞ্চি জমিও ছাড়া হবে না। আজকের এই সমাবেশে মন্ডল সভাপতি নিতাই বল সহ অন্যান্য বক্তারা ১৪ ই আগস্ট এর বিভীষিকাময় রাতের বিভিন্ন বিষয়গুলো তুলে ধরে রাজনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিতে নাতি দীর্ঘ আলোচনা করেন।

এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, এই সমাবেশ এর আগে সকালবেলা কমলনগর এর গণহত্যার পরিপ্রেক্ষিতে যেখানে শহীদ বেদী গুলো আজও মাথা তুলে দাঁড়িয়ে আছে, সেখানে বিধায়ক সহ অন্যান্যরা শ্রদ্ধা নিবেদন করেন।

ইসরো সেন্টার পরিদর্শনে ছাত্রছাত্রীরা

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগস্ট: এনই- স্পার্কস কর্মসূচির অঙ্গ হিসেবে ব্যাঙ্গালুরুর ইসরো সেন্টার পরিদর্শন সম্পন্ন করেছে তৃতীয় ব্যাচ-এর ছাত্রছাত্রীরা। উল্লেখ্য, এই কর্মসূচিতে উত্তর-পূর্বাঞ্চলের আটটি রাজ্য থেকে ৮টি ব্যাচে মোট ৮০০ জন ছাত্রছাত্রীকে (প্রতিটি রাজ্য থেকে ১০০ জন করে) ব্যাঙ্গালুরুর ইসরো সেন্টার ভ্রমণের সুযোগ করে দেওয়া হচ্ছে। তৃতীয় ব্যাচ-এর ছাত্রছাত্রীরা ইসরো সেন্টার পরিদর্শন করে গত ২৪ ও ২৫ জুলাই।

ইসরো ভ্রমণের প্রথম দিনে ছাত্রছাত্রীদের জষ্টুড্ঞ্চ এবং জঞ্গছঞ্চ-এ কি কি সুবিধা রয়েছে তা দেখানো হয়। ছাত্রছাত্রীরা সেখানে বরিষ্ঠ বিজ্ঞানীদের সাথে কথা বলার সুযোগ পায় এবং মহাকাশ বিজ্ঞান সম্পর্কে বিভিন্ন তথ্য জানার সুযোগ পায়। দ্বিতীয় দিনে ছাত্রছাত্রীদের ইউ আর এস সি -তে নিয়ে যাওয়া হয় এবং স্যাটেলাইট তৈরী ও টেস্টিং প্রক্রিয়া সম্পর্কে ধারণা দেওয়া হয়। সর্বশেষে ছাত্রছাত্রীরা জওহরলাল নেহেরু প্ল্যানেটরিয়াম পরিদর্শন করে। সেখানে তাদের "গগনযান মিশন"-এর একটি ফিল্ম দেখানো হয় এবং ভারতের মহাকাশ কর্মসূচি সম্পর্কে এক ধারণা দেওয়া হয়। শিলংস্থিত উত্তর পূর্বাঞ্চল পর্যদের কার্যালয় থেকে এসংবাদ জানানো হয়েছে।

উদয়পুরে বাইক র‍্যালিতে শামিল জেলার এসপি

আগরতলা, ১৪ আগস্ট : গোমতী জেলা পুলিশ প্রশাসনের উদ্যোগে হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে বাইক রেলি অনুষ্ঠিত হয়েছে। জেলা পুলিশ সুপার ডঃ কিরণ কুমার কে, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার রুশিকেশ দেসাই, ট্রাফিক ডিসপি অভিমুন্য আর প্রসাদ, ডিএসপি ডিআইবি শ্যামল দেববর্মা সহ জেলা উচ্চপদস্থ আধিকারিকগন উপস্থিত ছিল।

এদিন পুলিশ লাইন রিজার্ভ হেডকোয়ার্টার থেকে শুরু করে উদয়পুর সেন্ট্রাল রোড হয়ে মাতাবাড়ী পরিক্রমা করে পুনরায় পুলিশ লাইন রিজার্ভ হেড কোয়ার্টারে এসে শেষ হয়। জেলা পুলিশ সুপার বলেন, হর ঘর তিরঙ্গা কর্মসূচিকে সামনে রেখে গোমতী পুলিশের উদ্যোগে পঞ্চাশটি বাইক নিয়ে ৰ্যালি অনুষ্ঠিত হয় এবং ট্রাফিক সচেতনতা বার্তা সহ প্রতিটি ঘরে তিরঙ্গা লাগানো জন্য বলেন পুলিশ সুপার।

ক্রীড়াঙ্গন

ক্লাব ক্রিকেট : বিসিসি-কে হারিয়ে কো: ফাইনাল নিশ্চিত ইউ: ফ্রেন্ডস-এর

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। জয়ের ধারা অব্যাহত রেখেছে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস। বৃষ্টিজনিত কারণে মাঝে বেশ কদিন ম্যাচ স্থগিত রাখা হয়েছিল। পুনরায় খেলা শুরু হলে টিসিএ আয়োজিত অনূর্ধ ১৮ আন্তঃ ক্লাব লীগ ক্রিকেট টুর্নামেন্টের গ্রুপ বি থেকে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস আজ, বৃহস্পতিবার আট উইকেট এর ব্যবধানে বিসিসি-কে পরাজিত করেছে।

গুরুত্বপূর্ণ এই জয়ের সুবাদে গ্রুপ বি থেকে কোয়ার্টার ফাইনালে খেলার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে।

মেলাঘরে শহীদ কাজল স্মৃতি ময়দানে খেলা শুরুতে বৃষ্টির জন্য প্রায় দেড় ঘন্টা দেরি হলে ওভার সংখ্যা কমিয়ে ৪০ করা হয়। টস জিতে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস প্রথমে বোলিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়ে বিসিসি-কে ব্যাটিংয়ের আমন্ত্রণ জানায়। ১৮.৩ ওভার খেলে বিসিসি ৪৯ রানে ইনিংস গুটিয়ে নেয়। জবাবে ব্যাট করতে নেমে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস ৪০ বল খেলে দুই উইকেট হারিয়ে জয়ের প্রয়োজনীয় রান সংগ্রহ করে নেয়। ব্যাটিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর আব্দুল রাহানের ২১ রান এবং নীলাঞ্জন আচার্য্যের নয় রান উল্লেখযোগ্য। বিসিসি-র সুবীর বৈদ্য ১০ রান পেয়েছিল। বোলিংয়ে ইউনাইটেড ফ্রেন্ডস-এর কিষাণ সরকার ১২ রানে চারটি এবং বিস্ময় দেবনাথ ১৩ রানে তিনটি উইকেট পেয়েছিল। এছাড়া বিসিসি-র জয়ন্ত বিশ্বাস পেয়েছে দুটি উইকেট ৩১ রানের বিনিময়ে। বিজয়ী দলের পক্ষে বিস্ময় দেবনাথ অলরাউন্ড পারফরম্যান্সের জন্য প্লেয়ার অফ দা ম্যাচের খেতাব পেয়েছে।

ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে ৫-১ গোলে হারিয়ে মূল পর্বের লক্ষ্যে এগিয়ে নাইন বুলেটস

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। আরও একটা দুরন্ত জয় নাইন বুলেটস-এর। অপরাজেয়র ধারা অক্ষুন্ন রেখেই এগোচ্ছে নাইন বুলেটস ক্লাব। প্রথম ডিভিশন লীগে এ পর্যন্ত ২৬ তম ম্যাচের পর নিজেদের ষষ্ঠ ম্যাচ খেলে নাইন বুলেটস এককভাবে পয়েন্ট তালিকার শীর্ষে উঠে এসেছে। আজ, বৃহস্পতিবার নাইন বুলেটস ক্লাব পাঁচ-এক গোলের ব্যবধানে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নকে পরাজিত করে পুরো ৩ পয়েন্ট অর্জন করে নিয়েছে। এই জয়ের সুবাদে নাইন বুলেটস ক্লাব টুর্নামেন্টের মূল পর্বে অর্থাৎ সুপার ফোরে খেলার পথ অনেকটা প্রশস্ত করে নিয়েছে। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে টিএফএ আয়োজিত শ্যামসুন্দর কোং জুয়েলার্স চন্দ্র মেমোরিয়াল প্রথম ডিভিশন লিগ ফুটবলের দিনের একমাত্র খেলায় নাইন বুলেটস ক্লাব প্রথমার্ধে ২-১ গোলে এগিয়ে ছিল। প্রথম গোল খেলার ১১ মিনিটের মাথায় নাইন বুলেটস এর আমোশা ভানলাল রানতা থেকে। তবে ৪ মিনিট বাদে ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের দেবরাজ জমাতিয়া গোলটি শোধ করে খেলায় সমতা ফিরিয়ে আনে। প্রথমার্ধের পরবর্তী সময় এভাবে ১-১ গোলে সমতা অবস্থায় চললে, শেষ দিকে ৪৩ মিনিটের মাথায় মনীষ দেববর্মা আরও একটি গোল করলে বুলেটসের পক্ষে ব্যবধান দুই-এক হয়। দ্বিতীয়ার্ধের খেলায় ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের রক্ষণভাগে কিছুটা ছন্দপতন ঘটলে সুযোগ বুঝে নাইন বুলেটস-এর আক্রমণাত্মক খেলায় দারুন সাফল্য চলে আসে। ৫৪ মিনিটের মাথায় আমোসা, ৬ মিনিট বাদে হামাগালা জোয়ালা পরপর দুটো গোল করলে ব্যবধান ৪-১ হয়। নাইন বুলেটস জয়ের পথ সুদৃঢ় করে নিলেও আক্রমণাত্মক খেলায় পিছু পা হয়নি। ফলস্বরূপ খেলার অন্তিম পর্যায়ে ইনজুরি টাইমে এরন রিয়াং নাইন বুলেটস এর পক্ষে আরও একটি গোল করলে চূড়ান্ত ব্যবধান পাঁচ-এক হয়। এদিকে খেলায় অসদাচরণের দায়ে রেফারি পল্লব চক্রবর্তী ফ্রেন্ডস ইউনিয়নের বিশাল জমাতিয়া এবং বালক সাধন জমাতিয়াকে হলুদ কার্ড দেখিয়ে সতর্ক করেন। পরবর্তী খেলা: ১৬ আগস্ট বিকেল চারটায়, কল্যাণ সমিতি বনাম ব্লাড মাউথ ক্লাব, সন্ধ্যা সাড়ে ছয়টায় এগিয়ে চলো সংঘ বনাম টাউন ক্লাব। উমাকান্ত মিনি স্টেডিয়ামে।

একবছরেই মোহভঙ্গ! মেন্টর জাহিরকে ছেঁটে ফেলছে গোয়েঙ্কার দল

গত আইপিএলে ভালো শুরু করেও ধারাবাহিকতার সমস্যায় ভুগেছে লখনউ সুপার জায়ান্টস। সপ্তম স্থানে শেষ করেছিল তারা। এলএসজি'র মেন্টর হিসেবে ছিলেন জাহির খান। তা সত্ত্বেও লখনউ জিতেছিল মাত্র ৬ ম্যাচ। এই পরিস্থিতিতে জাহিরের প্রতি মোহভঙ্গ হয়েছে সঞ্জীব গোয়েঙ্কার ফ্র্যাঞ্চাইজির। জানা গিয়েছে, জাহিরের সঙ্গে লখনউয়ের বিচ্ছেদ সময়ের অপেক্ষা মাত্র।

টাইমস অফ ইন্ডিয়ার প্রতিবেদনে বলা হয়েছে, গত মাসে জাহিরের সঙ্গে এক বছরের চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছে লখনউয়ের। জানা গিয়েছে, এলএসজি কর্তৃপক্ষ তাঁর সঙ্গে চুক্তির মেয়াদ আর বাড়াতে চাইছে না।

এই পরিস্থিতিতে দল এমন একজন নতুন কোচ খুঁজছে, যাঁর ক্ষমতা আরও বিস্তৃত হবে। এলএসজি ছাড়াও তাঁকে দক্ষিণ আফ্রিকার ডারবান সুপার জায়ান্টস এবং ইংল্যান্ডের ম্যাঞ্চেস্টার অরিজিনালসেরও দেখভালও করতে হবে।

তবে, এ ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন সঞ্জীব গোয়েঙ্কা। তিনি এখন ইংল্যান্ডে দ্য হান্ড্রেড নিয়ে ব্যস্ত রয়েছেন। প্রতিযোগিতায় খেলছে তাঁর দল। গোয়েঙ্কা দেশে ফিরলে জাহিরকে নিয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হতে পারে। লখনউ ইতিমধ্যেই বোলিং ভরত অরুণকে কোচ হিসেবে নিয়ে এসেছে। তাই লখনউয়ের সঙ্গে আর যুক্ত থাকতে চাইছেন না জাহির।

আইপিএল চলাকালীন লখনউ শিবিরে নানান সমস্যার কথা উঠে এসেছিল।

এমনকী দলের অন্দরে অশান্তির খবরও প্রকাশ্যে আসে। ঋষভ পন্থের ব্যাটিং পজিশন নিয়েও জাহির খানের মতবিরোধ হয় বলেও শোনা যায়। এখানেই শেষ নয়, হেডকোচ জাস্টিন ল্যাঙ্গারের সঙ্গেও নাকি দূরত্ব তৈরি হয়েছিল জাহিরের। এমন পরিস্থিতিতে জাহিরকে বরখাস্ত করা হতে পারে বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। আসলে গত দু'টো মরশুমে এলএসজি প্লে-অফে যেতে পারেনি। তাই আগামী মরশুমের আগে তাদের কোচিং প্যানেলে বদল আসতে পারে। জাহিরের কাছে যে প্রত্যাশা ছিল, তা পূরণে তিনি ব্যর্থ। সেই কারণে এলএসজি মেন্টরের চাকরি খোয়াতে হতে পারে তাঁকে।

প্রয়াত প্রাক্তন হকি অলিম্পিয়ান ভেস পেজ, পিতৃহারা লিয়েন্ডার

প্রয়াত হলেন ভেস পেজ। ভারতের এই প্রাক্তন হকি অলিম্পিয়ানের বয়স হয়েছিল ৮০ বছর। তিনি ভারতের টেনিস তারকা লিয়েন্ডার পেজের বাবা। হকি দলের হয়ে ব্রোঞ্জ জেতা ছাড়াও স্পোর্টস মেডিসিন বিভাগে বিশেষজ্ঞ ছিলেন ভেস।

১৯৭২ সালে মিউনিখ অলিম্পিক্সে ভারত ব্রোঞ্জ জিতেছিল। সেই দলের সদস্য ছিলেন ভেস। তার আগের বছর বার্সেলোনায় হকি বিশ্বকাপেও দেশের হয়ে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন তিনি।

ভেসের মৃত্যুর সময় লিয়েন্ডার তাঁর পাশেই ছিলেন। দীর্ঘ দিন ধরেই অসুস্থ ছিলেন ভেস। বাড়িতেই বাবার চিকিৎসার যাবতীয় ব্যবস্থা করেছিলেন লিয়েন্ডার। বুধবার থেকে শারীরিক অবস্থার দ্রুত অবনতি হতে থাকে। শরীরের বিভিন্ন অঙ্গ কাজ করা বন্ধ করে দেয়। সন্ধ্যাতেই চলে আসেন লিয়েন্ডার। চিকিৎসকেরা হাসপাতালে ভর্তি করানোর পরামর্শ দেন। কিন্তু শেষরক্ষা করা যায়নি। বৃহস্পতিবার ভোর ৩টের সময় শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন ভেস।

১৯৪৫-এ গোয়ায় জন্ম হয় ভেসের। একাধিক খেলাধুলার পাশাপাশি পড়াশোনাতেও ভাল ছিলেন তিনি। ভারতের হকি দলে তিনি মিডফিল্ডার হিসাবে খেলতেন। হকি ছাড়াও ক্রিকেট, ফুটবল এবং রাগবিতে তাঁর পারদর্শিতা ছিল। তিনি ১৯৯৬ থেকে ২০০২ পর্যন্ত ভারতের রাগবি ইউনিয়নের সভাপতি হিসাবে কাজ করেছেন।

কলকাতায় মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেছেন ভেস। খেলাধুলোর প্রতি ভালবাসা থাকায় স্পোর্টস মেডিসিন নিয়ে পড়াশোনা করেন। এই বিভাগে বিশ্ব জুড়ে তাঁর কাজ প্রশংসিত হয়েছে। তিনি এশিয়ান ক্রিকেট কাউন্সিল (এসিসি) এবং বিসিসিআইয়ের সঙ্গে কাজ করেছেন। ডোপিং-বিরোধী কর্মসূচিতে উল্লেখযোগ্য অবদান নিয়েছে। ডোপিংয়ের খারাপ দিক নিয়ে ক্রীড়াবিদদের শিক্ষিত করার কাজ ছিল তাঁর। চিকিৎসা নিয়ে পড়াশোনা এবং খেলাধুলোর প্রতি ভালবাসা থাকায় ক্রীড়াবিদেরা ঠিক কী ধরনের সমস্যার মধ্যে পড়েন, তা ভাল বুঝতে পারতেন ভেস। স্পোর্টস মেডিসিনে তাঁর বিভিন্ন কাজকর্ম ভারতের খেলাধুলার উন্নতিতে প্রভূত সাহায্য করেছে। লিয়েন্ডার নিজের টেনিসজীবনের বারংবার বাবার অবদানের কথা উল্লেখ করেছেন। জানিয়েছেন, কী ভাবে বাবার পরামর্শ পেয়ে অনেক সমস্যার মোকাবিলা করেছেন তিনি। লিয়েন্ডারের টেনিসে আসাও বাবাকে দেখেই। তিনি ফুটবল খেলতে ভালবাসতেন। ফুটবলার হতেই চেয়েছিলেন। কিন্তু অলিম্পিক্সে ফুটবলার হিসাবে দেশের পতাকা ওড়ানোর সুযোগ ছিল না। তাই তিনি টেনিস বেছে নেন। ১৯৯৬-এ অলিম্পিক্স সিঙ্গলসে ব্রোঞ্জ জিতেছিলেন লিয়েন্ডার।

রোনাল্ডোর জোড়া গোল, গ্যালারিতে ১৮০০০ দর্শকের 'সিউ' চিৎকার, তবু খেলা শেষে হতাশ সিআর৭

৪০ বছর বয়সেও থামছেন না ক্রিশ্চিয়ানো রোনাল্ডো। তাঁকে থামাতে পারছে না কোনও দলের রক্ষণ। আল নাসেরের হয়ে প্রাকমরসুম প্রস্তুতি চলাকালীন ছন্দে রয়েছেন রোনাল্ডো। টানা সাত ম্যাচে গোল করেছেন তিনি। এই সাত ম্যাচে ১০ গোল করেছেন সিআর৭। আগের ম্যাচে হ্যাটট্রিকের পর স্পেনের আমেরিয়ার বিরুদ্ধে জোড়া গোল করেছেন তিনি। তাঁকে দেখে উত্তাল হয়েছে স্টেডিয়াম। তার পরেও খেলা শেষ হতাশ হতে হয়েছে রোনাল্ডোকে।আল নাসেরের হয়ে শেষ দুটো ম্যাচে পাঁচ গোল করেছেন রোনাল্ডো। স্পেনের পাওয়ার হর্স স্টেডিয়ামে আমেরিয়ার বিরুদ্ধে পিছিয়ে পড়েছিল আল নাসের। ওপেন প্লে থেকে গোল করে সমতা ফেরান রোনাল্ডো। পরে পেনাল্টি থেকে গোল করে তিনি এগিয়েও দেন নাসেরকে। আমেরিয়া রোনাল্ডোর প্রাক্তন ক্লাব রিয়াল মাদ্রিদের প্রতিদ্বন্দ্বী। সেই কারণে এই জোড়া গোল আরও তৃপ্তি দিয়েছে তাঁকে।আরও এক বার স্পেনের মাটিতে রোনাল্ডোকে দেখতে হাজির হয়েছিলেন ১৮,০০০-এর বেশি দর্শক। রোনাল্ডো যখন গোলের পর তাঁর স্বভাবসিদ্ধ উল্লাস করছেন, তখন স্টেডিয়াম জুড়ে 'সিউ' চিৎকার হচ্ছে। গোটা স্টেডিয়াম যোগ দিয়েছেন রোনাল্ডোর উল্লাসে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আমেরিয়ার কাছে ২-৩ গোলে হেরেছে আল নাসের। জোড়া গোল করেও দলকে জেতাতে পারেননি রোনাল্ডো। তাই খেলা শেষে তাঁকে দেখে বোঝা গিয়েছে যথেষ্ট হতাশ তিনি।সৌদি প্রো লিগে আল নাসেরের হয়ে এটা রোনাল্ডোর তৃতীয় মরসুম। আগের দুই মরসুমে ভাল খেললেও দলকে চ্যাম্পিয়ন করতে পারেননি তিনি। ফলে এই মরসুমের আগে তাঁর দল ছাড়ার জল্পনা শুরু হয়েছিল। তবে চুক্তি বাড়িয়েছেন রোনাল্ডো। আল নাসেরকে চ্যাম্পিয়ন করার চেষ্টা আরও এক বার করতে চান তিনি।পর্তুগালের জার্সি গায়ে কয়েক মাস আগে নেশনস লিগ জিতেছেন রোনাল্ডো। ২০১৬ সালে ইউরো কাপের পর আবার কোনও আন্তর্জাতিক ট্রফি জিতেছে পর্তুগাল। আগামী বছর আমেরিকা, মেক্সিকো ও কানাডার মাটিতে ফুটবল বিশ্বকাপ। সেখানে রোনাল্ডো খেলবেন কি না, তা নিয়ে ধোঁয়াশা রয়েছে। তবে এখনও যে ভাবে তিনি একের পর এক গোল করে চলেছেন, তাতে আশায় বুক বাঁধছেন পর্তুগিজ সমর্থকেরা। বিশ্বকাপের মঞ্চে দেশের জার্সিতে আরও এক বার সিআর৭-কে দেখতে চাইছেন তাঁরা।

মোহনপুরে ক্রস কান্টি দৌড়ে আকাশ ও প্রিয়া চ্যাম্পিয়ন

ক্রীড়া প্রতিনিধি, আগরতলা।। দেশের স্বাধীনতা দিবস উদযাপন উপলক্ষে আজ, বৃহস্পতিবার মোহনপুর মহকুমা প্রশাসন ও মোহনপুর যুব বিষয়ক ও ক্রীড়া কার্যালয়ের যৌথ উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়েছে ছেলে ও মেয়েদের মধ্যে ক্রস কান্টি রানিং কম্পিটিশান। এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন মোহনপুর মহকুমা প্রশাসক সুভাষ দত্ত ও মোহনপুর যুব বিষয়ক ক্রীড়া কার্যালয়ের ইয়ুথ প্রোগ্রাম অফিসার শ্রীমতি জ্যোতি দাস ও অন্যান্য অতিথি বৃন্দ। এই প্রতিযোগিতায় উভয় বিভাগে প্রথম স্থান অধিকারীদের বাই- সাইকেল ও অন্যান্য প্রথম দশজনকে নগদ অর্থ দিয়ে পুরস্কৃত করা হয়েছে। ছেলেদের বিভাগের দৌড় শুরু হয় ইকফাই ইউনিভার্সিটি থেকে এবং মেয়েদের দৌড় শুরু হয় মোহনপুর এসডিএম অফিসের সামনে থেকে। উভয় বিভাগের গন্তব্য ছিল মোহনপুর দ্বাদশ শ্রেণি বিদ্যালয়ের প্রাঙ্গন পর্যন্ত। উল্লেখ্য, ছেলেদের বিভাগে প্রতিযোগিতায় আকাশ বর্মন চ্যাম্পিয়ন ও অর্জুন শর্মা রানার্স পুরস্কার পেয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে উদয় রাজভর। এছাড়া, চতুর্থ থেকে দশম পর্যন্ত এথলেটরা হলো প্রণজিৎ দেবনাথ, শুভজিৎ ঘোষ, সঞ্জিত দেবনাথ, প্রীতম দেব, চন্দন সরকার, সায়নদীপ দেব ও গৌরব দাস। মহিলা বিভাগে প্রিয়া ঘোষ চ্যাম্পিয়ন এবং রাশি দাস রানার্স পুরস্কার পেয়েছে। তৃতীয় স্থান পেয়েছে অলকা দাস। এছাড়া চতুর্থ থেকে দশম পর্যন্ত এথলেটরা হলো সৃষ্টি দাস, জয়শ্রী দেবনাথ, টিনা নমঃশূদ্র, সুদীপা দাস, সুপ্রিয়া নমঃ , দীপা দাস। প্রতিযোগিতা পরিচালনায় ক্রীড়া সংগঠক অমিয় দাস ক্রস কান্টি সাফল্যমন্ডিত ভাবে শেষ হওয়ায় সংশ্লিষ্ট সকলকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন।

পা অচল, হাত সচল! ভাঙা পা নিয়ে রান্না করছেন ঋষভ পন্থ

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চতুর্থ টেস্টে গুরুতর চোট পেয়েছিলেন ঋষভ পন্থ। ডান পায়ের পাতার চোটের জন্য খেলতে পারেননি গুরুত্বপূর্ণ ওভাল টেস্ট। এশিয়া কাপেও অনিশ্চিত ভারতীয় দলের উইকেটরক্ষক-ব্যাটার। ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতির এই সময় রান্নায় হাত পাকানোর চেষ্টা করছেন পন্থ। পায়ের সমস্যা থাকলেও হাত চলছে পন্থের।

চোটের জন্য ক্রিকেট থেকে সাময়িক বিরতিতে রয়েছেন পন্থ। অনুশীলন শুরু করার মতো জায়গায় এখনও নেই তিনি। এই সুযোগে রান্নায় মন দিয়েছেন জাতীয় দলের উইকেটরক্ষক। সমাজমাধ্যমে একটি ভিডিয়ো পোস্ট করেছেন পন্থ। তাঁর সঙ্গে রয়েছেন এক পেশাদার রাঁধুনী। তাতে পন্থকে পিৎজা তৈরি করতে দেখা গিয়েছে। ক্রিকেটপ্রেমীদের মধ্যে ভাইরাল হয়েছে পন্থের পিৎজা তৈরির ভিডিয়ো।

ভিডিয়োয় পন্থ বলেছেন, "আমাকে শেফের মতো দেখতে লাগছে! আজ আমি তোমাদের পিৎজা তৈরি করা দেখাব। একটু ধৈর্য্য ধরো। ভাবছি নিরামিষ পিৎজা তৈরি করব। কারণ আমি নিরামিষ পছন্দ করি। তবে আমি জানি না, ঠিক কী ভাবে তৈরি করতে হয়। মনে হয় কয়েকটা তৈরি করলে শিখে যাব।" তিনি আরও বলেছেন, "বন্ধুরা, খুব গরম লাগছে। ভাঙা পা নিয়ে আমি এটুকুই করতে পারছি। পিৎজা বেক করছি। আমার মা নিশ্চই ভাবছেন, বাড়িতে কখনও রান্না করিনি। অথচ এখানে পিৎজা তৈরি করছি!" ভিডিয়োটি কোথায় করা হয়েছে, তা জানাননি পন্থ। তবে তাঁর পোস্টে কিছু ইটালীয় শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে।

চোট সারিয়ে পন্থের মাঠে ফিরতে তিন থেকে চার মাস সময় লাগতে পারে বলে মনে করা হচ্ছে। অক্টোবর-নভেম্বরে দেশের মাটিতে

টটেনহ্যামের বিরুদ্ধে নাটকীয় জয়, ইতিহাস গড়ে উয়েফা সুপার কাপ জিতল পিএসজি

মেসি-এমবাপেরা ছেড়ে যাওয়ার পর প্যারিস সাঁ জাঁ যেন অপ্রতিরোধ্য। ক্লাব বিশ্বকাপের ফাইনালে চেলসিকে হারাতে না পারলেও লন্ডনের আর এক ক্লাব টটেনহ্যামকে হারিয়ে উয়েফা সুপার কাপ চ্যাম্পিয়ন হল পিএসজি। প্রথম ফরাসি ক্লাব হিসাবে উয়েফা সুপার কাপের চ্যাম্পিয়ন হল লুইস এনরিকের ছেলেরা।

বুধবার রাতে উদিনেসের ব্লু এনার্জি স্টেডিয়ামে ফাইনাল ম্যাচটা রীতিমতো রোমাঞ্চে ভরপুর ছিল। নির্ধারিত সময়ে খেলা শেষ হয়েছিল ২-২ গোলে। পেনাল্টি শুটআউটে ৪-৩ গোলে ম্যাচ জেতে পিএসজি। নতুন কোচ টমাস ফ্রাঙ্কের অধীনে এটাই ছিল লন্ডনের ক্লাবটির প্রথম ম্যাচ। সেই ম্যাচে ইউরোপের চ্যাম্পিয়নদের ভালোমতোই টক্কর দিয়েছে স্পারস। ৩৯ মিনিটে ডিফেন্ডার মিকি ফন দে ফেন গোল করে টটেনহামকে এগিয়ে দেন। প্রথমার্ধ ১-০ গোলে এগিয়ে থেকে শেষ করে স্পার্সরা। দ্বিতীয়ার্ধের খেলা শুরুর পর আরও একটি গোল পায় টটেনহ্যাম। ৪৮ মিনিটে দ্বিতীয় গোলটি করেন রোমেরো।

৮৪ মিনিট পর্যন্ত ম্যাচে টটেনহাম ২-০ গোলে এগিয়ে ছিল। ইংল্যান্ডের ক্লাবটির সমর্থকরা ট্রফিজয়ের স্বপ্নও দেখা শুরু করেন। তখনই শুরু পিএসজির নাটকীয় কামব্যাক। ৮৫ মিনিটে গোল করে ব্যবধান পিএসজির মিডফিল্ডার লি কাং—ইন। এরপর রীতিমতো ক্ষুধার্ত বাঘের মতো ঝাঁপিয়ে পড়ে পিএসজি। খেলার সংযুক্ত সময়ে উসমান দেম্বেলে বাড়ানো পাস থেকে সমতা ফেরান গঞ্জালো র‍্যামোস। নির্ধারিত সময়ে খেলা ২-২ গোলে শেষ হওয়ার পর শুরু পেনাল্টি শুটআউট। পেনাল্টি শুটে ৪-৩ গোলে জেতে পিএসজি।

গত মরশুমে প্যারিসের ক্লাবটি অনবদ্য ফর্মে ছিল। প্রথমবার চ্যাম্পিয়ন্স ট্রফি জয়ের পাশাপাশি ফরাসি লিগও জিতেছিল। এই মরশুমের শুরুটাও তারা ট্রফিজয় দিয়েই করল। প্রথম ফরাসি ক্লাব হিসাবে এই ট্রফিজয়ের স্বাদ পেল পিএসজি।

ইংল্যান্ডের মাটিতে আবার দেখা গেল পন্থের সেই সমারসল্ট! ঋষভকে নকলের চেষ্টা ইংরেজ ব্যাটারেরই

ইংল্যান্ডের মাটিতে নজর কেড়েছেন ঋষভ পন্থ। ওভালে শেষ টেস্ট খেলতে না পারলেও বাকি চার টেস্টে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায় দেখা গিয়েছে তাঁকে। টেস্ট সিরিজ শেষ হয়ে গেলেও পন্থের প্রভাব রয়েছে ইংল্যান্ডের ক্রিকেটারদের উপর। পন্থকে নকল করার চেষ্টা করেছেন হ্যারি ব্রুক। হেডিংলেতে প্রথম টেস্টের প্রথম ইনিংসে শতরান করে 'সমারসল্ট' করে উল্লাস করেছিলেন পন্থ। এই সিরিজের আগে আইপিএলে লখনউ সুপার জায়ান্টসের শেষ ম্যাচে শতরান করেও ডিগবাজি খেয়েছিলেন তিনি। পন্থের সেই ডিগবাজি নকল করার চেষ্টা করেছেন ব্রুক।ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ শেষে সে দেশে শুরু হয়েছে 'দ্য হান্ড্রেড' প্রতিযোগিতা। সেখানেই দেখা গিয়েছে সেই ছবি। খেলা শুরুর আগে মাঠে ঢোকার সময় ডিগবাজি খাওয়ার চেষ্টা করেছেন ব্রুক। তবে একেবারে পন্থের মতো পারেননি তিনি। পন্থ করেছিলেন 'সমারসল্ট'। ব্রুক করেছেন 'কার্টহুইল।' কাছেই দাঁড়িয়েছিলেন সতীর্থ জাক ক্রলি। ডিগবাজি খাওয়ার পর ক্রলির সঙ্গে কথা বলতে দেখা গিয়েছে ব্রুককে। সেই সময় ধারাভাষ্য দিচ্ছিলেন অইন মরগ্যান। ইংল্যান্ডের প্রাক্তন অধিনায়ক তা দেখে বলেন, "ওর গা ঘামানো দেখে বেশ ভাল লাগছে। বেশ অন্য রকম। আমরা বেশি ক্রিকেটারকে এটা করতে দেখি না। তবে ডিগবাজি খাওয়ার পর দেখে মনে হচ্ছিল, ব্রুক খুব গর্বিত হয়েছে।"পরে আবার ব্রুকের ডিগবাজির প্রসঙ্গ আসে। তখন মরগ্যান বলেন, "আমার মনে হয় সতীর্থদের সঙ্গে ওর বাজি লেগেছিল। ওরা হয়তো বলেছিল, ব্রুক পারবে না। সেটাই ও করে দেখিয়েছে। আমরা হেডিংলেতে পন্থকে দেখেছি ডিগবাজি খেতে। তবে ও পুরো সমারসল্ট করেছিল। ব্রুক সেটা করেনি। ও নিজের মতো কিছুটা নতুনত্ব এনেছে।"ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে চার টেস্টে ৪৭৯ রান করেছেন পন্থ। ৬৮.৪২ গড়ে রান করেছেন তিনি। হেডিংলেতে দুই ইনিংসেই শতরান করেছেন পন্থ। পাশাপাশি সিরিজে তিনটে অর্ধশতরানও করেছেন ভারতীয় উইকেটরক্ষক। ম্যাঞ্চেস্টারে ভাঙা পায়ে ব্যাট করতে নেমে অর্ধশতরানের ইনিংস খেলেছেন পন্থ। তাঁর সাহসী ইনিংসের প্রশংসা হয়েছে।সিরিজে পন্থের থেকে ২ রান বেশি করেছেন ব্রুত। পাঁচ টেস্টে ৪৮১ রান করেছেন তিনি। ৫৩.৪৪ গড়ে রান করেছেন ব্রুক। সিরিজে দুটো শতরান ও দুটো অর্ধশতরান করেছেন ব্রুক। ওভালে তাঁর শতরান আর একটু হলে ইংল্যান্ডকে সিরিজ জিতিয়ে দিচ্ছিল। কিন্তু তাড়াহুড়ো করতে গিয়ে আউট হয়ে যান তিনি। সেখান থেকে ম্যাচে ফিরে শেষ পর্যন্ত জিতে যায় ভারত। ২-২ ড্র হয়েছে ভারত-ইংল্যান্ড সিরিজ।

বিশ্বকাপের দু'মাস আগে অবসর নিলেন ক্রিকেটার, ৩২ বছর বয়সেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেটকে বিদায়

বিশ্বকাপ আর দু'মাস বাকি। তার আগেই আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে সরে দাঁড়ালেন বেদা কৃষ্ণমূর্তি। ভারতের মহিলা ক্রিকেটার মাত্র ৩২ বছর বয়সেই বিদায় নিলেন। শুক্রবার সমাজমাধ্যমে একটি পোস্ট করে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়েছেন তিনি।

বেদা লিখেছেন, "বড় স্বপ্ন নিয়ে ছোট শহরের মেয়ের বেড়ে ওঠা থেকে গর্বের সঙ্গে ভারতের জার্সি পরা। যে শিক্ষা ও মানুষজনকে পেয়েছি এবং যে সব স্মৃতি রয়েছে তার জন্য ক্রিকেটের প্রতি কৃতজ্ঞ। খেলা থেকে সরে দাঁড়ানোর সময় এসেছে। তবে ক্রিকেট থেকে সরছি না। সব সময় ভারতের পাশে, দলের পাশে আছি।"

সমাজমাধ্যমে নিজের ছবির সঙ্গে আরও কিছু বার্তা দিয়েছেন বেদা। লিখেছেন, "ছোট গলি থেকে উঠে এসে কখনও ভাবতে পারিনি বড় স্টেডিয়ামে খেলব। ক্রিকেট শুধু একটা জীবন নয়, আরও অনেক কিছু দিয়েছে।

আমাকে পরিচিতি দিয়েছে, লড়াই শিখিয়েছে।" নিজের পরিবার, ভারতীয় বোর্ড, কর্নাটক রাজ্য ক্রিকেট সংস্থা, সতীর্থদের ধন্যবাদ দিয়েছেন বেদা।

ভারতের হয়ে ২০১১ থেকে ২০২০ পর্যন্ত খেলেছেন বেদা। ৪৮টি এক দিনের ম্যাচ এবং ৭৬টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন তিনি। এক দিনের ক্রিকেটে ৮২৯ রান এবং টি-টোয়েন্টি ক্রিকেটে ৮৭৫ রান করেছেন তিনি।

২০১১-এ ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে ১৮ বছরে অভিষেক হয় বেদার। প্রথম ম্যাচেই ৫১ রান করেন তিনি। ২০১৭ বিশ্বকাপের সেমিফাইনালে অস্ট্রেলিয়ার বিরুদ্ধে তাঁর ৭০ রানে ভারত ফাইনালে ওঠে। ২০২০-র টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ ফাইনাল পর্যন্ত তিনি নিয়মিত সেই দলের সদস্য ছিলেন। ওটাই তাঁর শেষ আন্তর্জাতিক ম্যাচ।

'সংযত হয়ে কথা বলা উচিত ছিল', গম্ভীরের কোন আচরণে সন্তুষ্ট নন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার?

ইংল্যান্ডের বিরুদ্ধে পঞ্চম টেস্টের আগে উত্তাপ চরমে পৌঁছেছিল। ওভালে পিচ কিউরেটরের সঙ্গে প্রবল বচসায় জড়িয়েছিলেন টিম ইন্ডিয়ার হেডকোচ গৌতম গম্ভীর। তিনি নাকি 'অশ্লীল ভাষায়' আক্রমণ করেছিলেন পিচ কিউরেটর লি ফর্টিসকে। এবার এই প্রসঙ্গে মুখ খুলেছেন প্রাক্তন অজি ক্রিকেটার ম্যাথু হেডেন। তিনি মনে করেন, গম্ভীরের আরও সংযত হয়ে কথা বলা উচিত ছিল।

হেডেন বলেন, "পিচ নিয়ে কিউরেটাররা একটু রক্ষণশীল হন। আর ইংল্যান্ডে তো এটা আরও বেশি। পঞ্চম টেস্টের আগে ওখানকার পরিস্থিতি হয়তো অন্যরকম ছিল। সিরিজ জেতার সুযোগ ছিল ওদের। তাই ভারতকে চাপে ফেলতে চেয়েছিল। সেই কারণেই হয়তো ভারতীয় কোচকে পিচ দেখতে দেওয়া হচ্ছিল না প্রথমে।"প্রাক্তন অজি ওপেনারের কথায়, "গম্ভীর যেটা বলেছেন তাতে কোনও ভুল নেই। ওর সম্পূর্ণ অধিকার আছে কথা বলায়। কিন্তু মনে হয় ও একটু সংযতভাবে, গলার স্বর নামিয়ে কথা বলতে পারত। তাহলে এই বিতর্ক হত না।"উল্লেখ্য, ওভালে প্রথম অনুশীলনে মাঠের পরিষেবা নিয়ে অখুশি ছিল টিম ইন্ডিয়া। সেই নিয়ে পিচ কিউরেটর ফর্টিসের সঙ্গে কথা কাটাকাটিতে জড়িয়ে পড়েছিলেন গম্ভীর। আঙুল উঁচিয়ে তাঁর দিকে তেড়েও যান তিনি। শোনা যায়, গম্ভীর বলেন, "আমরা কী করব, সেটা আপনি বলার কেউ নন।" ওভালের পিচ কিউরেটর ও অন্যান্য মাঠকর্মীরা গম্ভীরের বিরুদ্ধে অভিযোগ করার হুমকিও পর্যন্ত দিয়েছিলেন। উত্তরে একটি অশ্লীল শব্দ বলার পর গম্ভীর বলেন, "যা খুশি করুন। যেখানে অভিযোগ করতে হয় করুন। আপনি একজন মাঠকর্মীর বেশি নন।" তবে ভারতের ব্যাটিং কোচ সীতাংশ কোটাক ও অন্যান্য সদস্যরা দু'পক্ষকে আলাদা করে দেন। গোটা ঘটনার ভিডিও ভাইরাল হয়েছিল।

দিল্লি থেকে ফিরে এসেই বোনেদের থেকে রাখি পড়লেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট।। দিল্লি থেকে ফিরে এসেই রাজ্যের বোনেদের সঙ্গে রাখি পূর্ণিমা পালন করলেন সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব। রাখি পূর্ণিমা উৎসবকে সামনে রেখে সাংসদ বিপ্লব কুমার দেবের বাসভবনে আজ সন্ধ্যায় রাখি পূর্ণিমা উৎসব পালন করা হয়। এদিন মহিলা মোর্চা সহ এলাকার বিভিন্ন মহিলারা সাংসদের হাতে রাখি পরিয়ে দিয়ে উনার দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন। সাংসদ বিপ্লব কুমার দেব বলেন, রাখি পূর্ণিমার দিন তিনি রাজ্যে ছিলেন না।

আজ ফিরে এসেই প্রথমে বোনেদের হাত থেকে রাখি পড়েছেন তিনি। রাখি বন্ধনের মাধ্যমে ভাই ও বোন একে অপরকে রক্ষা করার দায়িত্ব গ্রহন করেন। এদিনের এই অনুষ্ঠান থেকে সকল বোনদের সুস্বাস্থ্য ও দীর্ঘায়ু কামনা করেছেন তিনি। পাশাপাশি রাজ্যবাসীরও মঙ্গল কামনা করেছেন সাংসদ।

বাংলাভাষী অভিবাসী শ্রমিকদের আটক ইস্যুতে স্থগিতাদেশে অস্বীকার, আদেশ দিলে বিপর্যয় হতে পারে, মন্তব্য সুপ্রিম কোর্টের

বাংলাদেশি সন্দেহে আটকের অভিযোগে জনস্বার্থ মামলা গৃহিত, কেন্দ্র ও ৯ রাজ্যকে নোটিশ

নয়াদিল্লি, ১৪ আগস্ট ।। বাংলাভাষী অভিবাসী শ্রমিকদের বাংলাদেশি নাগরিক সন্দেহে আটকের অভিযোগে দায়ের হওয়া জনস্বার্থ মামলার শুনানিতে সুপ্রিম কোর্ট বৃহস্পতিবার কোনও অন্তর্বর্তী স্থগিতাদেশ দিতে অস্বীকার করেছে। আদালত জানিয়েছে, তৎক্ষণাৎ কোনও নির্দেশ দিলে "গুরুতর পরিণতি" হতে পারে। বিশেষত তাদের ক্ষেত্রে, যারা সত্যিই সীমান্ত পেরিয়ে বেআইনিভাবে এসেছে। বিচারপতি সূর্যকান্ত এবং জয়মাল্য বাগচী-র বেঞ্চ বলেন, যেসব রাজ্যে অভিবাসী ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

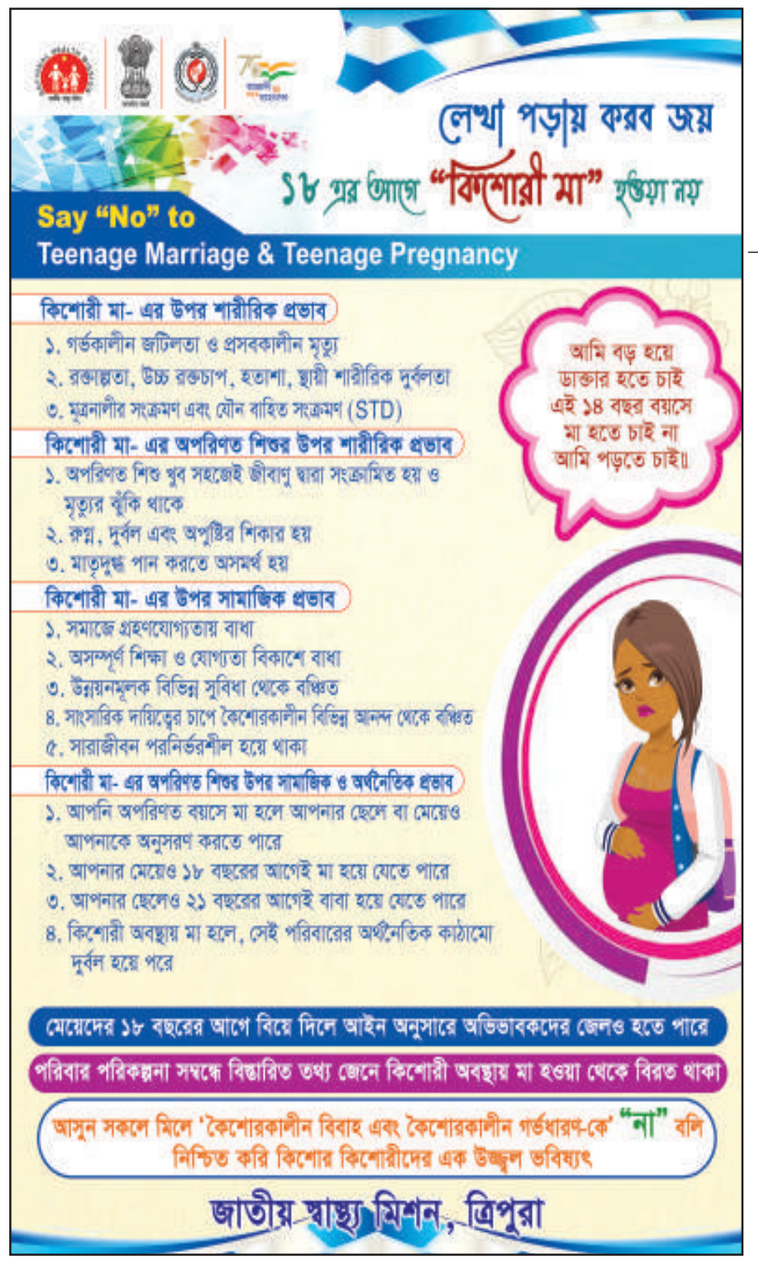

নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি ঃ কংগ্রেস

নিজস্ব প্রতিনিধি, আগরতলা, ১৪ আগষ্ট।। নির্বাচন কমিশনকে ব্যবহার করে ভোট চুরি করে ক্ষমতাসীন হয়েছে বিজেপি। গনতন্ত্রকে হত্যা করে, মানুষের ভোটাধিকার খর্ব করে লোকসভা, বিধানসভা সকল নির্বাচনে নির্বাচন কমিশনকে হাতিয়ার বানিয়ে ক্ষমতায় টিকে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী। বিরোধী দলনেতা রাহুল গান্ধী ইতিমধ্যেই তথ্য প্রকাশ করে এই কেলেঙ্কারি ফাঁস করেছেন। আজ রাজধানী আগরতলায় মশাল মিছিল থেকে আমিনী অভিযোগ তোলেন প্রদেশ কংগ্রেস সভাপতি আশীষ কুমার সাহা।

উল্লেখ্য, নির্বাচনগুলিতে ভারতের নির্বাচন কমিশনের ভূমিকার তীব্র নিন্দা জানিয়ে গোটা দেশের সাথে রাজ্যেও প্রতিটি ☛ ৫ এর পাতায় দেখুন

স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক ও মুদ্রক সন্দীপ বিশ্বাস কর্তৃক রেণ্বো প্রিন্টিং ওয়ার্কস, আগরতলা থেকে মুদ্রিত ও জাগরণ কার্যালয় এল. এন. বাড়ী রোড, আগরতলা, ত্রিপুরা থেকে প্রকাশিত। সম্পাদক - সন্দীপ বিশ্বাস।
Printed by the Owner, Publisher and Printer Sandeep Biswas from Rainbow Printing Works, Agartala and Published from Jagaran Office, L.N. Bari Road. Agartala, Tripura. Editor- Sandeep Biswas